**April 12 at 11:18pm:** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153355957056891>)

চোখ ফোটার আগেই, বাচ্চাদেরকে স্কুলের ভর্তি-যুদ্ধে নামিয়ে দেয়া হয়। ঘাস, লতাপাতা চিনার আগেই আঙ্গুল তুলে বলা হয়- "ইউ আর নট গুড এনাফ। ইউ আর এ ফেইলিউর।" যেনো সব বাচ্চাকে একই স্কুলে পড়তে হবে। সবার সন্তানকেই ফার্স্ট হতে হবে। যার সন্তান যত বেশি হোমওয়ার্ক, এসাইনমেন্ট করবে, যত বেশি কোচিং বা প্রাইভেট টিউটর থাকবে, সে তত বেশি জিনিয়াস হবে। ডিফারেন্ট কিছু করা, রুটিনের একটু হেরফের করার মানেই নষ্ট হয়ে যাওয়া।

তাই হোমওয়ার্কের পাহাড় চাপিয়ে দিয়ে, ঘুম কাতুরে চোখগুলোকে শাসিয়ে রাখে। নিত্য নতুন মুখস্থ করার ট্রিকস শিখিয়ে, নাম্বারের পিছনে লেলিয়ে দেয়। পদে পদে তুলনা আর প্রতিযোগিতা দিয়ে জীবনকে বিষাদময় করে তোলে। একটু পিছিয়ে পড়লেই, সবার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। বইয়ের ভারে কুঁজো হয়ে যাওয়া, হাঁপিয়ে উঠা বাচ্চাটা কখনোই পাল্টা প্রশ্ন করে না- সৃজনশীল হতে বলে, পাঠ্যবই কেনো ধরিয়ে দিলে? কোচিং আর টিউটরের বাসায় সব শিখতে হলে, স্কুলে যেতে কোনো বললে? চাকরিতে এক্সট্রা কারিকুলার এক্টিভিটি খুঁজলে, হাজার বছর পুরাতন সূত্রের প্রমাণ কোনো মুখস্থ করালে? বিসিএস পরীক্ষায় ক্লাস এইটের অঙ্ক এলে, ভার্সিটিতে চার বছর কেনো পড়ালে? সবাইকে জিপিএ ফাইভ দিয়ে মেধাবী বানালে, পরীক্ষার হলে কোনো বসালে? পিএসসি জেএসসি-এর নামে শৈশব কেনো কেড়ে নিলে?

.

অথচ ভালো স্কুলে চান্স না পেয়েও, ভালো ভার্সিটিতে চান্স পাওয়া যায়। ভালো ভার্সিটিতে চান্স না পেয়েও, ভালো চাকরি পাওয়া যায়। ভালো চাকরি না পেয়েও, ভালো মানুষ হওয়া যায়। জীবনে সফল হওয়া যায়। কিন্তু ভালো একটা শৈশব কেড়ে নিলে, সেটা আর ফেরত দেয়া যায় না। একটা সাবজেক্ট আগাগোড়া মুখস্থ না করেও, সাবজেক্টের কয়েকটা টপিক আনন্দ সহকারে উপভোগ করা যায়। পাঠ্যবইয়ের সাথে সাথে বাইরের জগত থেকেও অনেক জ্ঞান আহরণ করা যায়। শুধু পাঠ্য বই আর রুটিনের ভিতরে আটকে রেখে ফার্মের মুরগি বানালে, সন্তানের ভবিষ্যৎ শক্ত হওয়ার চেয়ে ভঙ্গুর বেশি হবে।

.

শুনেন, বেশি খাওয়ালেই সন্তান বেশি ভালো থাকবে না। বেশি শাসন করলেই, বেশি সফল হয়ে উঠবে না। সফল বানাতে চাইলে, সফল হওয়ার মশলা ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে হবে। নিজে নিজে এক্সপ্লোর করার সাহস, সুযোগ এবং পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে। লেগে থাকার প্রেরণা যোগাতে হবে। তাহলেই দেখবেন, আপাত দৃষ্টিতে পিছিয়ে পড়া সন্তানই আপনাকে গর্বিত পিতা-মাতা বানিয়ে ফেলছে।

**April 8 at 12:23am:** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153345944376891>)

দুই মিনিট, দশ মিনিট বা দশ ঘন্টা, যত সময়ই পাই না কেনো, গড় গড় করে ফেইসবুকে ঢুকে যাই। কারণ ফেইসবুকিং ছাড়া অন্য কিছুই করার নাই। তাছাড়া আমাদের যত ইনফরমেশন লাগে তার সবকিছুই ফেইসবুকে আছে। রাজনীতি, সমাজনীতি, দেশী-বিদেশী খবর, বিনোদন, খেলা, কার বাচ্চার দাঁত উঠছে, কোন জায়গায় চিরুনি সস্তা পাওয়া যাবে, সব ইনফরমেশন আছে। তবে আমরা প্রতিদিন যত ইনফরমেশনই কনজিউম করি না কেনো। তার ৯০-৯৫% ইনফরমেশনের ভ্যালু পরেরদিন থাকে না। আজকে ফেইসবুকে যত কিছু জানলাম আর ইস্যু নিয়ে অভিমত দিলাম, একমাস পরে এগুলার চার পয়সা দামও নাই।

.

তারপরেও এইসব ইনফরমেশন জানার জন্য মন আকুপাকু করে। নতুন কিছু মিস করার ভয়ে তড়িগড়ি করে ফেইসবুকে ঢুকি। আবার, যখন মন খারাপ বা একাকী থাকি। হতাশ বা কারো সাপোর্টের দরকার হলে ফেইসবুকে ঢুকি। নিজে কিছু পোস্ট না করলেও, অন্যের পোস্ট দেখি। বেশিরভাগ সময় লাইক বা কমেন্টও করি না। তাও ঢুকে বসে থাকি। কারণ এইটা একটা রোগ হয়ে গেছে যাকে বলে ফেইসবুক এডিকশন।

.

আরেক গ্রুপ আছে যারা পোস্ট দেয়। তবে ফেইসবুকের ৮০% পোস্ট হচ্ছে নিজেকে নিয়ে। অর্থাৎ পোস্টের টপিক হলো- আমি কি করলাম, আমি কি খাইলাম, আমি কি দেখলাম, আমি কি ভাবলাম। শুধু পোস্ট দিয়েই শেষ নয়। পোস্ট দেয়ার পর শুরু হয় অন্যের রেসপন্স পাবার অপেক্ষা। লাইক, কমেন্ট পাওয়ার অপেক্ষা। এটাও একটা নেশা। এটাও ফেইসবুক নেশা। এইসব নেশার কারণে ডিপ্রেশন, দুশ্চিন্তা, মানসিক চাপ, সরাসরি কথা বলতে হীনমন্যতা, অতিরিক্ত রাগ, বিরক্তি, পড়ালেখায় অমনোযোগ, ঘুমের স্বল্পতা, বাথরুমে গিয়ে মোবাইল ঘাটাঘাটি করা, একসাথে একাধিক প্রেমে ম্যানেজ করতে গিয়ে ধরা খাওয়া সহ অনেক অনেক সমস্যা হয়।

.

এই সমস্যা দূর করার জন্য- যারা ফেইসবুকে ঢুকে কিন্তু এক্টিভ না। অর্থাৎ লাইক কমেন্ট না করে নিজেকে গুটিয়ে রাখে। তাদের লাইক কমেন্ট করে ইন্টার‍্যাকশন বাড়াতে হবে। বেশি কিছু লিখে কমেন্ট করতে না পারলে- কনগ্রাটস, স্মাইলি ফেইস বা স্যাড ফেইস দিয়ে শুরু করো। যারা খুব বেশি এক্টিভ, তাদের অনলাইনে এক্টিভগিরির পাশাপাশি অফলাইনেও এক্টিভ হতে হবে। যাদের ছবিতে বা স্ট্যাটাসে লাইক, কমেন্ট দিচ্ছ তাদের সাথে সরাসরিও কথা বলতে হবে। সামাজিকতা শুধু ফেইসবুকের মধ্যে না, বাস্তব দুনিয়াতেও করতে হবে। ফেইসবুকের কারণে কাজে কনসেন্ট্রেট করতে সমস্যা হলে, ল্যাপটপের ব্যাটারি খুলে আম্মুর কাছে দিয়ে দাও। ব্রাউজারে ফেইসবুক ব্লক করে ফেলো। মোবাইলে ফেইসবুক আনইন্সটল করো। স্মার্ট-ফোন বাদ দিয়ে নরমাল ফোন ব্যবহার করো।

**April 3 at 10:51pm: (**[**https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153337832786891**](https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153337832786891)**)**

মন খারাপ করে সারাদিন ননস্টপ কান্নাকাটি করলেও, ছিনতাই হয়ে যাওয়া মোবাইলটা তোমার পকেটে ফিরে আসবে না। ছ্যাঁকা দিয়ে চলে যাওয়া প্রিয়জন আবারও হাত ধরে বৃষ্টিতে ভিজতে চাইবে না। কিংবা অন্যায়ভাবে তোমার মুখের খাবার কেড়ে নেয়া ব্যক্তিটি, তোমার যোগ্য পাওনা বুঝিয়ে দিবে না। তারপরেও ননস্টপ কান্নাকাটি করতেই থাকো। হতাশা, ক্ষোভগুলোকে টেনেটুনে লম্বা করো। জীবনটাকে ছ্যাড়াব্যাড়া ডালের বড়া বানিয়ে, 'সুখ' শব্দটাই ডিকশনারি থেকে মুছে ফেলো। আর ক্ষত-বিক্ষত হৃদয় নিয়ে জানতে চাও- "হোয়াট ইজ সুখ?"

.

"সুখ হচ্ছে, আনন্দদায়ক মুহূর্তের ধারাবাহিকতা।" অর্থাৎ কারো জীবনে একটার পর একটা আনন্দদায়ক মুহূর্ত আসতে থাকলেই, সে সুখী। তবে ১০০% সুখী বলতে কেউ নাই। কারণ দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী মানুষের জীবনেও একটু আধটু কষ্ট, হতাশা, বিশ্বাসঘাতকতা, ব্যর্থতার ছোঁয়া আছে। তবে সে তার লাইফের নেগেটিভ ফিলিংসগুলো, খারাপ লাগাগুলো আঁকড়ে ধরে রাখে না। টেনেটুনে লম্বা করে জীবনকে বিষাদময় করে তোলে না। বরং নেগেটিভ ফিলিংসগুলো থেকে পজিটিভ স্পিরিট খুঁজে বের করে। বা মাটি চাপা দিয়ে অন্য কোন পজিটিভ ফিলিংস অর্জন করার চেষ্টা করে।

.

কোন কারণে গর্তে পড়ে গেলে, বা ব্যর্থ হলে, কান্নাকাটি করে ভাসিয়ে দিতে পারো। আবার চাইলে শোককে শক্তিতে রূপান্তর করে, গর্তে পড়ে যাওয়াকে, যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ হিসেবে গণ্য করতে পারো। শুনো, তুমি চাইলেই দুনিয়ার সবকিছু কন্ট্রোল করতে পারবে না। অতীতকে পাল্টাতে পারবে না। কিন্তু অতীতের সেই ঘটনার জন্য তোমার প্রতিক্রিয়া, তোমার পরবর্তী পদক্ষেপকে কন্ট্রোল করতে পারবে। সো, দুঃখের বেড়াজালে না আটকে না থেকে, আনন্দ কুড়ানোর মিশনে লেগে থাকো।

.

ফিউচার নিয়ে কনসার্নড না হয়ে কিউরিয়াস হও। সুখগুলো গাড়ি-বাড়ি আর ভবিষ্যতের জন্য জমা না রেখে, আজকের দিনের ছোটখাটো মুহূর্তগুলো উপভোগ করো। আনন্দ নাই, পজিটিভ ফিলিংস নাই, এমন কাজ চালিয়ে যেতে বাধ্য হলে, অন্যকিছুতে আনন্দ খুঁজে বের করো। তোমাকে ১০০% সুখী হওয়া লাগবে না। শুধু কষ্টের চাইতে আনন্দের পরিমাণ বেশি হতে হবে। অন্যের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়াও। কারো জীবনের লক্ষ্য অর্জনে সহযোগিতায় করলে, তার অর্জনও তোমার জন্য আনন্দদায়ক অনুভূতি নিয়ে আসবে।

.

রিলেশনশিপের প্রতি সৎ, নিষ্ঠাবান ও কেয়ারী হও। "আমার কথাই ঠিক, তোমারটা ভুল" এমন চিন্তাভাবনা পরিহার করো। ভুল স্বীকার করার, আপোষ করার অভ্যাস গড়ে তুলো। সন্দেহ থাকলে বেনিফিট অফ ডাউট দাও। আম্মু-আব্বু, ভাই-বোন, বাসায় কাজের লোক, সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা-বোধ বাড়াও। যে রিক্সাচালক যে তোমাকে ভার্সিটিতে পৌঁছে দিছে, যে টঙ্গের চা দোকানদার তোমাকে চা বানিয়ে খাইয়েছে, যে যাত্রী নেমে যাওয়ায় তুমি বাসে সীট পেয়েছ, সবাইকে নিজের ভিতর থেকে ফিল করে থাঙ্কু বলো। কারণ দরদ দিয়ে কাউকে থাঙ্কু বললে, নিজের ভিতরেও একটা পরিতৃপ্তি আসে। আর পরিতৃপ্তির সংখ্যা বাড়াতে পারলেই জীবনে সুখী হতে পারবে।

**March 26:** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153315144531891>)

জ্যামের কারণে পরীক্ষার হলে পৌছতে দশ মিনিট দেরী হলে, পরেরদিন ঠিকই খেয়াল করে দেড়-ঘন্টা আগে বাসা থেকে বের হও। যাতে ট্রাফিক জ্যাম, রাস্তার মিছিল, ঝড়-বৃষ্টি কোনকিছুই তোমাকে দেরি করাতে না পারে। পাঁচ ঘন্টা লাইনে দাড়িয়ে থাকার পরেও কাউন্টারে গিয়ে বাসের টিকেট না পেলে, তুমি হাল ছেড়ে দাও না। অন্য সিস্টেমে, অল্প কিছু টাকা বেশি দিয়ে হলেও টিকেট ম্যানেজ করে ফেলো। কারেন্ট নাই বলে টিভিতে খেলা দেখতে না পারলে তুমি কিন্তু হাত পা ছেড়ে বসে থাকো না। মোবাইল দিয়ে ক্রিকইনফোতে চোখ রাখো। কারেন্ট আসার সাথে সাথে ইউটিউবে হাইলাইটস দেখে ফেলো। পকেটে টাকা না থাকলেও, ক্যামনে ক্যামনে জানি টাকা ম্যানেজ করে সেন্টমার্টিন চলে যাও বন্ধুদের সাথে।

.

অথচ প্রেম করার টাইম আসলেই তোমার সাহসে আর কুলায় না। এক মাস-দুই মাস, এক-দুই বছর চলে গেলেও সাহস করে সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারো না। এইটা শুধু তোমার ক্ষেত্রে না। দুনিয়ার ৯০ ভাগ প্রেমই প্রপোজ কারার আগেই হারিয়ে যায়। শুনো, একটা প্রেম সফল করার জন্য অনেক অনেক চেষ্টা, অনেক অনেক ফন্দি ফিকির করে পিছনে লেগে থাকতে হয়। দুই-একবার রিজেক্ট করে দিলেও বন্ধু হওয়ার চেষ্টা করতে হয়। ছলেবলে কৌশলে বারবার প্রিয়জনের কাছে থাকতে পারলেই প্রেম হবে। আর অল্পতে টায়ার্ড হয়ে ছেড়ে দিলে, প্রিয়জন অন্য কারো প্রিয় হয়ে যাবে। আর তুমি গান ধরবে- "ফাইট্টা যায়, ও আমার বুকটা ফাইট্টা যায়"।

.

প্রেমের মতো; লাইফের ড্রিম, লক্ষ্যগুলোতে সফল হতে চাইলে, লক্ষ্যের পিছনে লেগে থাকতে হবে। এক দুই বার হোঁচট খাবে, অনেক অনেক চেষ্টা করেও দেখা যাবে কিছুই আউটপুট পাওয়া যাচ্ছে না। তারপরেও চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। জীবনে যা কিছুই করতে চাও না কেনো, একদিনে সেটা পেয়ে যাবে না। বাসের টিকেট, খেলা দেখা, বন্ধুদের সাথে ঘুরতে যাওয়ার জন্য যতটুকু ডেসপারেট, তার চাইতেও বেশি ডেসপারেট না হলে, তোমার স্বপ্ন নিজে নিজে ফ্রাই হয়ে তোমার প্লেটে চলে আসবে না।

.

নরম বিছানা, আরামের সোফা থেকে উঠে দাড়াতে হবে। আড্ডা কমিয়ে কাজে নামতে হবে। নিজের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করতে হবে। প্রয়োজন হলে অন্য কারো হেল্প নিতে হবে। কোনদিন রানের খাতা খোলার আগেই আউট হয়ে গেলে, লজ্জায় মুখ লুকিয়ে পালিয়ে যাওয়া যাবে না। তাহলে সেঞ্চুরি করার স্বাদ কোনদিনও পাবে না। বরং একদিন ডাক মারলেও পরেরদিন আবার মাঠে নামতে হবে। চেষ্টা করতে হবে। উপরে উঠার রাস্তা খুঁজতে হবে। লেগে থাকলে একদিন না একদিন সে রাস্তা ঠিকই পেয়ে যাবে। আর এভাবেই একটার পর একটা সিঁড়িতে পা ফেলে সফলতার শিখরে পৌঁছে যেতে পারবে।

**January 30** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153198521551891>)

যে ছেলেটা নামী ভার্সিটিতে চান্স না পেয়ে, নীরবে প্রাইভেটে বা ঢাকার বাইরে চলে গেছিলো, সেই ছেলেটাই, নামী ভার্সিটির পোলাপানের চাইতে দুই বছর আগে পাশ করে, তাদের ম্যানেজার হয়ে বসে আছে। যে মেয়েটা ভালো সাবজেক্টে চান্স পায়নি বলে তার কলেজের ফ্রেন্ডরা তার সাথে মিশতো না, সেই মেয়েটাই তার বান্ধবীদের চাইতে দ্বিগুণ জিপিএ নিয়ে, ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হিসেবে ফ্যাকাল্টি হয়ে গেছে। যে ছেলেটা ভালো স্টুডেন্ট না বলে, জোর করে আর্টস গ্রুপে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিলো, সেই ছেলেটাই সায়েন্সের মেধাবীদের আগে বিসিএস ক্যাডার হয়ে গেছে।

.

শুনো, নামী ভার্সিটির দামী সাবজেক্ট পেয়ে যত বেশি রিলাক্স হবা, তত বেশি পিছিয়ে পড়বা। সিরিয়াল, গেমস, প্রিমিয়ার লীগের পিছনে যত বেশি সময় দিবা, পরীক্ষায় মার্কস তত কম পাবা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যত বেশি কানেক্টেড থাকবা, জীবনের লক্ষ্য থেকে তত বেশি ডিসকানেক্টেড হবা। দাম্ভিকতা, আত্মতৃপ্তি নিয়ে জীবন উপভোগ করায় যত বেশি মেতে থাকবা, তত দ্রুত পিছিয়ে থেকে নিয়মিত চেষ্টা করতে থাকা কম কোয়ালিটির কচ্ছপদের কাছে হেরে যাবা।

.

লাইফের আগের লেভেলে কি ছিলা, কি ফাটাই ফেলছিলা, সেটা দিয়ে এই লেভেলে কিচ্ছু যাবে আসবে না। এই লেভেলে কিছু উল্টায় ফেলার স্বপ্ন থাকলে, সেটার চেষ্টা এই লেভেলেই করতে হবে। আগের দিন সেঞ্চুরি করছিলা, না ডাক মারছিলা, তার উপরে আজকের স্কোর নির্ভর করবে না। আজকে ভালো করতে হলে, আজকেই ঘাম ঝরাতে হবে। আজকেই সাধনা চালাতে হবে। আজকেই চেষ্টা করতে হবে।

.

আজকের দিনটা সিরিয়াল দেখার পিছনে কাটিয়ে দিলে, আজকের রাতটা বার্সার উইনিং মোমেন্ট দেখার জন্য ব্যয় করে ফেললে, বার্সা এসে তোমার স্বপ্ন পূরণের কাজগুলো করে দিবে না। তাদের ট্রপি দিয়ে তোমার ঘর সাজাবে না। তোমার ইনবক্সে চাকরি বা হায়ার স্টাডি সেন্ড করে দিবে না। তোমার লক্ষ্য অর্জনের জন্য তোমাকেই মাঠে নামতে হবে। তোমার বাসার দেয়ালে ঝুলানোর মেডেল, তোমার ড্রইং রুমের শোকেইস সাজানোর ট্রপি, তোমাকেই অর্জন করতে হবে। তোমাকেই চেষ্টা করতে হবে।

**January 4 (**<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153151874971891>)

শুধু ট্যালেন্ট দিয়ে সব হয়ে গেলে, যে ফার্স্ট হয় তাকে ক্লাসে যাওয়া লাগতো না। এক সপ্তাহ হাসপাতালে ঘুরাঘুরি করে ডাক্তার হওয়া গেলে, পাঁচ-ছয় বছর ধরে, মোটা মোটা বই কেউ পড়তো না। তিন-চারবার ব্যর্থ হয়ে ছেড়ে দিলে, সেরা ক্যাপ্টেনের দেখা বাংলাদেশ পেতো না। দুনিয়ার কেউই শর্টকাটে সফল হতে পারে না। তুমিও পারবে না। তাই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখো না। সফল হতে হলে চেষ্টা করতে হবে। সাধনা করতে হবে। ভোর হওয়ার আগেই যে সাধনা শুরু করবে, রাত গভীর হওয়ার পরেও যার চেষ্টা চলতে থাকবে, সে সফল হবেই।

.

দুনিয়াতে ট্যালেন্ট বলতে কিছু নেই। পরিশ্রমী পোলাপান দিনের পর দিন সাধনা করে যে দক্ষতা, জ্ঞান অর্জন করে, আইলসা পোলাপান সেটাকেই ট্যালেন্ট বলে। সেজন্যই সারা বছর লাড্ডু মেরে, লাস্ট দুই সেমিস্টারে সিজিপিএ ৩.০ এর উপরে তুলতে দিশেহারা হয়ে, বোম্বল মার্কা স্টুডেন্টরা শুধুমাত্র কঠোর পরিশ্রম দিয়ে, এক সেমিস্টারে ৩.৭৫ এর উপরে জিপিএ পেয়ে, ট্যালেন্ট এর তকমা কিনে ফেলতে পারে। আবার কলেজের মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্টটা ভার্সিটিতে গিয়ে চার সাবজেক্টে ফেল করে, ট্যালেন্ট এর মেডেল হারিয়ে ফেলে। সো, ট্যালেন্ট কিচ্ছু না। Only পরিশ্রম is real। তাই আজকের পর, "ওর ট্যালেন্ট আছে বলে পারছে, আমার ট্যালেন্ট নাই বলে পারবো না"- এমন কথা বলবা না। থাপ্পড়ের চোটে চোয়ালের দাঁত একটাও থাকবে না।

.

আয়েশ আর অর্জন এক পথে চলে না। অলসতা সফলতার বন্ধু হতে পারে না। ৫০ টা জিনিসে সময় অপচয় করলে, কোনটাতেই বস হতে পারবে না। মনোযোগ কেড়ে নেয়, এমন সব জিনিসগুলাকে স্টপ করাতে না পারলে, তারাই তোমার সফলতাকে স্টপ করে দিবে। তাই, একটা লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতে হবে। সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আজকের দিনে কি কি করতে পারবা সেটাতে ফোকাস করবে। লক্ষ্যটা যত কঠিন হবে, চেষ্টার পরিমাণ তত বেশি হতে হবে। সবসময় নিজের সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে চেষ্টা করতে হবে। ঘাম যত বেশি ঝরাবা, তত দ্রুত এগিয়ে যাবা। এগিয়ে যেতে চাইলে বাধা আসবে, উষ্ঠা খাবে। তবে যত বেশি উষ্ঠা খাবে, উষ্ঠা এভোয়েড করার তত বেশি অপশন জেনে যাবে। তখন সিনেমা, আড্ডা, মাস্তির চাইতেও চেষ্টা করার মাঝে বেশি আনন্দ খুঁজে পাবে। এভাবে চলতে চলতে, একসময় নিজের অজান্তেই সফল হয়ে যাবে।

**January 2** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153148713466891>)

যে সাবজেক্টটা কঠিন বলে, তুমি ফেল করেছ। সেই একই সাবজেক্টে, তোমার ক্লাসের অর্ধেকের বেশি পোলাপান ৬০ এর উপরে মার্কস পেয়েছে। যে বৃষ্টির কারণে, যে ঠাণ্ডার ভয়ে তুমি ঘর থেকে বের হওনি। সেই একই বৃষ্টিতে ভিজে, একই ঠাণ্ডায় কেপে কেপে, রিক্সাওয়ালারা ঠিকই সংসার চালানোর টাকা কামিয়ে ঘরে ফিরেছে। যে শহরে ঘুষ, অনিয়ম আর আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে বিজনেসে নামার স্বপ্নটা মাটি চাপা দিয়ে রেখেছো। সেই একই শহরে তোমার পাশের ফ্ল্যাটের একজন, ব্যবসায় নেমে ঠিকই এগিয়ে গেছে। সো, সমস্যাটা আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, শীতের ঠাণ্ডা কিংবা সাবজেক্ট কঠিন হওয়ার মধ্যে না। সমস্যাটা তোমার মধ্যে। তবে সে সমস্যাটা তোমার স্বপ্ন, সাহস, চেষ্টার কমতি বা সময়ের অভাবের মধ্যে না।

.

শুনো, যে সিগারেট ছাড়তে চায়, সে সিগারেট ছাড়তে পারে না। যে সামনের সেমিস্টারে দুনিয়া উল্টায় ফেলতে চায়, সে সেই সেমিস্টারেও আগের সেমিস্টারের মতো লাড্ডু মারে। তাই সিগারেট ছাড়ার স্বপ্ন বাদ দিয়ে, আজকে দুপুরে লাঞ্চ শেষ করে সাথে সাথে সিগারেট না ধরিয়ে, ৫ মিনিট পরে সিগারেট জ্বালানোর টার্গেট সেট করতে হবে। পরেরদিন ঠিক একই কাজ করার চেষ্টা করতে হবে। পুরা সেমিস্টার পড়ে তাল গাছে উঠে যাওয়ার চিন্তা না করে, ক্লাস লেকচার শেষ হওয়ার সাথে সাথে, ক্লাস লেকচারের একটা টপিক নিয়ে ৫ মিনিট বসে বসে বুঝার চেষ্টা করতে হবে।

.

কেউ যুদ্ধ জয় করে না, একজন একজন করে শত্রুপক্ষের সৈন্যকে পরাজিত করে। কেউ সাগর পাড়ি দেয় না, বৈঠা মেরে মেরে, ইঞ্চি ইঞ্চি করে সামনে এগুতে থাকে। কেউ বিশ্ব সেরা খেলোয়াড় হয় না, একটার পর একটা ম্যাচে, দুই-একটা করে গোল করতে থাকে। সফলতা কোন লটারি না। জন্মদিনে প্রেমিকার উপহারও না। সফলতা হচ্ছে- কনসিসটেন্সি (ধারাবাহিকতা)। এই কনসিসটেন্সি, রেজাল্ট বা আউটকামের কনসিসটেন্সি না। এইটা চেষ্টার কনসিসটেন্সি। লেগে থাকার কনসিসটেন্সি।

.

মানুষের চেষ্টা হচ্ছে পানির মতো। চান্স পাইলেই গড়িয়ে নিচে নেমে যাবে। রিলাক্স করার কোন পাত্র পাইলে, সেই পাত্রের আকার ধারণ করবে। আরো বেশি চান্স পাইলে, নদীর স্রোতের সাথে ভেসে ভেসে বঙ্গোপসাগরে নিয়ে তোমারে ডুবাবে। তাই রিলাক্স হইও না। লম্বা টার্গেট সেট করো না। বরং নেক্সট স্টেপের দিকে তাকাও। সেই ছোট স্টেপটাই নিয়মিত দিতে থাকো। দেখবা, ছোট ছোট স্টেপ, পানির পাম্পের মতো তোমার চেষ্টার পানিকে একটু একটু করে উপরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এই একটু একটু করে এগিয়ে যেতে থাকলেই, একসময় পাহাড়ের চূড়া এসে তোমার পায়ের নিচে শিস বাজাবে।

**December 19, 2015** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153123653871891>)

ঝড়ের কবলে পড়ে নৌকার পাল ছিড়ে গেলে, ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে তীরের উল্টোদিকে যাওয়া শুরু করলে, মাঝির মাথা গরম হতেই পারে। ঐ একই সময়ে নৌকার তলা ফুটা হয়ে গেলে চুপচাপ বসে থাকা যাবে না। কোনটার আগে কোনটা করা উচিত, সেটা নিয়ে কনফিউজড হয়ে সময় নষ্ট করা যাবে না। বরং সবচেয়ে বেশি বিপদজনক এবং সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে সবার আগে নৌকার ফুটা বন্ধ করতে হবে। এই সমস্যা সমাধান হয়ে গেলে পরবর্তী সমস্যায় হাত দিতে হবে। তবে মোস্ট ইম্পরট্যান্ট প্রবলেম সাইডে রেখে নৌকার পাল জোড়াতালি দিতে গেলে, সব যাত্রী নিয়ে ডুবে মরতে হবে।

.

ঝড়ের কবলে পড়া মাঝির মতো আমাদের লাইফেও অনেক সমস্যা আছে। তবে স্মার্ট মাঝির মতো আমরা মোস্ট ইম্পরট্যান্ট প্রবলেম সলভ করার চেষ্টা করি না। বরং সব প্রবলেম এক সাথে সলভ করতে গিয়ে সমস্যার কুল কিনারা খুঁজে পাই না। হতাশায় মাথা হ্যাং হয়ে যায়। রিস্টার্ট দিলেও সমস্যার ভাইরাস দূর হয় না। তাই এক গুদাম সমস্যা থাকলেও মেইন প্রবলেম খুঁজে বের করে সেটা সমাধানের দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে। সমস্যার গভীরে গিয়ে সমস্যার আসল কারণ খুঁজে বের করতে হবে। কেনো হয়েছে, কি কারণে হয়েছে, সেটা খুঁজে বের করার জন্য সিরিয়াস লেভেলের এনালাইসিস চালাতে হবে। সমস্যা স্বীকার করে অন্যদের কাছে হেল্প চাইতে হবে। অথচ আমরা সমস্যার কথা স্বীকার না করে ভুজুংভাজুং মেরে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করি। পেটের ভিতরে লুকিয়ে রেখে সমস্যা তীব্র থেকে তীব্রতর বানাই। নিজেদের চোখে মুখে অন্ধকার দেখার ব্যবস্থা নিজেরাই করি।

.

যেকোনো সমস্যা, ব্যর্থতা, পরাজয়, ভয় পাবার সাথে সাথে সেটা অনুধাবন করতে হবে। মাথার মধ্যে নেগেটিভ চিন্তা নিয়ে চুপ করে বসে থাকা যাবে না। নেগেটিভ চিন্তার ফ্রেন্ডের সাথে নিয়মিত উঠাবসা করা যাবে না। নিজের দোষ, অন্যের ঘাড়ে চাপানো যাবে না। অন্যের জীবনের সাথে নিজের জীবনকে তুলনা করে হাত পা ছেড়ে বসে থাকা যাবে না।

**December 12, 2015** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153110572771891>)

কনফিউশনের কারণে আমরা অনেক কিছু শুরু করতে পারি না। মনের ভিতরে ভয় থাকে। সেই ভয় নিয়ে না পারি সামনে এগুতে, না পারি অন্য কিছু করতে। শেষপর্যন্ত মনে মনে আফসোস করি- কনফিউশনের কারণে জীবনে কিছুই করতে পারলাম না।

.

আমরা আমাদের ব্যর্থতার দায়ভার কনফিউশনের উপর চাপিয়ে দেই। অথচ ব্যর্থ মানুষের চাইতে সফল মানুষেরা অনেকে অনেক বেশি কনফিউশনে থাকে। ধরেন দশজন মানুষ বিজনেস করার চিন্তা করতেছে। এদের সবাই একই লেভেলের কনফিউশনে ভুগতেছে- বিজনেস শুরু করবে, নাকি চাকরি কন্টিনিউ করবে। দুই-এক মাস পর পর এদের সবার বিজনেসের কথা মনে পড়ে। তখন দুই-এক ঘন্টা চিন্তা করে আবারও কনফিউজড হয়ে বসে থাকে। এদের মধ্যে একজন চোখ বন্ধ করে বিজনেসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। বিজনেসে ঝাঁপিয়ে পড়ার পর দেখে হাজারো ঝামেলা। সবকিছু নিয়েই কনফিউশন। নতুন ব্যবসা প্রসারের জন্য অনলাইনে মার্কেটিং করলে ভালো হবে, নাকি সরাসরি মানুষের কাছে গিয়ে কাজ চাইলে ভালো হবে। ক্লায়েন্টকে টাকা বেশি চার্জ করলে কাজটা ছুটে যাবে, নাকি কম চার্জ করলে নিজের লস হবে। বাসা থেকে কাজ করবে, নাকি নতুন অফিস ভাড়া নিবে। যে একজন ইমপ্লয়ী হায়ার করছে, সে থাকবে, নাকি দুই দিন পরে অন্য কোথাও চলে যাবে। ওই ইমপ্লয়ী চলে গেলে প্রজেক্ট কেমনে নামাবে? এরকম শত শত ঝামেলা, শত শত কনফিউশন।

.

কনফিউশন নিয়ে বসে থাকা পাবলিকের চাইতে, চেষ্টা করা, ঝাঁপিয়ে পড়া, এগিয়ে যাওয়া, সফল হওয়া, মানুষের কনফিউশনের পরিমাণ অনেক অনেক বেশি। সো, কনফিউশন আপনাকে ব্যর্থ বানাবে না। বরং আপনি কনফিউশন নিয়ে বসে থাকলে, নিজেই নিজেকে ব্যর্থ বানাবেন। তাই কনফিউশনকে কোলে নিয়ে মাসের পর মাস বসে না থেকে, কনফিউশন ভেরিফাই করার চেষ্টা করেন। একটা কনফিউশন ভেরিফাই করতে গেলে আরো কয়েকটা কনফিউশন সামনে এসে পড়বে। সে কনফিউশনগুলো ভেরিফাই করতে গেলে নতুন নতুন কনফিউশনের আবির্ভাব ঘটবে। নিত্য নতুন কনফিউশনকে জড়িয়ে ধরে ভেরিফাই করার প্রসেস চালিয়ে যাওয়ার মানেই এগিয়ে যাওয়া। সফলতার আরেকটু কাছে চলে যাওয়া।

.

আপনি যে লাইনে ব্যর্থ। সেই একই লাইনে অন্য কিছু মানুষ ঠিকই সফল। সেই সফল মানুষদের কী কনফিউশন ছিলো না? তাদের কী কনফিডেন্সের অভাব ছিলো না? তাদের মনে কী ভয় ছিলো না? অবশ্যই ছিলো। তবে তারা কনফিউশন নিয়ে, হতাশ হয়ে বসে না থেকে, কনফিউশনকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিছিলো। বুঝে না বুঝে, কনফিউশন দূর করার কাজ শুরু করে দিছিলো। কনফিউশন খোলাসা করার জন্য লেগে না থাকলে, কনফিউশন আপনাকে ফেলটুস বানিয়ে ফেলবে। আপনার জীবনকে ধ্বংস করে দিবে। আর একই কনফিউশনকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে আরেকজনকে সফল হয়ে যাবে।

.

সফল আর ব্যর্থ মানুষের মধ্যে পার্থক্য খুবই অল্প। ব্যর্থ মানুষ কনফিউশন নিয়ে বসে থাকে আর সফল মানুষ কনফিউশনকে ভেরিফাই করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে।

**December 6, 2015** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153100699346891>)

অনেক সময় আমাদের জীবন থমকে দাড়ায়। দু-একটা ঝাঁকি দেয়ার চেষ্টা করলেও সামনে এগুতে চায় না। এমন পরিস্থিতিতে টেম্পু রিস্টার্ট পলিসি এপ্লাই করতে হবে।

রাস্তায় টেম্পু বন্ধ হয়ে গেলে, প্রথমেই সব যাত্রী টেম্পু থেকে নামায় ফেলতে হয়। তারপর চার-পাঁচজন মিলে টেম্পুর পিছন দিয়ে ধাক্কা দিতে হয়। ধাক্কা দিতে গেলে ফার্স্ট-টাইমে টেম্পু নড়তে চায় না। বেশ কয়েকবার সামনে-পিছনে ঝাঁকি দেয়া লাগে। কয়েকবার ঝাঁকি দেয়ার পর, টেম্পু আস্তে আস্তে সামনের দিকে নড়তে শুরু করে। ওই মুহূর্তে ধাক্কা দেয়া বন্ধ করে দিলে, টেম্পু আবার আগের জায়গায় ফেরত চলে আসে। আর টানা দুই-তিন মিনিট সামনের দিকে ঠেলতে পারলে, ইঞ্জিন একটু একটু করে ফায়ার করা শুরু করবে। একসময় রিস্টার্ট হয়ে যাবে। তারপর টেম্পু হরহরিয়ে চলতে থাকবে।

.

আপনার লাইফের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেলে টেম্পুর যাত্রী নামায় ফেলার মতো করে, আপনার মাথা থেকে সব সমস্যা নামায় ফেলতে হবে। প্রথমেই মাথা হালকা করতে হবে। তারপর আপনার ডেইলি রুটিনকে কয়েকটা ঝাঁকি দিতে হবে। টেম্পু ঝাঁকি দেয়ার মতো করে।

.

তারপর দৈনিক পাঁচ ঘন্টা করে টানা চারদিন লক্ষ্যের পিছনে নিজেকে ঠেলতে হবে। এক-দুই ঘন্টা করে দুই-এক দিন ঠেলে টায়ার্ড হয়ে গেলে টেম্পুর মতো আপনার লাইফও আগের জায়গায় ফেরত চলে আসবে। সেজন্য কমপক্ষে টানা চারদিন পাঁচ ঘন্টা করে লেগে থাকতে হবে। তখন টেম্পুর ইঞ্জিনে ফায়ার হওয়ার মতো আপনিও একটু একটু করে আশার আলো দেখতে পাবেন। এইভাবে দৈনিক পাঁচ ঘন্টা করে টানা তিন সপ্তাহ চেষ্টা চালাতে পারলে টেম্পুর মতো করে আপনিও লক্ষের দিকে হরহরিয়ে এগিয়ে যাবেন। আপনার সমস্যা কেটে যাবে। লক্ষ্যের পেছনে লেগে থাকাটা অভ্যাসে পরিণত হবে। নিজের অজান্তেই চেষ্টার গতি বাড়বে, ভয় পিছনের দরজা দিয়ে পালাবে, সফলতা এসে দরজার কড়া নাড়াবে।

**December 6, 2015** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153098924691891>)

আমরা বিল্ডিং বানাই না। বরং একটা ইটের সাথে আরেকটা ইট জোড়া লাগাতে লাগাতে এক সময় বিল্ডিং হয়ে যায়। একইভাবে আমরা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হই না। বরং এক একটা কোর্স পাশ করতে করতে একসময় ডাক্তার ইঞ্জিয়ার হয়ে যাই।

.

যে স্টুডেন্টটা নিয়মিত ক্লাস করে। এসাইনমেন্ট, কুইজ, প্রেজেন্টেশনের ইট একটার পর একটা জোড়া দিতে পারে, সেমিস্টার শেষে সেই ফার্স্ট হয়। এই ইট জোড়া দিয়ে দিয়ে সফল হওয়ার বিষয়টা শুধু স্টুডেন্ট লাইফের জন্য না। ভালো আর্টিস্ট, সিঙ্গার, রাইটার, ফটোগ্রাফার, বিজনেস ম্যান, সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তারা তাদের লক্ষ্য ঠিক রেখে একটার পর একটা ইট লাগিয়ে যেতে থাকে। তবে দুঃখের বিষয় হচ্ছে,তাদের শুরুর দিকের ইটগুলি আমরা দেখি না। দেখলেও উপেক্ষা করি, উপহাস করি। আর নিজেদের হেলাফেলা, আড্ডা, মাস্তি নিয়ে ব্যস্ত থাকি। তবে তারা কিন্তু তাদের মতো ইট গাথতে থাকে। ছোটখাটো ঝড়-তুফানের কারণে দুই-এক দিন ইট লাগানো বন্ধ করা লাগলেও পরেরদিন ঠিকই ইট লাগানো শুরু করে দেয়। কারণ তারা জানে তারা কি করতে চায়। তাদের লাইফের টার্গেট ঠিক করা আছে। তাদের মনে অর্জন করার প্রচণ্ড ক্ষুধা আছে। তাই নিত্য নতুন সিনেমা, গরম গরম খবর, ফাটাফাটি খেলা, তুমুল আড্ডা তাদের প্রতিদিনের ইট গাঁথুনি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। আর অনেক দিন পরে, আমরা অবাক হয়ে দেখি, তাদের এক একটা বিল্ডিং হয়ে গেছে। তারা সফল হয়ে গেছে। আমরা পিছনে পড়ে গেছি।

.

আপনার লাইফে আপনি কি হতে চান, সেটা ফাইনাল করা লাগবে। ড্রিম এচিভ করার জন্য ক্রেজি হতে হবে। নিজের স্বপ্ন অর্জন করার তাড়না তীব্র করতে হবে। চাহিদা ঝাঁঝালো হলে, চেষ্টা করার প্রেরণা আপনা আপনিই চলে আসবে। তারপর একটার পর একটা ইট গাথতে পারলে, আপনারও বিল্ডিং হয়ে যাবে। আপনিও সফল হতে পারবেন।

**December 4, 2015** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153097361846891>)

সাতার না জানাটা সমস্যা না। সাতার জানি না বলে, হাত পা ছোড়াছুড়ি না করাটা সমস্যা। নিজের হাত পা নিজে ছোড়াছুড়ি না করলে, অন্য আরেকজন এসে আপনার হাত পা ছোড়াছুড়ি করে দিবে না। আপনি ভেসে থাকার চেষ্টা না করলে আরেকজন মাথায় তুলে আপনাকে ভাসিয়ে রাখবে না। আপনার ভাসা আপনাকেই ভাসতে হবে। আপনার টিকে থাকা, এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা আপনাকেই করতে হবে। সাতার জানি না, মনে হয় পারবো না, কিছু বুঝতেছিনা, আমারে দিয়ে হবে না মনে করলে, দুই মিনিটেই দশ ঢোক পানি গিলে, খুব সহজেই ডুবে যাবেন। হারিয়ে যাবেন। ডুবে যাওয়া কঠিন কিছু না। বেচে থাকা, এগিয়ে যেতে পারাটাই কঠিন কিছু। সেই কঠিন সবকিছুর সামনে বুক চেতিয়ে দাড়াতে পারলেই জীবনে সফল হওয়া যায়।

.

ঝামেলায় পড়ে, সমস্যায় আটকে গিয়ে কোনভাবেই ঝট খুলতে না পারলে, একটু অন্যভাবে চিন্তা করে দেখেন। সাতার জানি না তো কি হইছে, হাত পা নাড়াচাড়া তো করতে পারি। হাত পা নাড়াচাড়া করেই দেখেন কি হয়। যতক্ষণ হাত পা নাড়াচাড়া করতে পারবেন, ততক্ষণ ভেসে থাকতে পারবেন। হাত পা নাড়াচাড়া করতে করতে একটু পরে দেখবেন গায়ের জামাকাপড় পানিতে ভিজে ভারী হয়ে গেছে। এগুলা সহ নাড়াচাড়া করতে কষ্ট হয়। দরকার হলে আন্ডারওয়ার রেখে প্যান্ট খুলে ফেলেন। তারপর পা দিয়ে পানিতে লাথি দেয়া সহজ হয়ে যাবে। একটু পরে, ভাবলেন গায়ের ভারী শার্টটা আরোও ভারী হয়ে গেছে। সেটা খুলে একটু দুরে ছুড়ে ফেলে দেন। গাঢ় নীল রঙের শার্টটার দিকে মন খারাপ করে তাকাতেই দেখলেন, শার্টের নিচে বাতাস জমে পানির উপরে ফুলে আছে। সেটা দেখেই মাথায় আইডিয়া আসবে। শার্টের নিচে জমে থাকা বাতাস একটা বাতাস ভর্তি টিউবের মতো। এখন শার্টের নিচে বাতাস আটকিয়ে পানির উপরে চেপে ধরলে এক মিনিট ভেসে থাকা যাবে। এই এক মিনিটে একটু একটু করে পানিতে লাথি দিয়ে তীরের দিকে একটু একটু করে এগিয়ে যেতে পারেন। তীরে পৌঁছে যেতে পারেন।

.

যন্ত্রণা, প্রতারণা, হতাশা বা ব্যর্থতার নদীতে ডুবে মরার চাইতে একটু একটু করে সমস্যা গুলাতে লাথি মারেন। সব সমস্যা এক সাথে লাথি মারতে পারবেন না। একটা সমস্যাকেই বার বার লাথি মারেন। আর একটু একটু করে তীরের দিকে আগাইতে থাকেন। সমস্যা যত কঠিনই হোক, নদী যত বড়ই হোক, চেষ্টার লাথি মারতে থাকলে, সফল হবার সম্ভাবনা বাড়তে থাকবে। চেষ্টার লাথি বন্ধ করলে, অল্পতেই ডুবে মরতে হবে।

**November 26, 2015**

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153083117631891>)

সব পেইন্টাররা জানে, কোনো বাসায় একবার ভালো করে রং লাগাইলে পরের কিছুদিন রং করা লাগে না। এইটা থেকে এক বুদ্ধিমান পেইন্টার বুদ্ধি বের করলো- তার ছেলেকে একদিন ভালো করে খাওয়ালে পরের কিছু দিন আর খাওয়ানো লাগবে না। ব্যস, ছেলেকে একদিন ভালো করে পোলাও কোর্মা খাওয়াইয়া পরের দশ-বারো দিন আর কোনো খোজ খবর রাখে নাই। এইভাবে, কয়েকবার ভালো খাওয়ানোর পরে বেশ কিছুদিন খোজ খবর না রাখায় তিন মাস পরে পেইন্টারের ছেলে মারা গেছে।

.

"ছেলেকে বাচায় রাখতে হলে, প্রতিদিন খাওয়া দিতে হবে"- এই কথাটা যে বুঝবে না, তার ছেলে বাঁচবে না। একইভাবে- "একটা স্বপ্ন, একটা ড্রিমকে বাস্তবায়ন করতে হলে, তার পিছনে প্রতিদিন টাইম দিতে হবে" - একথাটা যে বুঝবে না তার স্বপ্ন কোনদিনও সফল হবে না। খুব বেশি না পারলে পাঁচ মিনিট হইলেও সময় দিতে হবে। বাসের জন্য অপেক্ষা করার সময়, ভাত খাওয়ার সময়, এমনকি বাথরুমে হাগু করার সময় হইলেও ড্রিম নিয়ে চিন্তা করতে হবে। সেটা বাস্তবায়নের জন্য প্রতিদিন চেষ্টা করতে হবে। হুট করে একদিন অনেক কিছু চিন্তা করে, পরের দুই-তিন মাস খরগোশের মতো ঘুমাই পড়লে, স্বপ্নও ঘুমাই পড়বে। আর একটু একটু করে কচ্ছপের মতো আগাইতে পারলেই একদিন ঠিকই সফলতা আসবে।

.

জীবনে সফল হইতে হইলে সফলতা কি জিনিস বুঝতে হবে। সফলতা হচ্ছে- "প্রতিদিন একটু একটু করে নিজের অবস্থানকে ভালোর দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা"। চেষ্টা নিয়ে লেগে থাকলে, সফলতা সময়ের ব্যাপার মাত্র।

**November 20, 2015**

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153075746486891>)

গতকাল রাত্রে যত ভালো বা যত খারাপ খাওয়া দাওয়া করেন না কেনো, আজকের পর সেগুলা আর শরীরে ধরে রাখতে পারবেন না। সব সুড়সুড়ি দিয়ে বেরিয়ে যাবে। পেটের খাবার বের করার সাথে সাথে মাথা থেকে কালকের হতাশা, কালকের ব্যর্থতা, কালকের খারাপ লাগাগুলাকেও বের করে দিতে হবে। গতকালের ঘটনা, গত সেমিস্টারের রেজাল্ট, গত বছরের ব্যর্থতার কথা চিন্তা করে আজকের দিনটাকে নষ্ট করার কোন মানে হয় না। আপনি চাইলে গতকালকে ফিরে গিয়ে গতকালের কাজটা আরেকটু ভালো ভাবে, আরো বেশি যত্ন সহকারে করে আসতে পারেন না। তবে আপনি চাইলে, আজকে যে কাজটা করতেছেন সেটা আরো যত্ন দিয়ে আরো ভালোভাবে করতে পারেন।

.

কালকের ঘটনা, কালকের খাতায় জমা থাকুক। আজকের দিনটা চলুক, আজকের দিনটাকে রাঙিয়ে দিতে। আগামী দিনটাকে আরো উজ্জ্বল করে তুলতে।

**November 17, 2015**

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153071188526891>)

একজনকে জিজ্ঞেস করা হইলো- ভাই, আপনি কি করেন? সে উত্তর দিলো- আর বইলেন না ভাই। পোড়া কপাল আমার। কোন কিছু করতে না পেরে শেষপর্যন্ত আসছি বাসের হেলপারি করতে। সারাদিন বাসের বডি থাপড়াইতে থাপড়াইতে হাত ব্যথা হয়ে যায়। রাতে হাত মুষ্টি করে ভাত খাইতে পারি না। বায়ে প্লাস্টিক, ডাইনে সিএনজি বলতে বলতে গলা শুকিয়ে যায়।

একই প্রশ্ন তার পাশের জনকে জিজ্ঞেস করাতে সে বললো- আমি আপাতত বাসের হেলপারি করতেছি। এখন একটু কষ্ট হচ্ছে তবে ছয় মাস পরে কনট্রাক্টর হয়ে যাবো। আরো কিছুদিন পর একটু একটু করে স্টিয়ারিং ধরা শুরু করবো। দুই বছরেই ড্রাইভিং শিখে লাইসেন্স বের করে ফেলবো।

.

দুই জনের কন্ডিশন এক। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি এবং চিন্তার স্টাইল আলাদা। এদের কথা শুনলেই বুঝা যায়, কে তিন বছর পরে বাসের ড্রাইভার এমনকি বাসের মালিক হয়ে যেতে পারে আর কে সারা জীবন ধুকে ধুকে মরবে। দুনিয়াতে বেচে থাকলে, ঝামেলা থাকবেই, সমস্যা, অভাব-অনটন থাকবেই। পরিস্থিতি মেনে নিয়ে ঝামেলার মধ্যেও যে রাস্তা খুঁজে বের করতে পারবে, সে ঠিকই বন্দরে পৌঁছে যাবে। আর জীবন নিয়ে যে ঘ্যানর ঘ্যানর করবে, জীবনও তার সাথে ঘ্যানর ঘ্যানর করবে।

**November 1, 2015** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153048391136891>)

তুমি জানো তোমার কি করা উচিত। তুমি দেখতেছ অন্যরা কিভাবে একটু একটু করে গর্ত থেকে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যাচ্ছে। অথচ তুমি কিছু না করেই চৌকির নীচে বসে বসে সময় নষ্ট করতেছ। কোন কিছু অর্জনের চেষ্টা না করেই বেড়ে যাচ্ছে তোমার বয়স। সেজন্যই বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানুষের আফসোসের লিস্ট বড় হতে থাকে। কেনো ভালো করে পড়লাম না, কেনো আরেকটু চেষ্টা করে দেখলাম না, কেনো তার কথা শুনলাম না, কেনো ওই মুহূর্তে ওকে প্রপোজ করলাম না, ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে শিশুকাল বা বুড়াকাল নিয়ে কারোরই তেমন আফসোস থাকে না। আফসোস যাথাকে সবই মাঝখানের কালকে নিয়ে। কলেজ, ভার্সিটি বা চাকরি জীবনের শুরুর দিকটাকে নিয়ে।

প্রশ্ন হচ্ছে, তুমি কোনো বেশি বেশি চেষ্টা করোনা?   
-কারণ তোমার ভালো লাগে না। মজা লাগে না।   
কোনো তোমার মজা লাগে না?  
-উও ও ও ও.... সেটা তুমি জানো না।   
সেটা জানো না কারণ মজা লাগার পথে তুমি হাঁটোনি। হাঁটতে চাওনি। আসলে তুমি জানোইনা কোন পথে হাঁটলে তোমার মজা লাগবে। সেজন্যই তুমি বসে আছ, কেউ এসে তোমার পথটা দেখিয়ে দিবে। কিন্তু কোনদিনও তুমি ভেবে দেখোনি- বাসে চড়তে হইলে বাসস্টান্ডে যাইতে হয়, বাস এসে তোমার দরজায় কড়া নেড়ে বলবে না- এসো আমার পিঠে করে এগিয়ে চলো। পথের কাছে গেলেই পথের দেখা পাবে। বাসায় বসে থাকলে নয়।

সফলতার মুকুট পড়তে হলে, তুমি যেখানে বসে আছ সেখান থেকে উঠে দাড়াতে হবে। নিজের চিন্তাশক্তি বা অন্য কারো অগ্রগতি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে- আমি এটা করবো। করবোই করবো। যেভাবেই হোক করবো। এই যে ইচ্ছা, সেটা হতে হবে মনের ইচ্ছা। মনের ভিতরের ইচ্ছা। চেষ্টাটা হতে হবে আবেগের চেষ্টা। কোন পরিকল্পনার চেষ্টা না। কারণ কোন কিছুর আশা করলে বা প্ল্যান সেট করলে- টাকা নাই, ইন্টারনেটের স্পিড নাই, অভিজ্ঞতা নাই, বুয়া আসে নাই, মামা-খালু নাই, এমন হাজারটা কারণ এসে তোমার পরিকল্পনাকে নষ্ট করে দিবে। সেজন্য তোমার লক্ষ্যের সাথে আবেগ মিশিয়ে একটা প্যাশন তৈরি করতে হবে। সেই প্যাশনটার জন্য একটু একটু চেষ্টা করতে করতে তুমি চেষ্টার প্রসেসটাকে উপভোগ করবে। কারণ আবেগ আর উপভোগ মিশিয়ে যে চেষ্টা, সে চেষ্টা ছোট খাটো বাধার দেয়ালের কাছে মাথা নত করে না।

একবার সময় চলে গেলে- কলেজ, ভার্সিটি বা চাকরি লাইফে ফিরে গিয়ে ডিফারেন্ট কিছু করার সুযোগ কোনদিনও পাবে না। তাই চুপচাপ চৌকির নিচে বসে বসে আফসোসের লিস্টটাকে আর বড় করোনা।

**October 30, 2015** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153045402416891>)

লজিক্যালি, শুধুমাত্র ফ্যাক্ট নিয়ে চিন্তা করলে- ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধে নামতে পারতাম না। ওদের সৈন্য, অস্ত্র, যুদ্ধ পরিচালনার মাস্টার প্ল্যান মোকাবিলা করার জন্য আমাদের তেমন কিছুই রেডি ছিলো না। তারপরেও আমরা যুদ্ধ শুরু করেছিলাম। এমনকি ঠিকমত যুদ্ধে জড়ানোর আগেই, দুই-একটা ছোট খাটো যুদ্ধে জয়ের স্বাদ পাওয়ার আগেই, স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে দিছিলাম। খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন- আমরা আগে টার্গেট সেট করেছিলাম। তারপর যুদ্ধ শুরু করেছিলাম।

.

লজিকের চাইতে ইমোশনের উপর ভরসা করে, একটা স্বাধীন দেশ পাওয়ার প্রচণ্ড আবেগ অন্তরে ধারণ করে চেষ্টা চালিয়ে যাইতে পারছিলাম বলেই - দেশ স্বাধীন হইছিলো।

.

অথচ আমাদের জীবনে, কোন কিছু নিয়ে প্ল্যান-প্রোগ্রাম, হিসাব-নিকাশ করতে গেলে আমরা ড্রিম নির্ভর না হয়ে, মেমোরি নির্ভর হয়ে যাই। আশেপাশে উদাহরণ খুঁজি। অন্যদের চেষ্টার গতি, ব্যর্থতার সংখ্যার উপর নির্ভর করে নিজেদের সামর্থ্যকে আন্ডার ইস্টিমেট করি। তাই আমাদের ইমাজিনেশনগুলো বাস্তবতার গণ্ডির মধ্যে লিমিটেড হয়ে পড়ে। বরং আমাদের ডিসিশন হওয়া উচিত আমাদের ড্রিমের উপর নির্ভর করে। আগে টার্গেট সেট করে কাজে নেমে যেতে হবে। তারপর অবস্থার উপর নির্ভর করে লক্ষ্য অর্জনের জন্য মুক্তি বাহিনী, গেরিলা বাহিনী গঠন করতে হবে।

কারণ, যদি লক্ষ্য থাকে অটুট, বিশ্বাস হৃদয়ে। হবেই হবেই দেখা। দেখা হবে বিজয়ে।

**October 18, 2015** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153028318606891>)

আমাদের ভিতরে তিন ধরনের ভয় কাজ করে- অনিশ্চয়তার ভয়, ব্যর্থতার ভয়, নিঃস্ব হবার ভয়। তবে অতীত বা বর্তমানের কোন কিছু নিয়ে আমরা ভয় পাই না। ভয় পাই শুধু ভবিষ্যতকে নিয়ে। ফিউচারের অনিশ্চয়তাকে নিয়ে। ভয়ের কারণে, কনফিডেন্সের অভাবে, শেষমেশ কি হবে নিশ্চিত হতে না পারলে, মনের ভিতরে খুঁতখুঁত লাগে। কোন কিছু নিয়ে খুঁতখুঁত লাগলে, সেই কাজটার পিছনে নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টা না দিয়ে আমরা অবহেলা করি, প্রোকাস্টিনেট করি। এই অবহেলা বা চেষ্টার ঘাটতির কারণে আউটপুট তেমন ভালো হয় না। একবার আশানুরূপ ফল না পেয়ে, পরেরবার একই কাজ করতে গেলে, চেষ্টার আরো ঘাটতি পড়ে। ফলশ্রুতিতে আউটপুট আরো খারাপ হয়। আউটপুটের বাজে অবস্থা দেখলে, সেই কাজ ছেড়ে পালিয়ে যাই আমরা।

.

আমাদের ভয়টা আসলে কি নিয়ে? কোন কিছু যদি না হয়। কোন কিছু যদি না পাই। সেটা নিয়ে। একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবেন, ভয়ের আসল কথা হচ্ছে- "যদি না পাই", "যদি না হয়"। তারমানে হবেই না, পাবেনই না, সেটা কিন্তু নিশ্চিত না। ধরলাম, ৫০% চান্স হচ্ছে, আপনি পারবেন না। তাইলে বাকি ৫০% চান্স কিসের? বাকি ৫০% চান্স হচ্ছে, আপনি পারবেন। সো, আপনি নেগেটিভ ৫০% নিয়ে চিন্তা করে হাত পা ঘুটিয়ে বসে না থেকে, পজিটিভ ৫০% নিয়ে চিন্তা করে, এখুনি কাজে নেমে পড়তেছেন না কেনো?

.

ফিউচারের কথা বাদ দিয়ে, দশ বছর আগে আপনার কন্ডিশনের কথা চিন্তা করেন। দশ বছর আগে কেউ কি গ্যারান্টি দিতে পারতো, নিশ্চিত করে বলতে পারতো, আপনি আজকে এই লেভেলে থাকবেন। দশ বছর আগে কেউ আজকের দিনের গ্যারান্টি দিতে না পারলেও আপনি এই লেভেলে আসতে পারছেন। তাই, আজকে কেউ নেক্সট দশ বছরের নিশ্চয়তা দিতে না পারলেও, আপনি ঠিকই আপনার লেভেলে চলে যেতে পারবেন। ফিউচারটাকে মনের ভিতরে স্থায়ীভাবে ধরে রাখেন। প্রতিদিন শত শত ছবি তুলে স্মৃতি ধরে রাখার চেষ্টা না করে, ফিউচারে কি হতে চান, সেটার ছবি তোলেন। দরকার হলে নিজেকে ফিউচার আসনে বসিয়ে ফটোশপ করে ছবি বানান। ভবিষ্যতটাকে প্রিন্টআউট করে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখেন। চোখের সামনে নিজের ফিউচার দেখতে পাইলে, শুধু মনে সাহস আসবে না, অনুপ্রেরণার বন্যাও বয়ে যাবে।

.

আপনার ফিউচার টার্গেটকে সখ, স্বপ্ন বা আশা মনে করে লাইফের জন্য অপশনাল করে রাখবেন না। হইলে ভালো, না হইলেও চলে- এমন স্বপ্ন দেখতে যাবেন না। স্বপ্নটাকে অপশনাল থেকে বাধ্যতামূলক করেন। অযথা ভয় পাওয়া বন্ধ করেন। কারণ ভবিষ্যতকে নিয়ে সঠিকভাবে চিন্তা করতে না পারা থেকেই ভয়ের সৃষ্টি।

**October 17, 2015** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153026897076891>)

আমাদের জীবনগুলো কোক-পেপসির বোতলের মত। ফ্রিজ থেকে বের করার অল্প সময়ের মধ্যে খেয়ে ফেলতে হয়। নচেৎ নরমাল হয়ে গেলে আর মজা থাকে না। আবার বেশিক্ষণ বোতলের মুখ খুলে রেখে দিলে ঝাঁঝ কমে যায়। পানসে হয়ে যায়। তাই জীবনের কোকের ঝাঁঝ শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই, যা এচিভ করতে চান, তা সিরিয়াসলি শুরু করে দিতে হবে। যত বেশি অপেক্ষা করবেন তত বেশি ঝাঁঝ কমে যাবে, তত বেশি সুযোগ কমে যাবে, তত বেশি রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। আর চাকরি-বাকরি, বিয়ে সংসার বাচ্চাকাচ্চা হয়ে গেলে তো ডিফারেন্ট কিছু করা প্রায় অসম্ভব। এখন আপনি যদি বুদ্ধিমানের মত বলেন- "বোতলের মুখ না খুলেই ফ্রিজে রেখে দিবো, ঝাঁঝ কোনদিনও শেষ হবে না"। আরে ভাই, বেশিদিন ফ্রিজে রেখে দিলে, একদিন হুট করে ডেট এক্সপায়ার হয়ে যাবে। এক ফোটাও খাইতে পারবেন না। পুরা জীবনটাই গচ্ছা যাবে।

দুঃখের বিষয় হচ্ছে, আমরা বুঝি কোকের ঝাঁঝ কমে যাচ্ছে। আইসক্রিম গলে যাচ্ছে। তারপরেও যেটা করা উচিত, সেটা করা হয়ে উঠে না। প্ল্যান করি, রুটিন সেট করি। ক্যামনে ক্যামনে জানি গুবলেট পেকে যায়। তবে সবকিছুতে যে গুবলেট পাকায় ফেলি তা কিন্তু না। যেমন- পরীক্ষার হল, ট্রেন স্টেশন, এয়ারপোর্ট, সিনেমা হল কিংবা কনসার্টে যাওয়ার দরকার হইলে আমরা ঠিকই নির্ধারিত সময়ের আগে পৌঁছে যাই। শুধু মিটিং, বৌভাত, মেজবানি বা ভলান্টিয়ারি কাজে আসার পথে ট্রাফিক জ্যাম, শরীর খারাপ, বাসায় পানি ছিলো না টাইপের হাজারো প্রবলেমের কারণে দেরী হয়ে যায়।

আজকের পর থেকে আপনার ড্রিমকে মেজবানি ক্যাটাগরি থেকে ট্রান্সফার করে এয়ারপোর্ট ক্যাটাগরিতে আপগ্রেড করা লাগবে। মনে প্রাণে অনুভব করতে হবে, আপনার ড্রিমের কাজে দেরী করলে সফলতার ট্রেন আপনাকে ফেলে চলে যাবে। ড্রিমটাকে পরীক্ষার চাইতেও সিরিয়াসলি নিতে হবে যাতে, কোথায় কোন খেলা হচ্ছে, কোথায় কি মেলা বসছে, কোন খবরই আপনার কাছে না থাকে। নচেৎ আপনার ড্রিম এক্সপায়ার হয়ে যাবে আর অন্য কারো ড্রিম সফল করার জন্য বাকী জীবন কলুর বলদের মত খেটে মরবেন।

**October 2, 2015** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153004931526891>)

যে বয়সে এনামুল, মমিনুল, সৌম্য, তাসকিনরা ন্যাশনাল হিরো হয়ে বসে আছে, সে বয়সে আপনার লাইফে এচিভমেন্ট বলতে কিচ্ছু নাই। তাদের মত আপনিও লাইফে ২০-২৫ বছর সময় পাইছিলেন। কিন্তু ওদের মত কিছুই হইতে পারেন নাই। তাদের লাইফেও ঝড় বৃষ্টি বাদল ছিলো, পরিবারে সচ্ছলতার অভাব ছিলো। তারপরেও, কঠিন পথ পাড়ি দিয়ে, এই অবস্থানে চলে আসতে পারছে। আপনি কিন্তু কিছুই করতে পারেন নাই। আসলে, শুধু ক্রিকেটার না, দুনিয়ার সব গ্রেট প্লেয়াররাই বাচ্চা-কাল থেকে প্রতিদিন খেলার মাঠে গেছে। ভরের নিত্যতার সূত্র মুখস্থ করার আগেই খেলার প্রতি আকর্ষণ ধরায় ফেলছে, নেশা লাগায় ফেলছে। যখন যেখানে সুযোগের সম্ভাবনা দেখেছে, মায়ের বকুনি, বাবার চোখ রাঙানি, টিচারের মাইর উপেক্ষা করে সেখানে ছুটে গেছে। এইভাবে ৭-৮ বছর ছুটতে ছুটতে, লেগে থাকতে থাকতে ১৭-১৮ বছর বয়সেই গ্রেট হবার রাস্তা দেখে ফেলছে আর ২০-২৫ বছর বয়সে ন্যাশনাল আইকনে পরিণত হয়ে গেছে। আর তারা যদি আপনার মত ছোট খাটো বাধা দেখে স্বপ্নটারে পেন্সিল বক্সে লুকায় ফেলতো, তাইলে তারা লুকায়িত প্রতিভার মালিক হইতো। ন্যাশনাল হিরো না।

.

গ্রেট হবার সেকেন্ড ভালো সময় হচ্ছে কৈশোর। কলেজ বা ভার্সিটির গৎবাঁধা মুখস্থ বিদ্যা ফাকি দিয়ে, ক্রিয়েটিভ বা ইনোভেটিভ কিছুর পিছনে লেগে পড়া। এইভাবে একটু একটু করে লেগে থাকতে পারলে, দুই তিন বছর পরে, একটু আধটু চান্স আসতে থাকবে। আরো কিছু দিন লেগে থাকলে ধীরে ধীরে চান্সের সংখ্যা আর চান্সের সাইজ বাড়তে থাকবে। সেই লেগে থাকার কারণেই এক একজন বিশাল সাইজের অভিনেতা, গায়ক, প্রোগ্রামার, ফটোগ্রাফার, স্টার্ট-আপ বিজনেসম্যানের জন্ম হয়। আর গ্রেট হবার থার্ড ভালো সময় হচ্ছে, সিঙ্গেল গ্রাজুয়েট। দুই তিন বছর ভালো একটা চাকরি করে, হুট করে সেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজে নিজে কিছু করতে শুরু করে দেয়া। মাসে মাসে বেতন পাওয়ার লোভ ছাড়তে না পারলে, বিশাল কিছু হবার স্বপ্ন ধরা দিবে না।

.

সব গ্রেটরাই একটা বিশাল লম্বা সময় ধরে কোন একটা জিনিসের পিছনে লেগে থাকে। সেই কঠিন লম্বা সাধনার সময়টা আমরা খেয়াল করি না। তাই সাধনার আউটপুট হিসেবে গ্রেটদের যখন দেখি, তখন তাদের সবকিছুই ম্যাজিক মনে হয়। আসলে গ্রেট হবার একটাই ফর্মুলা-"যে যত আগে শুরু করবে, যত বেশি লেগে থাকবে, সে তত বড় গ্রেট হবে।" আর আমার মত, আজকের কাজ আগামীকাল বা পরশু করবো করবো বলে, মাসের পর মাস কাটায় দিলে, গ্রেট না হয়ে, গবেট হয়ে থাকবেন।

**September 6, 2015** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152960016736891>)

এক ইয়াং সাহসী রাজা একটা দ্বীপ দখল করতে গিয়ে দেখে সে আসার আগেই আরেক রাজা লাখ লাখ সৈন্য-সামন্ত, গোলা-বারুদ নিয়ে দ্বীপের মধ্যে আস্তানা গেড়ে ফেলছে। বিপক্ষ বাহিনীর শক্তি, সৈন্য সংখ্যা, সাজ-সজ্জা দেখে ছোট রাজার সেনাপতিরা ফিরে যাওয়ার জন্য উসখুস শুরু করে দিছে। ভিতু সেনাপতিদের অবস্থা দেখে ক্ষিপ্ত রাজা তার সব নৌকায় আগুন লাগায় দিয়ে বললো, "পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে যেতে চাইলে, এই যুদ্ধ জয় করেই যেতে হবে।"

.

আমরা সাহসী রাজার ভিতু সেনাপতিদের মত। সামনের দরজায় ঝামেলা দেখলে পিছনের দরজা খুঁজি। কাজ শুরু করার আগেই ব্যাকআপ প্ল্যান নিয়ে ভাবি। আসল কাজ করার খবর নাই, ইন কেইস না পারলে, কোন কারণে না হইলে, সুযোগ না পাইলে কোন রাস্তা দিয়ে লেজ গুটিয়ে পালাবো সেই চিন্তায় রাতের ঘুম হারাম করে ফেলি। সেজন্য আমাদের টার্গেট কোনদিনও দুনিয়ার আলো দেখতে পায় না। এমনকি প্ল্যান বি একটু আধটু চেষ্টা করলেও দুই দিন পরে ঝামেলা দেখলে সেটাও ছেড়ে দেই। শেষ পর্যন্ত প্ল্যান সি বা ডি নিয়ে বাকী জীবন সুখে থাকার ভান করি। তাই আজকে থেকে অল্টারনেটিভ প্ল্যান বানানো বন্ধ। কিছু জয় করতে হইলে টার্গেটটাই জয় করবেন। হাসিল করতে হইলে আসল জিনিসটাই হাসিল করবেন। নো সাইড কিক।

.

আমাদের সেকেন্ড সমস্যা হচ্ছে আমরা খেলার শেষ দেখি না। খেলার টাইম লিমিট সেট করে দেই না। অনেকটা টেস্ট ম্যাচের ব্যাটসম্যানদের মতো, বলের পর বল, ওভারের পর ওভার ছেড়ে দেই আর মনে মনে ভাবি যতক্ষণ পর্যন্ত ক্রিজে আছি ততক্ষণ পর্যন্ত চান্স আছে। এই অফুরন্ত সময় মনে করার কারণে, আজকের কাজ কালকে, এই সপ্তাহের কাজ পরের সপ্তাহে, এই মাসের কাজ পরের মাসে পিছাইতে পিছাইতে, এক সময় দেখি চার-পাঁচ বছর গায়েব হয়ে গেছে। তখন চাকরি বাকরি যোগাড় করে বিয়ে সংসারের সেট করার দিকে মনোনিবেশ করি। সেই টেস্ট ব্যাটসম্যানদের মত ঠেকাতে ঠেকাতে দেখি পাঁচ দিন শেষ, লাইফের মেয়াদ শেষ। তখন টেস্টের মত আমাদের লাইফও ড্র হয়ে যায়। স্বপ্নগুলা শো-কেইসের ধুলার আস্তরের নিচে চাপা পড়ে যায়।

.

স্বপ্নগুলা শো-কেইসে রাখতে না চাইলে, টার্গেট সেট করে টি টুয়েন্টি ম্যাচের ওভারের মত টাইম লিমিট সেট করে দিতে হবে। ওভার যেহেতু কম, সেজন্য শুরু থেকেই রিস্ক নিয়ে বাউন্ডারি হাঁকানোর চেষ্টা করতে হবে। তখন দুই চারটা উইকেট পড়ে গেলে, দুই চারটা ম্যাচ হেরে গেলেও জিতার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা বেশি হবে এবং এক সময় না এক সময় জয় চলে আসবে।

**September 4, 2015** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152955860371891>)

আস্ত একটা হাতি খেয়ে ফেলতে বললে, আপনি ভড়কে যাবেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বুঝে ফেলবেন, আস্ত একটা হাতি খাওয়া কোনভাবেই সম্ভব না। তবে এক প্লেট ভাত খাইতে বললে, সাথে সাথে খাইতে বসে যাবেন। কারণ এক প্লেট ভাত হাতির তুলনায় পরিমাণে অনেক অনেক কম। তবে এক প্লেট ভাত পরিমাণে যে খুবই নগণ্য তা কিন্তু না। চাইলে এক থাবা দিয়ে পুরো এক প্লেট ভাত একবারে খেয়ে ফেলতে পারবেন না। প্লেটের এক কোনা থেকে একটু একটু করে, মুঠোর পর মুঠো ভাত মুখে দিয়ে, এক প্লেট ভাত খাওয়া শেষ হয়। তাই প্লেটে ভাত যত বেশিই থাকুক না কেনো, একটু একটু করে খাইতে থাকলে, এক সময় না এক সময় খাওয়া শেষ হয়ে যাবে। একইভাবে একটু একটু করে খাইতে থাকলে, আস্ত একটা হাতিও একদিন না একদিন খাওয়া শেষ হয়ে যাবে। তারপরেও কেনো জানি আমরা- হাতির সাইজ দেখে খাওয়ার কথাই চিন্তা করতে পারিনা। খাওয়াতো দুরের কথা।

.

হাতির সাইজ আসল সমস্যা না। আসল সমস্যা হচ্ছে, হাতির সাইজ দেখে খাইতে না পারার ভয়। একটু চিন্তা করে দেখেন, সারা জীবনে যে পরিমাণ ভাত খাইছেন, সেগুলা একসাথ করলে, ছোট খাটো একটা পাহাড় হয়ে যাবে। সে তুলনায় হাতি অনেক ছোট। যদি পাহাড় সমান ভাত খেয়ে ফেলতে পারেন তবে আস্ত হাতি কেনো খাইতে পারবেন না। তারপরেও আস্ত হাতি খাওয়ার কথা চিন্তা করতে ভয় লাগলে, হাতির একটা পা খাওয়ার কথা চিন্তা করে সাথে সাথে একটু একটু করে খাওয়া শুরু করে দেন। যেটা করতে চান, সেটা শুরু করতে দেরী করা যাবে না। এক বেলা দুই বেলা করে একটু একটু করে খাইতে থাকলে একদিন হাতির একটা পা খাওয়া শেষ হয়ে যাবে। তারপর অন্য আরেকটা পা খাওয়া শুরু করবেন। দুই পা শেষ হইলে বাকী দুই পায়ের কথা চিন্তা করবেন। এইভাবে চার পা খেয়ে ফেলতে পারলে হাতির বাকি অংশ খাওয়া কোন ব্যাপারই না।

.

সমস্যার সাইজ দেখে সমস্যা থেকে পালানোর চেষ্টা করলে সমস্যা আমাদের উপর চেপে বসে। জীবন ছ্যাড়াব্যাড়া করে দেয়। তাই জীবনের লক্ষ্য, জীবনের সংগ্রাম, জীবনের সমস্যা যত কঠিন, যত বড় আর যত ভয়াবহ হোক না কেনো পুরো সমস্যাটা এক সাথে চিন্তা করা যাবে না। একসাথে সমাধান করতে যাওয়া যাবে না। । একটু একটু করে, এক কামড় দুই কামড় দিয়ে আগাইতে থাকলে, একদিন পুরাটাই হাতের মুঠোয় চলে যাবে। আর পুরোটা এক সাথে জয় করা অসম্ভব মনে করে, লেজ গুটিয়ে বসে থাকলে, আজকের আপনি, সারাজীবনের আপনি হয়ে থাকবেন।

**August 28, 2015** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152941981476891>)

ঢাকা থেকে চিটাগং যাইতে চাইলে দূরত্বটা ব্যাপার না। ব্যাপার হচ্ছে, বাসা থেকে বের হয়ে বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছাইতে, রিক্সায় বা সিএনজিতে কতক্ষণ জ্যামে বসে থাকা লাগতেছে। আর একবার বাসে উঠে গেলেও যে, ফো ফো করে উড়াল দিয়ে চলে যাবেন তা কিন্তু না। বাসও ঢাকার ভিতরে জ্যামে পড়ে ঠেলে ঠেলে এক-দেড় ফুট করে আগাইতে থাকবে। মজার বিষয় হচ্ছে, বাসা থেকে বের হবার আগে থেকেই আমরা জানি রাস্তায় জ্যাম হয়, ছিনতাই হয়, এক্সিডেন্ট হয়। তারপরেও ভয় পেয়ে বাসায় বসে থাকি না। ঠিকই রাস্তায় নেমে পড়ি। চিটাগং পৌঁছানোর জন্য একটা না একটা উপায় খুঁজে বের কর ফেলি। মাঝপথে বাসের চাকা পাংচার হলেও ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করি। এক বাস নষ্ট হলে, অন্য বাসে গিয়ে উঠি। তবুও উল্টা দিকের বাস ধরে বাসায় ফেরত আসি না। কেনো ফেরত আসি না? কোনো জ্যাম ঠেলে ঠেলে অল্প অল্প করে হলেও আগাইতে থাকি?

.

কারণ টার্গেট ফিক্সড। টার্গেটে কোন নড়চড় নাই। জ্যাম হবে, বাসের চাকা নষ্ট হবে, রাস্তায় গর্ত থাকবে, এক রাস্তা বন্ধ হইলে অন্য রাস্তা দিয়ে যাবো। তবুও যাবো। যাবোই যাবো। যাওয়া নিয়ে কোন কম্প্রোমাইজ নাই। যাইতেই হবে। বাসে না হোক ট্রেনে যাবো। ট্রেনে না হলে লোকাল বাসে ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাবো। তবুও যাবো। এই শক্ত মেন্টালিটি আসছে বাসা থেকে বের হবার কারণে। শুরু করে দেয়ার কারণে। আসলে রাস্তায় গ্যাঞ্জাম সামাল দেয়ার চাইতে, বাসা থেকে সাহস করে বের হওয়াটাই টাফ। শীতকালে গোসল করার চাইতে পানি টাচ করা, পানিতে পা ভিজানো টাফ। নামাজ পড়ার চাইতে ওজু করা টাফ। একবার অজু করে ফেলতে পারলে, নামাজ কারো বাদ যায় না।

.

আমাদের জীবন, জীবনে এগিয়ে চলা এক একটা জার্নি। শুরুর দিকে ঢাকার ভিতরের জ্যামের মত ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থেকে অল্প অল্প করে আগাইলেও ছেড়ে দেয়া যাবে না। দ্রুত অগ্রগতি না দেখলেও হতাশ হওয়া যাবে না। বরং লেগে থাকতে হবে। চিটাগং যাওয়ার টার্গেটের মত জীবনের টার্গেটটা শক্ত রেখে, ডেসপারেট হইতে হবে। তখন রাস্তার জ্যাম, চাকা নষ্ট, বাস নষ্ট, মাথা নষ্ট, চার্জ নাই, ইন্টারনেট নাই, সব ঝামেলা, সব বাধা-বিপত্তি সাইডে চলে যাবে। দূর থেকে সফলতা ছুটে এসে কোলে তুলে নিবে।

**August 23, 2015** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152931872386891>)

আমরা যা করতে চাই, সেটাই অসম্ভব মনে হয়। যদিও আমাদের অসম্ভব লিস্টের ৯০% কাজই সম্ভব গোছের। তারপরেও আমাদের কাছে অসম্ভব মনে হয়। আসলে, অসম্ভব জিনিসটা হচ্ছে মনের মধ্যে, অলস মস্তিষ্কের মধ্যে, ফাঁকিবাজের চিন্তার মধ্যে। কোন একটা কাজকে অসম্ভব ভাবলে, সে কাজটা আপনার কাছে সারাজীবনই অসম্ভব মনে হবে। চোখের সামনে অন্য কেউ সেই কাজটা করে ফেললে মনে হবে- "ব্যাটা নিশ্চয়ই কোন একটা দুই নাম্বারী করছে"। তারপর হাত পা ঘুটিয়ে বসে থাকি। আর দুই তিন বছর পরে যখন দেখি অনেকেই আমার সেই অসম্ভব কাজটা করে ফেলছে তখনসুর উল্টা করে বলি-"আরে দূর, সবাইতো করে ফেলছে, এখন অনেক কম্পিটিটিভ হয়ে গেছে। দেরী হয়ে গেছে। এখন শুরু করলে তেমন সুবিধা করা যাবে না।"

.

যখন মাঠ খালি থাকে তখন অসম্ভব বলে হাত পা ঘুটিয়ে বসে থাকি। আর চোখের সামনে অনেকেই করে ফেললে, অনেক দেরী হয়ে গেছে বলে- হাত পা ঘুটিয়ে বসে থাকি। আসলে, অসম্ভব বা সম্ভব বড় কথা না। বড় কথা হচ্ছে, চেষ্টা না করে হাত পা ঘুটিয়ে বসে থাকলে, কোনদিনও কিচ্ছু হবে না। গ্যারান্টি।

**August 22, 2015** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152929870261891>)

যে ছেলেটা পলিটেকনিকের ভর্তি পরীক্ষায় চান্স পায় নাই, সে তো জিন্দেগীতে বুয়েট, মেডিকেল, এমনকি ঢাকা ভার্সিটিতেও চান্স পাবে না। মোটামুটি গ্যারান্টি। আর ভালো জায়গায় চান্স না পাইলে, প্রাইভেট ভার্সিটিতে পড়ানোর মত বাপের টাকা না থাকলে, লাস্ট অপশন হিসেবে, অন্যদের ক্ষেত্রে যা হয়, এই ছেলেটার ক্ষেত্রেও তাই হলো। তাকে একটা নরমাল কলেজে ভর্তি করায় দেয়া হলো। নরমাল কলেজ থেকে পাশ করার অনেক সমস্যা। তারমধ্যে প্রথম সমস্যা হচ্ছে, কেউ চাকরি দিতে চায় না। সেই ছেলেটারও একই কন্ডিশন হলো। বাধ্য হয়ে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে, টিচার হতে পারবে এমন একটা ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হলো। সেই ডিপ্লোমা কোর্স শেষ হবার পরে, অন্য সবার চাকরি হয়ে গেলেও, অভাগা ছেলেটার কপালে কিচ্ছু জোটে না। কত রকমের চাকরির ইন্টারভিউ দেয়, কোন লাভ হয় না। এমনকি ইন্সুরেন্স কোম্পানির সেলসম্যান হিসেবেও কেউ তাকে নিতে চায় না।

.

কিছুদিন বেকার থাকার পরে, সামারে খন্ডকালীন টিচার হিসেবে দুই মাসের একটা চাকরি পায়। দেখতে দেখতে দুই মাস শেষ হয়ে গেলে, যেই লাউ সেই কদু। আবারও বেকার। এরপর আর কি করবে? অন্য সবাই যা করে, সেও তাই শুরু করলো- টিউশনি। এইভাবে এক দুই দিন না, পুরা দুই বছর পরে, তৃতীয় শ্রেনীর সরকারী কেরানী হিসেবে একটা চাকরি পেয়ে যায় সে। চাকরি পেয়ে যাবার পরে অন্যরা যা করে, সেও তাই করলো। বিয়ে, ঘর সংসার করে, কিছুদিনের মধ্যেই দুই সন্তানের বাপ হয়ে গেলো।

.

সরকারী কেরানীর সেই চাকরীটা সে সাত বছর করেছিলো। তারপরে, থিওরিটিক্যাল ফিজিক্সের এক্সট্রাঅর্ডিনারী প্রফেসর হিসেবে ইউনিভার্সিটি অফ জুরিখে চাকরীর অফার পায়। কেরানী থেকে এক্সট্রাঅর্ডিনারী প্রফেসর হয়ে যাবার কারণটা খুবই বিশ্বাসযোগ্য। কারণ, ছেলেটার নাম আলবার্ট আইনস্টাইন।

.

সো, দুইদিন পরে ভর্তি পরীক্ষায় ফেল করলে, হতাশ হবার কিচ্ছু নাই। কারণ, নামকরা ভার্সিটিতে না টিকলে, আইনস্টাইন হয়ে যাবার চান্স বেড়ে যাবে।

**August 14, 2015** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152914424146891>)

কবি বলেছেন, "সময় ও প্রেম কারো জন্য অপেক্ষা করে না।" কবি আরো বলেছেন, "সুযোগ ও সফলতা কারো দরজায় টোকা মারে না।" তাই, প্রেম করতে চাইলে প্রেমিকারে টোকা মারুন। আর সফল হইতে চাইলে লক্ষ্যের পিছনে লেগে থাকুন। রাতভর চেষ্টার সাথে টাঙ্কি মারুন। তবে, প্রেম করা চাট্টিখানি কথা না। আবার প্রেম করা দুই এক ঘন্টার ব্যাপারও না। বিশ পঁচিশ মিনিট প্রেমিকার সাথে গুছুর গুছুর করার পরে ছয় মাস ফোন না দিলে, ম্যাসেজে নক না করে খালি বার্থডে তে উইশ করলে, প্রেম তো হবেই না বরং প্রিয়জন অন্য কারো প্রিয় হয়ে যাবে। জান পাখি ফুড়ুৎ করে উড়ে গিয়ে অন্যের ঢালে বাসা বাধবে।

.

একইভাবে, স্বপ্ন বা লক্ষ্যের কথা ছয় মাসে একবার ঢেকুর তুলে, সারাদিন খেলা-ফেইসবুক-রাজনীতি নিয়ে আড্ডায় মেতে থাকলে, স্বপ্ন আপনার না হয়ে, অন্য কারো হয়ে যাবে। দুই একটা সুযোগ দরজা-জানালার ফাঁক দিয়ে এসে ক্ষণিকের জন্য চুল্কানি দিলেও, আপনি টের পাবেন না। কারণ স্বপ্নের ব্যাপারে আপনি কেয়ারফুল ছিলেন না। ডেডিকেটেড ছিলেন না। আসলে স্বপ্ন দেখে কেউ সফল হতে পারে না। সফল হতে হলে চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টার পিছনে সময় দিতে হবে। সময় নিয়ে সাধনা করতে হবে। একটু চিন্তা করে দেখেন তো, দিনের মধ্যে কয়টা কাজ করেন যেগুলা আপনার লক্ষ্য পূরণ করতে সহায়তা করবে। আপনাকে এগিয়ে নিবে। একটাও না। কারণ আপনি স্বপ্ন দেখেন, আশা করেন, সুখ চিন্তা করেন কিন্তু অর্জনের জন্য চেষ্টা করেন না। মরিয়া হয়ে উঠেন না। লক্ষ্যটাই জীবনের একমাত্র কাজ, একমাত্র পথ, একমাত্র অবলম্বন হিসেবে চিন্তা করেন না। তাই, স্বপ্ন বুক পকেটে থেকেই পঁচতে থাকে। হারিয়ে যায় অন্য সব কাজের ভিড়ে। আর তিন বছর পরে একবার মনে পড়লে, আফসোস করে বলেন, "আশা ছিলো কিন্তু সুযোগ পাইনি"। আসলে, যে সুযোগের আশায় বসে থাকে, সুযোগ কোনদিনও তার কাছে আসে না। আর যে লক্ষ্য ঠিক রেখে লাগাতার লাথি-উষ্ঠা খেয়েও, চেষ্টা-সাধনা চালাতে থাকে, সে ঠিকই সুযোগ খুঁজে বের করে, পর্বতের চূড়া কিংবা সমুদ্রের তলা থেকে।

**August 2, 2015** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152889042451891>)

হাতি বশ করার সিস্টেম হচ্ছে- বাচ্চা হাতি ধরে এনে মোটা লোহার শিকল দিয়ে বেধে রাখতে হবে। প্রথম প্রথম হাতির বাচ্চাটা শিকল ভাঙ্গতে গিয়ে টানাটানি করে, পায়ের চামড়া ছিলে ফেলবে, ব্যথায় কান্নাকাটি করবে। দুই একবার চেষ্টা করে শিকল ভাঙ্গতে না পেরে, ডিসিশন নিয়ে নিবে- এই শিকল ভাঙ্গা সম্ভব না। কয়েকদিন পরে চিকন মামুলি একটা সুতা দিয়ে বেধে রাখলেও, শিকল ভাঙ্গতে পারবে না মনে করে, সে আর ট্রাই ই করবে না। বাধ্য হয়ে, সার্কাস দেখিয়েই সারা জীবন কাটিয়ে দিবে।

.

মানুষের বাচ্চাকে বশ করার সিস্টেম হচ্ছে- ছত্রিশটা বই ধরায় দিয়ে, স্কুল, কোচিং, প্রাইভেট টিচারের খাঁচায় বন্দি করে, সকাল বিকাল কানের কাছে বলতে হবে- তুই ম্যাথে ভালো না, অংক বুঝস না, ইংরেজি পারস না, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হইতে পারবি না। এই একই কথা স্কুলে, বাসায়, প্রতিবেশীদের কাছে শুনতে শুনতে, মানুষের বাচ্চাকে হতাশার শিকলে আটকে ফেলতে হবে। তাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না, সফল হতে পারবে না- এই ধারণা তার অবচেতন মনে ঢুকিয়ে দিয়ে, নতুন কিছু চেষ্টা করার ইচ্ছাকে নষ্ট করে দিতে হবে। ব্যর্থ হবার ভয় ঢুকিয়ে, কঠিন কিন্তু সম্ভব জিনিসটাকে অসম্ভবের মত করে উপস্থাপন করে, বলতে হবে- জীবন অনেক টাফ, সবাই সবকিছু পারে না। তখনই মানুষের বাচ্চা- নতুন কিছু করার স্বপ্ন বা চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে, টেনেটুনে চাকরি জোগাড় করে বিয়ে, সংসার, বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিবে।

.

কোন কিছু চেষ্টা না করার প্রধান কারণ হচ্ছে, ভয়। ব্যর্থ হবার ভয়, পরাজিত হবার ভয়। ঠাট্টা-তামাশার পাত্র হবার ভয়। সেই ভয়কে জয় করে একের পর এক চেষ্টা, যে করে যেতে পেরেছে, সে ই সফল হইছে। আর সেই ভয়টা যাকে গিলে ফেলতে পারছে, সে তার জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টান্ট কাজটা বাদ দিয়ে, বই খাতা বন্ধ করে, অফিসের কাজে ফাকি দিয়ে, ফেইসবুকে এসে এই স্ট্যাটাসটা পড়তেছে।

**July 26, 2015** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152876095496891>)

দিনের মধ্যে মোটামুটি আঠার ঘন্টা সময় পাই আমরা। দাঁত ব্রাশ, বাথরুম, খাওয়া-দাওয়া, জিরো ফেইসবুক, ফোন, আড্ডা, রিক্সা/বাস, ক্লাস/অফিস, সব মিলিয়ে মোটামুটি বিশটা ছোটখাটো কাজ করে ফেলি প্রতিদিন। কিন্তু এর মধ্যে যে কাজগুলা করা উচিত না, সেগুলাই বেশি বেশি করে ফেলি। আর যে কাজটা করা উচিত বলে মনে হয়, সেটা করার টাইম কখনোই খুঁজে পাই না। আসলে, আমাদের সমস্যাটা কোথায়?

.

সমস্যা নাম্বার ওয়ান। যে কাজগুলা করা উচিত বলে মনে হয় সেগুলা বেশ লম্বা লম্বা। আমরা বড় বিজনেসম্যান, ভালো প্রোগ্রামার, সেরা ফটোগ্রাফার, মাল্টি ন্যাশনালের ম্যানেজার হইতে চাই। এই উঁচা লম্বা স্বপ্নগুলা, প্রতিদিনের বিশ-পঁচিশ মিনিট বা এক-দেড় ঘন্টার টাইম স্লটের মধ্যে ফিট খায় না। তাই যেগুলা ফিট খায় সেগুলাই ঘুরে ফিরে করে ফেলি। মূলত, লম্বা চওড়া স্বপ্ন দেখা সমস্যা না। সমস্যা হচ্ছে, বিরাট বিরাট স্বপ্ন থেকে বিশ-পঁচিশ মিনিটে করে ফেলা যায় এমন ছোটখাটো খুচরা কাজ বের করতে না পারাটা। যেমন, কেউ পাইথনে প্রোগ্রামিং শিখতে চাইলে, পাইথন শিখার টাইম ছয় মাসেও বের করতে পারে না। তবে, আজকে শুধু পাইথনে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করার সিস্টেমটা গুগল করে দেখার জন্য পনের-বিশ মিনিট সময় সহজেই বের করে ফেলতে পারবে। সো, থিঙ্ক স্মল। বি স্পেসিফিক। এইভাবে টানা কয়েকদিন আধা ঘন্টা করে করে, হাটি হাটি পা ফেলে আগাইতে পারলে, কয়েকদিন পরে দেখবেন বেশ খানিকটা পথ অতিক্রম করে ফেলছেন। তখন নিজের ভিতরে কনফিডেন্স আসবে। নরম পায়ে জোরসে দৌড় দেয়ার সাহস আসবে।

.

সমস্যা নাম্বার টু। আমাদের সেকেন্ড সমস্যাটা হচ্ছে, প্রথম সমস্যা এবং তার সমাধান জেনেও, সেটা ফলো না করা। ঢিলামি আর ফাঁকিবাজি করে, আলতু-ফালতু কাজে, প্রতিদিন চার-পাঁচটা আধা ঘন্টা সময় অপচয় করেও, নিজের স্বপ্ন পূরণের জন্য একটা বিশ-পঁচিশ মিনিটের স্লট খুঁজে বের করতে পারি না। তবে, ঐ আশা কইরেন না যে, একদিন আচমকা ঘুম থেকে উঠে দেখবেন, আলাদীন আঙ্কেল চেরাগ দিয়ে গেছেন। বরং নিজের ভিতরের ইচ্ছাটাকে পাকাপোক্ত করেন। নিজেই নিজেকে কঠিন ডেডলাইন দেন। আধা ঘন্টা না পারলে, অন্তত পনের মিনিট সময় বের করেন। টার্গেটে পৌঁছানোর রাস্তা বা সময় পরিবর্তিত হইলেও লাইনে থাকবে হবে। প্রতিদিন। প্রতিটা দিন।

**July 25, 2015** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152874302976891>)

একটা পাকা আম, এক সপ্তাহ পরে খাবেন মনে করে আলমারিতে উঠায় রাখলে, এক সপ্তাহ পরে, আম খাওয়ার মজাতো পাবেনই না বরং পচা গন্ধে পেট খারাপ হয়ে যাবে। একইভাবে, এক দেড় ঘন্টা সময় পাইলে, নিজের স্বপ্নটাকে আলমারিতে তুলে রেখে, ফেইসবুকিং করতে থাকলে, ধীরে ধীরে আপনার স্বপ্নটাতেও পচন ধরে যাবে। প্রিমিয়ার লীগের খেলা, লম্বা লম্বা সিরিয়ালের সিজনগুলা এক একটা প্লাস্টিকের ফুলের মতন। কখনোই বিমলিন হয় না। জিদান গেলে, রোনালদো আসে। রোনালদো গেলে, মেসি আসে। মেসি গেলে অন্য আরেকজন আসবে। কিন্তু আপনার জীবন থেকে যে সময় চলে যাচ্ছে, তা আর ফেরৎ আসবে না। আপনার সময় গুলো তাজা গোলাপের মত, ঠিক সময়ে ফুলের ঘ্রাণ না নিলে, সঠিক সময়ে সঠিকভাবে কাজে না লাগালে, ফুল ঠিকই ঝড়ে যাবে। হারিয়ে যাবে।

.

দুনিয়ার কোথাও না কোথাও, কিছু না কিছু ইন্টারেস্টিং ঘটনা সবসময়ই ঘটতে থাকবে। তার সাথে সাথে থাকবে, এই ওয়ার্ল্ড-কাপ, সেই ওয়ার্ল্ড-কাপ, এই সিরিজ, ওই সিরিজ, এই ওপেন, সেই ওপেন, এই সিনেমা, ওই সিনেমা। এইগুলা এমনভাবে সেট করবে যাতে সারা বছর একটা না একটা কিছু দিয়ে আপনার মনোযোগ আটকায় রাখতে পারে। তার ফাকে ফাকে আসবে সেমিস্টার ফাইনাল, প্রজেক্টের ডেডলাইন, বিয়ের প্রেসার। চিন্তা করে দেখলে হয়তো মনে হবে, এত কিছুর মাঝখানে নিজের জন্য, নিজের স্বপ্নের জন্য কোন টাইম নাই। আসলেই নাই। কারণ, সব টাইমতো ফেইসবুক, প্রিমিয়ার লীগ আর টিভি সিরিয়ালরে দিয়া দিছেন। সেগুলা কমায় দিয়ে ডেইলি এক-দেড় ঘন্টা সময় বের করে, নিজের স্বপ্নের তাজা গোলাপের গন্ধ নিলে, ফুলে ফুলে আপনার জীবন ভরে উঠবে।

.

শুনেন, কোন কিছু করার জন্য পারফেক্ট টাইম, পারফেক্ট সুবিধা, পারফেক্ট ফ্যামিলি কন্ডিশন কোনদিনও কেউ পায় নাই, আপনিও পাবেন না। আর স্বপ্নের জন্য সাধনা না করে, হাত পা ঘুটিয়ে যত বেশি চিন্তা করবেন, স্বপ্নটা তত বেশি কঠিন মনে হবে।

সো, জাস্ট ডু ইট।

**সফল হবার 4S ফর্মূলা। July 20, 2015**

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152865513496891>)

প্রথম S হচ্ছে সময়। সফল হইতে হইলে আপনাকে সময় বের করতে হবে। আড্ডা, মাস্তি, পার্টি, পত্রিকা, টিভি, ঘুরাঘুরি, সব কমিয়ে লক্ষ্য অর্জনের পিছনে সময় দিতে হবে। প্রিমিয়ার লীগে কে কয়টা গোল করছে, গেইম অফ থ্রোনের কয়টা এপিসোড শেষ হইছে, কোন খেলায় কে কয়ডা শিরোপা জিতছে সেই হিসেব রাখতে গিয়ে নিজের সময় নষ্ট করলে, সারাজীবন অন্যের জীবনের শিরোপা গুনেই কাটাতে হবে। আপনার যেমন ২৪ ঘন্টায় একদিন হয়, সাকিব, মুশফিকেরও ২৪ ঘন্টায় এক দিন হয়। তারপরেও তারা সফল কারণ, সারাদিনের মধ্যে যতটুকু সময় পায় সেটা একটা কাজের পিছনেই লাগায়। খুবই ফোকাসড থাকে। আপনার মত চৌত্রিশটা জিনিসে ঠুসা দেয় না।

.

দ্বিতীয় S হচ্ছে সাহস। আপনার ভিতরে সাহসের আগুন থাকতে হবে। আপনি শুরু করলেই হোঁচট খাবেন। ব্যর্থ হবেন। একবার দুইবার না, বারবার ব্যর্থ হবেন। লোকজন নাক সিটকাবে, টিটকারি মারবে, ফ্যামিলি বাধা দিবে, গার্লফ্রেন্ড মন খারাপ করবে। তারপরেও স্বপ্নের পিছনে ছোটার সাহস রাখতে হবে। সহজ রাস্তা বাদ দিয়ে স্রোতের বিপরীতে দাঁড়ানোর বুকের পাঠা থাকতে হবে। ভুল হবে, মিসটেক হবে, ঝামেলায় পড়ে যাবেন জেনেও সাহস করে নিত্য নতুন জিনিস ট্রাই করে দেখতে হবে। সাহস করে ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারলে, সফলতা উড়ে উড়ে আসবে না।

.

তৃতীয় S হচ্ছে সাধনা। একবার দুইবার খোঁচা দিয়ে দুই-একটা চার ছয় পিটানো যায় কিন্তু সেঞ্চুরি করা যায় না। সেঞ্চুরি করার জন্য বলের পর বল, ম্যাচের পর ম্যাচ সাধনা চালিয়ে যেতে হয়। শূন্য কিংবা দশ-বিশ রানে আউট হইলেও পরেরদিন প্রাকটিস করতে হয়, আবারো মাঠে নামতে হয়। এইভাবে আট দশ বছর বয়স থেকে শুরু করে দিনের পর দিন মাসের পর মাস, রোদ বৃষ্টি ঝড় উপেক্ষা করে সাধনা করতে করতে এক একজন সাকিব, নাছির, তাসকিনের জন্ম হয়। দুই একবার ব্যর্থ হয়ে, টিভি সিরিয়ালের পুরা সিজন আর বৃষ্টির দিনের ভুনা খিচুড়ি নিয়ে বসলে, অলিল-খলিল হইতে পারবেন, মাগার অনন্ত জলিল হইতে পারবেন না।

.

চতুর্থ S হচ্ছে, শর্ট স্টেপ। আপনি এক লাফে আসমানে উঠে যাইতে পারবেন না। কোনদিনও পারবেন না। দশতলা বিল্ডিং এর উপরে উঠতে হইলে একটা একটা করে সিঁড়ি পার হয়েই উপরে উঠতে হবে।

.

সো, ছোট ছোট স্টেপ বের করে, সময় নিয়ে সাহসের সাথে সাধনা করতে পারলেই, সফলতা আসবে।

**July 19, 2015** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152863580356891>)

দুনিয়ার কেউ ই মোটিভেশন ধরে রাখতে পারে না। অল্প কিছুক্ষণ মোটিভেশন থাকার পরে আবার কমে যায়। আসলে, আমাদের মোটিভেশন কমে যায় না বরং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ট্রান্সফার হয়। এই যেমন, টাইগারদের খেলা জমে গেলে, অফিসের কাজ করার মোটিভেশনের চাইতে, লাইভ স্ট্রীম দেখার মোটিভেশন বেড়ে যায়। দশ মিনিট পড়ালেখা করলে, পড়ালেখা আরো কন্টিনিউ করার মোটিভেশনের চাইতে, ফেইসবুকে কে কি স্ট্যাটাস দিছে, কার পিকচারে কয়টা লাইক পড়ছে, সেটা দেখার মোটিভেশন বেড়ে যায়। তবে মেইন প্রবলেম হচ্ছে, এক জায়গা থেকে মোটিভেশন অন্য জায়গায় ট্রান্সফার হওয়ার পরে আগের জায়গায় আর ফেরৎ আসে না। যেমন, ফেইসবুক থেকে মোটিভেশন পড়ালেখায় ফেরৎ না গিয়ে, অনলাইন পোর্টালের সুড়সুড়ি মার্কা নিউজের দিকে চলে যায়।

.

মোটিভেশন যেহেতু বেশির ভাগ সময় তলানিতে পড়ে থাকে, সেহেতু সফল ব্যক্তিরা, কাজ যত কঠিনই হোক না কোনো, তাকে খুবই ছোট ছোট অংশে ভাগ করে ফেলে যাতে সেগুলা পাঁচ-দশ মিনিট বা এক-দুই ঘন্টায় করে ফেলতে পারে। তাইলে মোটিভেশন কম হইলেও লিস্টের দুই-তিনটা কাজ করা হয়ে যায়। কারণ পুরা কাজটা একসাথে করা কঠিন হইলেও, ছোট ছোট অংশগুলা করা তুলনামূলক-ভাবে সোজা। তারপর যে কাজগুলি বাকি রয়ে গেছে সেখান থেকে আবার ছোট ছোট দুই-তিনটা অংশ বের করে। দুই একদিন পরে, কোন কারণে মোটিভেট হয়ে গেলে, কাজের ভিতরের কঠিন অংশ টুকু করে ফেলে। কারণ, কঠিন কাজগুলা, যেগুলা কেউ করতে চায় না, সেগুলা করার জন্য মোটিভেশনের দরকার হয়। এইভাবে মোটিভেশনের উঠা-নামার ঢেউয়ের সাথে তাল মিলিয়ে লক্ষ্যের কাজ আগাইতে থাকলে কয়েকদিন পরে দেখা যায়, আমোদ ফুর্তিতে টাইম পাস করা পোলাপানের চাইতে অনেক দুর আগাইয়া গেছে।

.

আবার কেউ কেউ বলে, কিছুই করতে ইচ্ছে করে না, খালি ঢিলামি বা প্রোকাস্টিনেট করি। একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখেন, আপনি কিন্তু সব কাজে ঢিলামি করেন না। ঠিক সময়েই খাওয়া দাওয়া করেন, বাথরুম সারেন। ফেইসবুকের নোটিফিকেশনও ঠিক সময়েই চেক করেন। তাইলে, আসল কথা হচ্ছে আপনি দুই একটা কাজে প্রোকাস্টিনেট করলেও, সবগুলাতে করেন না। এইটার তিনটা সল্যুশন আছে। এক, আসল কাজ বাদ দিয়ে যেসব কাজ করে সময় নষ্ট করেন সেগুলা বাদ দিতে হবে বা অনেক বেশি কমায় ফেলতে হবে। আট ঘন্টা বসে বসে পুরা খেলা না দেখে শুধু হাইলাইটস দেখেন। প্রতিদিন দুই তিনটা পত্রিকা অনলাইনে ভাজা ভাজা না করে, ফেইসবুকের টাইম লাইনে অন্যরা যেসব নিউজ শেয়ার করে সেখান থেকে দুই একটা দেখেন। যে ঘন ঘন সেলফি বা স্ট্যাটাস দেয় তাকে আনফলো করে ফেলেন। দুই, কোন ফ্রেন্ডের কাছে পাঁচ হাজার টাকা জমা রেখে বাজি লাগেন - ওমুক দিন অতটার মধ্যে এই কাজ শেষ করতে না পারলে, সেই টাকা তার হয়ে যাবে। দেখবেন নিজের টাকা ফেরৎ পাইতে, মোটিভেশনের বন্যা বয়ে গেছে। তিন, প্রথম দুইটায় কাজ না হইলে, সেই ফ্রেন্ডরে বলেন, কানপট্টির নীচে ঠাটায়া দশ-বারোটা দিতে, মোটিভেশন উপচে পড়বে। গ্যারান্টি।

**July 12, 2015** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152849733911891>)

ঈদে মিনিমাম-তো চারদিন ছুটি পাইছেন। আগের কিছু ছুটি জমিয়ে রাখলে, এক-দেড় সপ্তাহ ম্যানেজ করা কোন ব্যাপারই না। পরিবার পরিজন, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ঘুরে ফিরে আনন্দ করার মাঝে একটা দিন, এটলিস্ট একটা দিন কি নিজের জন্য রাখা যায় না? স্রেফ নিজের জন্য, হয়তো সেদিন টিভি দেখলেন বা দেখলেও অল্প একটু দেখলেন, বাইরে ঘুরাঘুরি আড্ডা দিলেন না। বাসায় গেস্ট আসলে হাই হ্যালো বলে মিষ্টি সেমাই খেয়ে চুপেচাপে নিজের কাছে ফিরে গেলেন। দিনের প্রায় সবটুকু সময় নিজের জন্য রাখলেন।

.

সেই একটা দিনে, এমন কিছু একটা করলেন, যেটা আপনি অনেকদিন ধরে করতে চাইতেছেন কিন্তু করা হয়ে উঠতেছে না। এমন কিছু একটা শিখলেন, যেটা অনেক দিন ধরে শিখবেন শিখবেন করে আশা করতেছেন কিন্তু পড়াশুনার ঠেলায়, ফাঁকিবাজির মেলায় করা হয়ে উঠতেছে না। সেটা হতে পারে গিটারের কর্ড ধরতে শিখা, ক্যামেরার অপশনগুলা ভালো করে গুঁতায় গাতায় দেখা, পত্রিকায় আর্টিকেল লেখা, ফটোশপ বা কোন সফটওয়্যার বা প্রোগ্রামিং এর একটা বাংলা বই নিয়ে দেখে দেখে ১০০ পাতা পর্যন্ত যা যা করতে বলছে তা তা করে ফেলা, কিংবা প্রিয় মানুষটাকে মুগ্ধ করার জন্য তাকে নিয়ে কোন একটা গান বা হেব্বি রোমান্টিক একটা গল্প লিখে ফেলা। জাস্ট একটা দিনই তো। হয়তো সেদিন অন্যদের সাথে একটু কম মজা করে নিজের ইচ্ছার পূরণের আনন্দ করলেন।

.

বিয়ে-সংসার ছেলেমেয়ে হয়ে গেলে, ছোটবেলায় ভালোলাগা গুলি সংসারের চাপে, চাকরির প্রেসারে, পোলা-মাইয়ার ক্যাচালে হারিয়ে যায়। হয়তো ভালো ছবি আঁকতেন, সুন্দর করে হারমোনিয়াম বাজাতেন, নাচতে/গাইতে পারতেন। কিন্তু বিয়ের পরে আর করা হয়ে উঠেনি। ভুলেই গেছেন নিজের প্রিয় সখটাকে। এই একটা দিন নিজের জন্য, আগের সেই সখ-ভালোলাগা টাকে ফিরিয়ে আনলেন। ঈদের আনন্দ সবার মাঝে ছড়ানোর সাথে সাথে নিজের ভিতরেও ছড়ালেন।

[July 3, 2015](https://web.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152830633006891)

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152830633006891>)

ভালো একটা চাকরি হইলে, নিজেদের একটা গাড়ি থাকলে, জীবনটা কতই না সুখের হইতো। সহজ হইতো। এই রকম সুখের চিন্তা করতে করতে, চোখ বন্ধ করে একটু আধটু সুখের পরশ অনুভব করে ফেলি অনেকেই। কিন্তু কখনই ভেবে দেখি না, সুখের চিন্তা করতে করতে, ভিতরে ভিতরে নিজেরাই অলস হয়ে গেছি। একটু উল্টা করে ভেবে দেখুনতো কেমন লাগে? একটা ভালো চাকরি ম্যানেজ করতে না পারলে, সংসারের খরচ- বাসা ভাড়া যোগাড় না হইলে, পথে বসতে হবে। প্রেমিকার বাসায় প্রস্তাব পাঠানোর আগেই রিজেক্ট হয়ে যাবে। গাড়ি না থাকলে ঘন্টার পর ঘন্টা সিএনজির জন্য অপেক্ষা করতে করতে সময় নষ্ট হয়। গরমে-ঘামে বাসে ঝুলতে ঝুলতে টায়ার্ড হয়ে বাসায় ফিরে এক্সট্রা কোন কাজ করার টাইম বা এনার্জি পাই না। বাচ্চারে স্কুলে আনা-নেয়া করতে করতে রাস্তার ধুলাবালিতে বাচ্চা অসুস্থ হয়ে যায়। একই জিনিস, কষ্টের এঙ্গেল থেকে চিন্তা করলে জিনিসটাকে পাওয়ার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হয়ে উঠে। সেটা অর্জনের জন্য শ্রম সাধনা করতে নিজের ভিতর থেকেই উদ্যম আসে। আর কষ্টের ভয়টাই সেই উদ্যম ধরে রাখে। কারণ, সুখের আশায় চাইলে আপনার ভিতরে যতটা পাওয়ার আসবে, কষ্টের ভয় থেকে পাইতে চাইলে কয়েক শতগুন বেশি পাওয়ার আসবে। তাই আজকে থেকে সুখের এঙ্গেল থেকে চিন্তা করা বন্ধ।

.

কষ্টের এঙ্গেল থেকে চিন্তা করা আর ব্যর্থতাকে ভয় পেয়ে নিজেকে গুটিয়ে রাখা এক কথা নয়। শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হইলে অন্যরা কে কি নিয়ে হাসাহাসি করবে, সেটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে, আসল কাজটা করতে ভুলে গেলে, জীবনেও টার্গেটের আশেপাশে যাইতে পারবেন না। কয়েকদিন পরে কনফিডেন্স হারিয়ে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাবেন। নার্ভাস হয়ে যাবেন। প্রোকাস্টিনেট করা শুরু করে দিবেন। এবং আগে যেখানে ছিলেন, সেখানেই থেকে যাবেন, আজীবন।

.

তবে মাঝে মধ্যে কোথাও মোটিভেশনাল কিছু দেখলে পাঁচ মিনিটের জন্য মোটিভেশনের চুলকানি উঠবে। কিন্তু সেই চুলকানি বেশিক্ষণ টিকবে না। অন্যের জীবন, অন্যের গল্প, অন্যের স্ট্রাগল, অন্যের সফলতার ঈর্ষা আপনাকে পাঁচ মিনিটের চুলকানি মার্কা মোটিভেশন দিলেও, আপনাকে সাকসেস এনে দিতে পারবে না। কারণ ঐটা আপনার লাইফের সিচুয়েশন না। অন্যের স্ট্রাগলের স্টোরি শুনে নিজের ভিতরে একটা কম্পিটিটিভনেস তৈরী করতে পারলেও, সেই কম্পিটিটিভনেস ধরে রাখার জন্য আপনার ভিতরে, আপনার জীবনের মধ্য থেকে মোটিভেশন খুঁজে বের করতে হবে। নিজের জীবনের কোন কষ্টটা কমাতে চান, কোন ক্ষতটা লাগব করতে চান, কোন দুঃখটা মোচন করতে চান, সেটা আপনার জীবন থেকে আপনাকেই খুঁজে বের করতে হবে। নিজেই নিজের ভিতরে চাপা একটা ক্রোধ তৈরী করতে হবে। সেই চাপা ক্রোধ, সেই কষ্টের ক্ষত, সেই না পাওয়ার বেদনা আপনাকে সকাল-বিকাল তাড়া করে ফিরলে, মোটিভেশনের আগ্নেয়গিরি পেয়ে যাবেন। যে আগ্নেয়গিরি তপ্ত লাভা নির্গমন করে লক্ষ্য অর্জন করতে জানে।

[July 1, 2015](https://web.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152823463716891)

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152823463716891>)

রোজার দিনে কেউ আপনারে দেখে ফেলবে না জেনেও, আড়ালে গিয়ে চুপেচাপে, লুকিয়ে পানি বা খাবার খেয়ে ফেলেন না। গরম বেশি হইলে, মারাত্মক পানির পিপাসা পাইলেও, চুরি করে পানি বা শরবত খেয়ে ফেলেন না। এমনকি যে ঘন্টায় ঘন্টায় সিগারেট খায় সেও কিন্তু ইফতার পর্যন্ত অপেক্ষা করে। বৃষ্টির দিনে চা কপি, খিচুড়ি কত কিছু না খাইতে ইচ্ছা করে কিন্তু রোজার দিন খাওয়ার কথা মনেই আসে না। আগে থেকেই কেম্নে জানি একটা মাইন্ড সেট হয়ে থাকে। আবার দুই-এক দিন রোজা থেকে বলতে পারবেন না, আল্লাহ, আমি গরিবের কষ্ট অনুভব করে ফেলছি আমার আর রোজা থাকা লাগবে না। তা কিন্তু হবে না। আপনাকে গরম হোক, ঠাণ্ডা হোক, বৃষ্টি হোক, রোদ হোক, বাসায় থাকেন বা অফিসে থাকেন রোজা কিন্তু থাকতেই হবে। এক-দুই দিন বা তিন-চার ঘন্টা না, বিধান অনুযায়ী ত্রিশ-দিন সিয়াম সাধনা করতে হবে। সুবহে সাদিক থেকে মাগরিব পর্যন্ত।

.

একটু খেয়াল করে দেখেন। দুনিয়াবি লক্ষ্য অর্জন করতে হইলে, কোন একটা কাজ যদি দৈনিক ১২ থেকে ১৪ ঘন্টা করেন এবং লুকিয়ে কেউ দেখে ফেলবে না জেনেও ফাঁকিবাজি না করেন। টানা এক মাস ডেডিকেশন নিয়ে টাইম দেয়ার পরে সেই জিনিস যত কঠিনই হোক না কেনো, ঐটার উপর ভালো একটা দখল চলে আসবে। কোন স্কিল অর্জন করার জন্য টানা ত্রিশ দিনের একটা টার্গেট সেট করতে পারেন। রোদ হোক, বৃষ্টি হোক, গরম লাগুক, ঠাণ্ডা লাগুক আপনি লেগে আছেন সাধনায়, মিশনে, টার্গেট হাসিল করতে। সেই টার্গেট অনুযায়ী প্রতিদিন ১২ থেকে ১৪ ঘন্টা সাধনা করতে পারলে, দুনিয়ার কেউ আপনারে ঠেকাতে পারবে না।

.

আপনি যদি বলেন, এত সময় কই পাই? সবাই সবসময় টানা কয়েকদিন ফ্রি থাকে না। হয়তো থাকে না। তবে স্টুডেন্টরা মাঝে মধ্যে এক মাস বা ২০ দিন টানা ফ্রি সময় পেয়ে যায়। সেমিস্টার গ্যাপ, ঈদের ছুটি, গ্রীষ্মকালীন, শীতকালীন, বার্ষিক পরীক্ষার পর, এসএসসি, এইচএসসি, আরো কত কি। আর মেধাবীদের একটা বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়লে তো কোন কথাই নাই। পরীক্ষা পিছাতে গিয়ে, হালকা ভাঙচুর করে, এক্সট্রা একটা অখণ্ড অবসর খুব সহজেই ম্যানেজ করে ফেলতে পারেন। আপনার একাডেমিক লাইফ থেকে এক-দেড় মাস বা এক-দেড় বছর চলে যাবে যাক, আপনার জীবন থেকে এক-দেড় মাস বা এক-দেড় বছর যাতে চলে না যায়।

[**June 28, 2015**](https://web.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152818128576891)

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152818128576891>)

এক্সট্রা অর্ডিনারি বা ডিফারেন্ট কিছু করার ক্ষেত্রে প্রথম অন্তরায় হচ্ছে ফ্যামিলি। উনাদের পছন্দমত না হইলে, যেকোন আইডিয়া বা সম্ভাবনাকে ছুড়ে ফেলে দিতে দুই মিনিটের বেশি সময় লাগে না। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া জীবনে কিছু করা যায়, সফল হওয়া যায়, সেটা উনারা কোনভাবেই মানতে চান না। ঐটুক বয়সে টাকা-পয়সা, থাকার জায়গা, ফ্যামিলি ইমোশনের গ্যাঁড়াকলে পড়ে স্বপ্নটাকে আলমারিতে বন্দি করে অন্য পথে হাটতে বাধ্য হয় অনেকেই। কিছুদিন পরে দেখা যায়- না পারে ফ্যামিলির ইচ্ছামত চলতে, না পারে নিজের ভালো লাগা রাস্তায় ফিরে আসতে।

.

কোন একটা কনজারভেটিভ বা হালকা মডারেট ফ্যামিলি কখনই মেনে নিতে চাইবে না তাদের ছেলেমেয়ে পাশ করে নতুন কোন বিজনেস শুরু করুক। গান-বাজনা, ফটোগ্রাফি, মডেলিং, এথলেট, এমনকি ক্রিকেটার হোক। কখনও যদি মনে হয় আপনি এমন কিছু করতে চান, যা আপনার ফ্যামিলি মেনে নিবে না। সেক্ষেত্রে প্রথম রুল হচ্ছে-ডোন্ট এক্সপোজ। অর্থাৎ আপনি বলবেন না বা উনাদের বুঝতে দিবেন না। কিন্তু আপনি যেটা করতে চান সেটা ছেড়ে দেয়া যাবে না। চুপেচাপে চামেচুমে সাধনা চালিয়ে যেতে হবে। সেকেন্ড রুল হচ্ছে- ফাইন্ড এলাইজ। অর্থাৎ একই পথের পথিকদের খুঁজে বের করতে হবে। তারা কি করে, কিভাবে করে, আপনি কতটুকু পারেন, সব শেয়ার করতে হবে এবং পরস্পরের কাছ থেকে হেল্প নিয়ে নিজদের ট্যালেন্ট বাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করতে হবে। থার্ড রুল - এচিভ সামথিং। ছোট খাটো হইলেও ঐ লাইনে একটা আধটা এচিভমেন্ট অর্জন করতে হবে। একদম কিছু করে দেখাতে না পারলে অন্যরা কিভাবে ভরসা করবে যে আপনি পারবেন। তাই শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, এমনকি বাথরুমে বসে ঐটা নিয়ে ধ্যান, সাধনা, চেষ্টা, ফন্দি ফিকির চালাতে হবে।

.

সিগনিফিকেন্ট কিছু এচিভমেন্ট করতে পারলে, একটু আগাইতে পারলে, আস্তে আস্তে ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করার স্ট্রাটেজি হিসেবে ভাই-বোন বা মামা-চাচাকে হালকা হিন্টস দিয়ে উনাদের অবস্থা বুঝার ট্রাই করতে হবে। উনাদের দিয়ে আপনার লাইনের অন্যদের সাকসেস স্টোরি আপনার আব্বু-আম্মুকে শোনাতে হবে। ফ্যামিলির কোন একজনকে আপনার পক্ষে নিয়ে আসতে হবে। যে গোপনে তথ্য দিয়ে হেল্প করবে। তিন-চার মাস পকেট খরচের টাকা সেইভ করার পাশাপাশি সাধনা কিন্তু বন্ধ করা যাবে না। অন্যদের দিয়ে কয়েকবার হিন্টস দেয়ার পরে, একদিন সাহস করে আব্বু-আম্মুকে বলে দিতে হবে। উনাদের কথামত চলতে চাচ্ছেন না শুনে, উনারা কিন্তু আপনাকে মেরে ফেলবে না। বাসা থেকে বের করে দিবে না। আর দিলেও তিন-চার মাসের পকেট খরচ আপনার কাছে আছে। সাধারণত একজন চিল্লাচিল্লি করবে আরেকজন গম্ভীর হয়ে থাকবে। আড়ালে গিয়ে চোখের পানি ফেলবে। এই চোখের পানি আসে ভয় থেকে, শঙ্কা থেকে। আপনি দুনিয়াতে টিকে থাকতে পারবেন না, যথেষ্ট উপার্জন করতে পারবেন না, সুখের জীবন যাপন করতে পারবেন না, পাড়া প্রতিবেশীর সামনে মাথা উঁচু করে চলতে পারবেন না, সেই ভয় থেকে। এই ভয়টা যাতে কম হয় সেই জন্যই, অন্যদের সাকসেস স্টোরি শোনানোটা ইম্পরট্যান্ট। খুব বেশি চিল্লাচিল্লি করলেও, তর্ক করতে যাবেন না। চুপচাপ শুনেন আর দুই-চারদিন গ্যাপ দিয়ে আবার চুপে চাপে সাধনা চালাতে থাকেন।

.

এইভাবে মাসের পর মাস সাধনার স্ফুরণ ছড়াতে পারলে, এচিভমেন্ট গুলো সামনে নিয়ে আসতে পারলে, মোটামুটি ইনকাম করতে পারবেন সেটা বুঝাতে পারলে, একদিন ঠিকই আপনার ফ্যামিলি আপনার পাশে, আপনার স্বপ্নের পাশে এসে দাঁড়াবে। জন্মদাতা পিতা-মাতা তাদেরকে ম্যানেজ করতে না পারলে, বাইরের কঠিন দুনিয়ার অপরিচিত মানুষদের ম্যানেজ করে সামনে এগিয়ে যেতে পারবেন সেই আশা করে লাভ নাই। স্বপ্ন দেখেও লাভ নাই।

[**June 25, 2015**](https://web.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152812266976891)

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152812266976891>)

আবেগের মায়াজালে ফেলে কিংবা পরিস্থিতি তৈরী করে কারো কারো অকল্পনীয় ক্ষতি করে ফেলে কেউ কেউ। দুঃর্বিসহ সেই মুহূর্ত, ঘন্টা বা দিনগুলি পার করার চাইতে বহু গুন কষ্ট হয় সেইসব স্মৃতি বয়ে বেড়াতে। না পারে কাউকে বলতে, না পারে কারো কাছ থেকে একটু সহযোগিতা নিয়ে জীবনটাকে সামনে এগিয়ে নিতে। সিচুয়েশনটা কারো কাছে এক্সপ্লেইন করতে গেলে বা হেল্প চাইলে আরো বিপদ। এমনভাবে ট্রিট করে জেনো ভিক্টিমেরই সব দোষ। একদিন দুইদিন, এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ পরে অনেকেই ভুলে গেলেও যার সাথে অন্যায় হয়েছে সে ভুলতে পারে না। ভিতর থেকে কুঁকড়ে কুঁকড়ে কামড়াতে থাকে স্মৃতিগুলো। ধীরে ধীরে দুরের বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ কমে যায় আর কাছের বন্ধুগুলো আরো দুরে সরে যেতে থাকে। মনের মধ্যে বাসা বানাতে শুরু করে লোনলিনেস, হারিয়ে যেতে থাকে কনফিডেন্স। সময়ের সাথে সাথে হতাশার পরিমাণ চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়ে। কিছুদিন গেলে মনে নয়, বেচে আছি কিসের তরে?

.

কারণ যেটাই হোক না কেনো, নিজের ভিতরে ফ্রাস্ট্রেশনের বীজ বুনতে দেয়া যাবে না। এই ফ্রাস্ট্রেশনের তীব্রতা যত বেশি হবে, লাইফের ফোকাস ঠিক রাখা তত কঠিন হবে। ফ্রাস্ট্রেশন থেকে নিজেকে দুরে রাখতে গেলে, যেকারণে ফ্রাস্ট্রেশন হচ্ছে সেটা ভুলে থাকতে হবে। কিন্তু সেই জিনিস ভুলা অত্ত সহজ না। বরং যত বেশি ভুলতে চাইবেন তত বেশি মনের দরজায় এসে কড়া নাড়বে আর ফ্রাস্ট্রেশন বাড়িয়ে দিবে। তাই ভুলার চেষ্টা না করে, অন্য কিছুর সাথে নিজেকে ইনভলভ করতে পারলে, ব্যস্ত হয়ে গেলে, কাজ করতে করতে ফুসরত না পাইলে। দুঃসহ স্মৃতিটা মনের দরজায় কড়া নাড়ানোর চান্স পাবে না।

.

আমার বউ বলে দিয়েছে:: ফ্রাস্ট্রটেড হইলে- ভালো ড্রেস আপ করে বা ফিটফাট হয়ে বের হইতে হবে। ছেলেরা সেইভ বা চুল কেটে করে আর মেয়েরা সাজুগুজু করলে নিজের ভিতরেই একটা ফ্রেশনেস চলে আসে

[**June 21, 2015**](https://web.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152803580181891)

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152803580181891>)

ম্যাচের পর ম্যাচ ব্যর্থতার সমুদ্রে হাবুডুবু খেয়ে বছরের পর বছর তিরস্কার আর উপহাসের পাত্র হয়ে বাংলাদেশ টিম জিতার আশা ছেড়ে দিলে- আজকে কেনিয়া বা জিম্বাবুয়ের মত আনকোরা লেভেলে পড়ে থাকতো। ওদের মত ধুকে ধুকে নিশ্বাস নিতো। কিন্তু বাংলাদেশ টিম সেটা করেনি। ৫৮ রানে অল-আউট হইলেও, ২৩৩ রানে হারলেও পরের দিন সাহস করে আবারও খেলতে নেমেছে। উপহাস, অবহেলা আর তিরস্কারের পাহাড়কে চুপ করে মেনে নিয়ে নিজেদের ভিতরে আগ্নেয়গিরির অগ্নিশিখাটারে তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর করে তুলেছে। উপেক্ষার পাহাড় থেকে চাপা ক্রোধের বারুদ জমাট করে ঘন্টার পর ঘন্টা রৌদ্রে পুড়ে প্রাকটিস করেছে, পরিশ্রম করেছে, সাধনা চালিয়েছে। সেই সাধনার ফল আজকে পাচ্ছে।

.

অথচ জীবনে দুই-একবার ব্যর্থ হইলে, উপহাসের পাত্র হইলে, মুখের খাবার অন্য কেউ কেড়ে নিলে- আমরা হতাশ হয়ে যাই, লজ্জায় মুখ লুকিয়ে ফেলি, চ্যালেঞ্জিং অপশনটা বাদ দিয়ে, সহজ রাস্তা খুঁজি। ব্যবসা ছেড়ে চাকরি ধরি। কঠিন সাবজেক্টটা বাদ দিয়ে সহজে পাশ করার সিস্টেম করি। টাফ জব টাতে জয়েন না করে, কম বেতনের আরামের চাকরিটা নিয়ে থাকি। সেজন্যই আমাদের জীবনের অর্জন হয় সীমিত। গর্ব করার বাক্স থাকে খালি। সেই গর্বের বাক্সটিকে ভরাট করতে হলে, আমাদেরকেও নিশ্চিত ব্যর্থতার সমুদ্রে ঝাপ দিতে হবে। নিজের ভিতরে চাপা ক্রোধের আগ্নেয়গিরির তপ্ত লাভা সঞ্চয় করে ঘন্টার পর ঘন্টা দিনের পর দিন সাধনা চালিয়ে যেতে হবে। তবেই সেই ব্যর্থতার সমুদ্রে নতুন চর জাগবে আর পতপত করে উড়বে বিজয়ের পতাকা।

[June 1, 2015](https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152756476106891)

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152756476106891>)

লাইফের একটা স্টেজের পারফরমেন্স বা রেজাল্ট তোমার সারা জীবনের সবকিছু ডিসাইড করতে পারে না। করবেও না। এসএসসি তুমি যত ভালই করো না কেন বা যত খারাপ করো নাই কেন। ৫০ বছর বয়সে গিয়ে এসএসসি এর ইমপ্যাক্ট এর চাইতে বেশি দেখবা, এসএসসি এর রেজাল্টের উপর ভর করে তুমি সামনের দিনগুলাতে কত পরিশ্রম করছ। দিনগুলাকে কত ভালোভাবে কাজে লাগাইছ।

.

ধর, তোমার রেজাল্ট খুব খারাপ হইছে, ঢাকার নাম করা কোন কলেজে চান্স হবে না। তোমার জীবনের সব সম্ভাবনা কি শেষ? না শেষ না । দেখো, নটরডেম বা ভালো কলেজে পড়া ভালো। কিন্তু ভালো কলেজে পড়লেই যে তোমার সব ভালো হয়ে যাবে তা কিন্তু না। নটরডেম, ভিকারুন্নেসা বা রাজউকের অনেক স্টুডেন্ট বুয়েট বা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বা মেডিকেলে চান্স পাবে না। আবার জেলা শহরের কলেজ থেকে কেউ কেউ ভালোভাবে চান্স পেয়ে যাবে । ভালো কলেজে পড়তে পারলে সেটা অবশ্যই ভালো। তবে, ভালো কলেজে চান্স পাইলেই যে জীবনের সব কিছু হয়ে যাবে, তা কিন্তু না। ভালো কলেজে চান্স পাইলেও ভালো করে পড়তে হবে। মোটামুটি কলেজে চান্স পাইলেও ভালো করে পড়তে হবে। আসল কথা হচ্ছে, যেখানেই চান্স পাও না কেন, ভালো করে পড়তে পারলে, ফিউচারে ভালো করতে পারবা।

.

ভালো করে পড়ার মানে এই নয় যে, দিন রাত ৩০ ঘণ্টা পড়াশুনা করবা। সেটার মানে হচ্ছে, যখন পড়তে হবে তখন খুব ভালো করে পড়তে হবে। খুব সিরিয়াসলি পড়তে হবে। তবে কলেজ জীবনের সবচেয়ে ইম্পরট্যান্ট বিষয় হচ্ছে, পড়াশুনার পাশাপাশি তুমি কি করতেছ- সাইন্স ক্লাব, ডিবেটিং ক্লাব, গণিত সংঘ, বই পড়া, জাগো বা অন্য কোন ভলান্টিয়ার অর্গানাইজেশন, এক্সটা কিছু করতেছ কিনা। আর তার চাইতে ইম্পরট্যান্ট হচ্ছে বন্ধু নির্বাচন। গাঁজাখোর কোন ফ্রেন্ড বানালে, তুমি গাঁজাখোর হবে। বোরিং কোন ফ্রেন্ড বানালে- আঁতেল হবে। আর মাস্তিময় ফ্রেন্ড বানালে- এনজয় করবে কিন্তু এইচএসসি এর রেজাল্ট খারাপ হবে।

.

ক্লাসের সবচেয়ে স্মার্ট ছেলেটার সাথে তুমি পারবা না। সে ক্লাবও ও করবে আবার ক্লাসে সেকেন্ড, থার্ড হবে। তুমি কোনটাতেই বস লেভেলের না হইলেও, সব কিছু ভালো করে করতে হবে। কখনো ক্লাবের কাজ একটু বেশি, পড়া একটু কম। আবার ক্লাস-টেস্ট, ফাইনাল এক্সাম আসলে সব ছেড়ে ছুড়ে খালি পড়াশুনা। জীবনটা শুধু মাস্তি বা শুধু পড়ালেখার জন্য না। কোন একটা সাইডে খুব বেশি জোর দিলে, জীবন অর্থবহ হয়ে উঠবে না। দুইটার মধ্যে ব্যালেন্স রেখে এইচএসসি ভালো রেজাল্ট করে ভালো জায়গায় চান্স পাইতে হবে। তার চাইতেও ইম্পর্টান্ট, জীবন অর্থবহ করে তোলার দিকে আগাতে হবে।

তোমাদের জীবন অর্থবহ হয়ে উঠুক সেই প্রত্যাশা রাখলাম ।

May 29, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152752963881891>)

ছোট খালুর ফোনটা ধরতে ইচ্ছা করতেছিলো না। তাও কেনো জানি ধরলাম।   
খালু বেশ উত্তেজিত উত্তেজিত ভাব। তুই কই আছিস, এক্ষুনি বাসায় আয়।   
ঠিক আছে খালু, আমি এই মাত্র যে কলাটা খাওয়া শুরু করছি, এইটার গোঁড়া পর্যন্ত গিয়েই, সিএনজিতে উঠতেছি।   
খালু রেগে মেগে, -"আমার সাথে ইয়ার্কি মারবি না। আমি কি তোর দোস্ত?"  
জ্বি আর মারবো না।   
সিগারেটকে কলা বলবি না।

.

রিটায়ার্ড করার পর থেকে খালু সিলি সিলি জিনিস নিয়ে বেশি এক্সাইটেড হয়ে যায়।   
অকারণেই এক্সাইটেড হয়ে যায়।   
ধীরে সুস্থে কলা খেয়ে, চা খেয়ে দেখি আবারও খালুর ফোন।   
আমি জানি এই ফোন ধরা যাবে না। ধরলেই, এখন যেতে হবে খালুর বাসায়।   
এরপর আসবে, খালার বাসার টিএনটি থেকে ফোন।   
তারপরে খালার মোবাইল থেকেও গুনে গুনে তিনটা কল।   
ভুল করে একটা কল ধরলেই রক্ষা নাই।

.

চা খাওয়া শেষে, কলার ধোয়া ফুকতে ফুকতে হাটতে লাগলাম।   
কোন স্পেসিফিক গন্তব্য নাই। তাও হাটতে থাকলাম।   
হাটতে হাটতে কখন যে বাসানটেক চলে আসছি, টেরই পাইনি।   
আর মিনিট বিশেক হাঁটলে খালার বাসা।   
এই ছোট খালা, খালু কোলে পিঠে করে, মাথা গোজার ঠাই দিয়েছে।   
আমাকে না খাইয়ে ওরা কোনদিন খেতো না।   
আজ, ওদের বাসাতেই যেতেই ইচ্ছে করতেছে না।  
খালি আজকে না, লাস্ট তিন বছর থেকে ওদের বাসায় যেতে ইচ্ছে করতেছে না।

.

খালার বাসার সামনে দাড়ালাম। সেই পুরাতন লোহার গেট।   
দারোয়ান নাই। তবুও ভিতরে ঢুকলাম।   
গিয়ে দেখি বাসায় এলাহি কাণ্ড।   
এলাকার সব মানুষজন, সব পুরাণ আত্নীয় স্বজনে বাসায় গিজ গিজ করতেছে।   
শরবত আর মিষ্টি দিচ্ছে।   
কোন বিষয়ে খালু যত বেশি একচাইটেড থাকে, খালা তত বেশি বেজার থাকে।   
খালার বেডরুমে গিয়ে দেখি, খালা আর খালতো ভাই রাশেদ, দুই জনের বেজায় মন খারাপ।   
রাশেদের চোখ দিয়েতো টপাটপ পানি পড়ছে।   
আমাকে দেখেই খালা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বললেন, বের হও, আমার চোখের সামনে থেকে বের হ।   
আমি চুপচাপ বের হয়ে ড্রয়িং রুমে সবচেয়ে বেশি ময়লাযুক্ত ছেড়া ফোমের চেয়ারটায় বসলাম।

.

দেড় মিনিটের মধ্যে খালু আর কাজের ছেলে মিষ্টি আর শরবত নিয়ে রেডি।   
আমি বললাম, কাহিনী কি খালু?  
শুন, এই জামানায় এসএসসিতে টু পয়েন্ট সামথিং পাওয়া চারটে খানে কথা না। তোর খালাতো ভাই রাশেদ সেই অসম্ভবকে সম্ভব করছে। এই পিছিয়ে পড়াকে পুঁজি করে, নিজের ভিতরে চাপা ক্রোধ তৈরি করে একদিন সে তোকেও ছাড়িয়ে যাবে।   
মনটা খারাপ হয়ে গেলো।   
উঠে দাঁড়ালাম। মিষ্টি শরবত না খেয়েই উঠে দাঁড়ালাম।   
নিজের অনিচ্ছাতেই খালার বাসা থেকে বেরিয়ে পড়লাম।   
রাশেদটাকে একটু সান্ত্বনা দিতে পারলে ভালো হতো।   
কিন্তু ইচ্ছে করতেছে না।   
আমি যখন এসএসসিতে টেনেটুনে সেকেন্ড ডিভিশন পাইছিলাম।   
আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার কেউ ছিলো না।   
পরে এইচএসসিতেও ভালো করতে পারিনি, ভালো ভার্সিটিতে চান্স পাইনি।   
বাবা মা ছিলো না, টাকাও ছিলো না।   
হতাশায় ডুবতে বসছিলাম।   
এই পাগলা খালুটার কারনেই লাইনে ফিরে এসেছিলাম।   
অনেক অনেক স্ট্রাগল করে মার্কেটিং এর জব করতে করতে নামকরা এক মাল্টিন্যাশনালের ম্যানেজারও ছিলাম।   
এখন সেই ম্যানেজারের চাকরি ছেড়ে একটা এনজিও গড়ে তোলার পাগলামি, একমাত্র এই খালু ই সাপোর্ট করতেছে।   
আজকে রাশেদকেও সাপোর্ট করছে।   
ব্যর্থতায় এমন সাপোর্ট পাইলে, সত্যি সত্যিই রাশেদ একদিন সবাইকে ছাড়িয়ে যাবে।

May 25, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152733026101891>)

মাসে মাসে যত টাকাই কামাই করেন না কেনো, ২০ দিন না যেতেই দেখবেন হাত খালি। ইনকামের চাইতে খরচের খাত বেশি। চারদিকে সবাই টাকা নেয়ার জন্য হা করে বসে আছে। এইভাবে ধুকে ধুকে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর নাকানি চুবানি খেতে খেতে, কষ্ট করে, জীবন চালিয়ে নেয়া যায়। তবে, সুখ কি পাওয়া যায়? সফল কি হওয়া যায়?

.

না যায় না। স্রোতের সাথে তাল মিলিয়ে একটা জীবন পার করে দিতে পারলেও, সফল হতে পারবেন না। কেউ কেউ আবার হালকা স্মার্টগিরি দেখাইয়া, দিনরাত এনালাইসিস কইরা, ফিক্সড ডিপোজিট, প্রাইজ বন্ড, শেয়ার কিনে। অন্যের ব্যবসায় টাকা ইনভেস্ট করলেও নিজে কিন্তু ব্যবসায় নামে না। এইসব করে লাভের লাভ কিচ্ছু হয় না। মাস শেষে ঠিকই হাত খালি।

.

স্রোতের সাথে তাল মিলিয়ে, যতই ক্যারি-ক্যাচাল করেন না কেনো, বেশি দূর আগাইতে পারবেন না। সেটা আপনি যা ই হতে চান না কেনো। বিশাল বাড়ি, অনেক গাড়ি, বিখ্যাত গায়ক, ইস্টাবলিশ ব্যবসায়ী, যেই লাইনেই সফল হইতে চান না কেনো, আপনাকে স্রোতের বিপরীতে হাটতে হবে। যেই কাজ কেউ করতে চায় না, সেই কাজ করতে হবে। যেই লেভেলে পরিশ্রম করার কল্পনাও কেউ করতে চায় না, সেই লেভেলে পরিশ্রম করতে হবে। দিন রাত গুঁতায় গাতায় এমন সব সুযোগ বের করতে হবে, যেটার কথা শুনে সবাই বলবে- ওয়াও, এইভাবে তো চিন্তা করিনি। সেই সুযোগ কিন্তু কেউ আপনাকে বলে দিবে না। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত সাধনা করে করে সেই সুযোগ খুঁজে বের করতে হবে। এমনসব রিস্ক নিতে হবে, যেসব রিস্ক অন্যরা নিতে চায়না। সাহস করে শুরু করে দিতে হবে। স্বাভাবিক ফ্লো টাকে ইস্তফা দিয়ে, নেমে পড়তে হবে। নিয়ম ভেঙ্গে নতুন নিয়ম গড়তে হবে। ভিতুদের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে, স্রোতের বিপরীতে, প্রচলিত ধারণা-বিশ্বাস ভাঙ্গার সাহস নিয়ে নেমে পড়তে পারলেই, আপনি সফল হতে পারবেন।

May 23, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152730996676891>)

মূর্খ গোয়ালার শিক্ষিত ছেলে অনেক চিন্তা ভাবনা করে একটা বুদ্ধি বের করে তার বাবাকে জিগ্যেস করলো-

.

প্রতিদিন কয় লিটার দুধ পাও?   
> মোটামুটি, ৩ লিটার।   
তাইলে এক মাসে কয় লিটার হয়?  
> মাসে ৩০ দিন হইলে, ৯০ লিটার।   
শুনো, প্রতিদিন কষ্ট করে ৩ লিটার করে দুধ দুইয়ে, সেটা বাজারে বিক্রি করার চাইতে ভালো একটা প্ল্যান আছে। একদিন কষ্ট করলেই তুমি ৯০ লিটার দুধ পেতে পারো।   
> ক্যামনে?  
খুবই সিম্পল। প্রতিদিন, গাইয়ে ৩ লিটার করে দুধ দিবে। তুমি সেটা দুইবা না। এইভাবে প্রতিদিন ৩ লিটার করে জমা হতে থাকবে। সেটা ৩০ দিনে জমা হয়ে ৯০ লিটার হয়ে যাবে। ব্যস, মাসের শেষদিন গিয়ে এক সাথে সব দুধ দুইয়ে ফেলবা। বাই দ্যা ওয়ে, ৯০ লিটার দুধ ধরবে এমন কোন বালতি আছে?  
> না।   
তাইলে আজকেই একটা কিনে ফেলবা।

.

হাজার টাকা খরচ করে, ৯০ লিটার দুধ ধরবে এমন বিশাল একটা বালতি নিয়ে, মাসের শেষ দিন দুধ দুইতে গিয়ে গোয়ালা ৯০ লিটার দুধ তো দূরের কথা ৩ লিটারও ঠিক মত পায় নাই। রেগে মেগে, ছেলেরে বাইন্ধা দিছে ধুমাইয়া একটা মাইর। মাইর খেয়ে, বাড়ি থেকে পালিয়ে, শিক্ষিত-বুদ্ধিমান ছেলে একটা ব্যাংকে ট্রেনি অফিসার হিসেবে জয়েন করলো।

.

সো, বুঝে না বুঝে আজাইরা প্ল্যান বানাবেন না। ইনফ্যাক্ট প্ল্যান ই বানাবেন না। কারণ, আমরা দুই দিন প্ল্যান বানাইয়া ছয় মাস ঘুমায় থাকি। ছয় মাস পরে এক-দুই ঘন্টা সময় দিলে, ড্রিম আসমান থেকে পয়দা হবে না। বরং ড্রিমের জন্য প্রতিদিন সময় দিতে হবে। আসল কথা হচ্ছে, প্ল্যান বানানোর পিছনে অযথা টাইম নষ্ট করবেন না। দুনিয়ার কেউই কোনদিন প্ল্যান মত সবকিছু করে উঠতে পারে নাই। আপনিও পারবেন না। সো, আজকে থেকে প্ল্যান করা বন্ধ। তারচাইতে বরং একটা সিম্পল চেক-লিস্ট বানান। একটা আউটলাইন বানান। এইটার পর এইটা করতে চাই। এবং তৎক্ষণাৎ কাজে নেমে পড়েন।   
.

আরেকটা কথা। স্বপ্নের পিছনে লেগে থাকতে হবে। দুই-চারবার ব্যর্থ হইলে, মাইর খাইলে, নেক্সট টাইম কোন জিনিসটা ডিফারেন্টভাবে ট্রাই করবেন, সেটা বের করতে হবে। হাল ছেড়ে ব্যাংকে জয়েন করলে কোনদিনও সফল হতে পারবেন না।

May 12, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152707347296891>)

আপনি কাউরে যতই ইউনিক ভাবে প্রেম নিবেদন করার চেষ্টা করেন না কেনো, ১০০% ইউনিক উপায় কোনদিনই খুঁজে পাবেন না। হাজার হাজার বছর ধরে কোটি কোটি মানুষ বিভিন্নভাবে প্রেম নিবেদন করে ফেলছে, ধুমায়া প্রেম পিরীতিও করে গেছে। জাস্ট কোন একটা সিস্টেমে শুরু করে দিলেই হলো। প্রচিলত কোন সিস্টেমে, কোন বন্ধুর কাছ থেকে শুনে বা কোন সিনেমা থেকে কপি মাইরা দিলেন। রিলেশনশীপ শুরু হয়ে গেলে, আস্তে আস্তে দুইজনের ইন্টারাকশনের কারণে, মোটামুটি ডিফারেন্ট একটা রিলেশন তৈরী হতে পারে। কারণ আপনাদের দুই জনের কম্বিনেশনটাউইনিক। তবে, শুরু থেকেই উইনিক রিলেশন করার চেষ্টা করলে, ইউনিক করার প্রেসারে, প্রপোজ করাই হয়ে উঠবে না। রিলেশনতো দূরেই থাক।

.

বিজনেস, প্রোগ্রামিং, গায়ক বা ইউনিক কিছু করার আশায়, আমরা ভাবতে ভাবতেই আমাদের ড্রিমের অবস্থা লে হালুয়া করে ফেলি। কয়দিন ভাবি আর কয়দিন রেস্ট নিতে নিতে টাইম, চান্স সবই নাই হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে, ব্যাঙ্কের ট্রেনি কিংবা মার্কেটিং অফিসার হিসেবে যোগ দিয়ে ফেলি। দুনিয়ার সব কিছু ইউনিক হওয়া লাগবে না। নতুন একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি দেয়ার জন্য আপনাকে সম্পুর্ন বা মোটামুটি ইউনিক কিছু করা লাগবে না। কাস্টমার ধরার ক্ষেত্রেও ইউনিক কিছু করা লাগবে না। অন্যদের মতো শুরু করে দিলেই হলো। করতে করতে অনেক অনেক বছর পরে, আপনি আর আপনার ফ্যাক্টরির কম্বিনেশনটা ইউনিক কিছু হয়ে যাবে। কি ইউনিক হবে, সেটা আগে ভেবে রাখলেও শেষ পর্যন্ত সেই ইউনিক জিনিস না পেয়ে হয়তো অন্য কিছু ইউনিক হয়ে যাবে।

.

দরকার হইলে ডাইরেক্ট কপি মেরে শুরু করে দ্যান। সে ওই ভাবে গান করে, আপনিও একই স্টাইলে শুরু করেন। করতে করতে, একদিন আইয়ুব বাচ্চু, জেমস কিংবা অর্থহীনের মতো ইউনিক একটা স্টাইল পেয়ে যাবেন। সেটা কিন্তু গান শুরু করার আগে বুঝা যাবে না। শুরু করার পরেরদিনও বুঝা যাবে না। তবে শুরু করে দিয়ে চালাতে থাকলে ইউনিকনেস একদিন ঠিকই চলে আসবে। সো, জাস্ট ডু ইট।

May 12, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152706074036891>)

আপনি কি ডিজার্ভ করেন, কি কোয়ালিফিকেশন আছে বা আপনার কি পাওয়া উচিত সেটা সব সময় মেটার করবে না। চান্স পাইলেই আপনার মুখের খাবার কেড়ে নিয়ে প্রমোশন পাবে আরেকজন কিন্তু তার ভুলগুলির জন্য ঝাড়ি খাবেন আপনি। আবার পুরা সেমিস্টার রাত জেগে রিপোর্ট লিখবেন আপনি আর প্রজেক্ট সাবমিশনের আগে, তড়িগড়ি করে সবকিছু শুনে স্যারের কাছে গলা বাড়িয়ে ডেমো দেবে চাল্লু সাফিন।

.

এদের কাছে একবার ধরা খাইলেও দুইবার ধরা খাওয়া যাবে না। চুপচাপ হজম না করে, চিকন চাকন স্ট্রাটেজি বের করতে হবে। দুই একবার ওর সামনেই বস কে বলে দিবেন, আমি এইটা করতেছি, ও ঐটা দেখতেছে। কাজ শেষ হবার আগেই, লিফটে, গল্পের ছলে আপনার বস/ ক্লাস টিচারকে হালকায়ে একটু হিন্টস দিয়ে দিলেন। লাস্ট ডে হিরোদের, কিছু ইনফরমেশন দিলেও দুই একটা ক্রিটিকাল ইনফরমেশন দিবেন না। ডেমো দেয়ার টাইমে কারেকশন করে দিলে, চাল্লু মিয়া ধরা খেয়ে যাবে। রাগ করবে, আপনার উপর হালকা মন খারাপ করবে, দুই দিন কথা বলবে না তবে লাইনে চলে আসবে।

.

অনেক সময় এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরও কাজ করে। যেমন, ম্যাথ, ইংলিশ বা সাইন্সে তেমন ভালো না হইলেও, হেডমাস্টারের ছেলে সব সময়ই ফার্স্ট বয়। অন্য কেউ অনেক ভালো ভাব-সম্প্রসারণ লিখলেও নম্বর পায় না। ইচ্ছে করে নম্বর কম দেয়ায়, অন্যায়ভাবে সেকেন্ড পজিশনে নামিয়ে দেয়ায় মন খারাপের তকমা লাগিয়ে হাত পা ছেড়ে দিয়ে চুপ বসে থাকলে, সেকেন্ড বয় একদিন সেকেন্ড থেকে থার্ড, তারপরে ফোর্থ ফিফথ হয়ে লাস্ট বয় হয়ে যাবে। বাধার দেয়াল যত শক্ত হবে, চেষ্টার দৌড় তত বেশি হবে। সাধনা চালাতে চালাতে হয়তো ক্লাস সিক্সে পারবেন না, সেভেন এইটে হবে না, নাইন টেইনেও দিবে না কিন্তু সত্যিকারের কোয়ালিটি থাকলে এসএসসি পরীক্ষায়, কলেজে, ভার্সিটিতে দমায়ে রাখতে পারবে না। ভিতরে আগুন থাকলে, কয়দিন আটকে রাখবে?

May 6, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152696470391891>)

আপনি যেমন, চার পাঁচ দিন নষ্ট করে প্ল্যান বানানোর পরেও, সেই প্ল্যান অনুযায়ী একদিনের বেশি কাজ করতে পারেন না। আপনার আব্বু-আম্মু, স্কুলের টিচার, অফিসের বস, সমাজের হর্তাকর্তারাও তাদের জীবনে যত প্ল্যান বানাইছে তার কোনটাই ঠিক মতো করতে পারে নাই। তারপরেও ওরা, বাসায়, স্কুলে, অফিসে শত শত রুলস, নিয়ম-কানুন, গাইডলাইন বানায় রাখে। কেন বানায় রাখে জানেন? যাতে তারা কন্ট্রোল করতে পারে, ওদের কথামতো চালাতে পারে। অন্যদের উপর পোদ্ধারি করতে পারে।

.

ওনাদের কথা না শুনলে মন কালাকালি, চিল্লাচিল্লি, ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল করবে। চান্স পাইলে চোখ রাঙাবে, সমাজে থেকে বহিষ্কার করবে, নেলসন মেন্ডেলার মত জেলে ভরে রাখবে। আর উনাদের সব উপদেশ মেনে, সব কথা শুনতে গেলে, বড় জোর টিকটিকি টাইপের কিছু হয়ে বেচে থাকতে পারবেন। কোনদিনও এক্সট্রা অর্ডিনারি কেউ হতে পারবেন না। এই এক্সট্রা অর্ডিনারি হওয়া, সমাজের চোখে ক্রেজি হওয়া মুখের কথা না। হইতে সবাই চায় কিন্তু শেষপর্যন্ত ব্যাঙ্কের ট্রেইনি হিসেবে জয়েন করে। আপাতত টিচার হিসেবে জয়েন করি, পরে আস্তে আস্তে বিজনেস শুরু করবো। এই পরে, চিরকালই ভবিষ্যৎ কাল হিসেবে থেকে যায়। বর্তমানের সাক্ষাত কোনদিনও তার ভাগ্যে জুটে না।

.

সমাজের চোখে বিগড়ে যাওয়া, ক্রেজি টাইপের কেউ হওয়া, সাধারণ রুলসের বাইরে, আউট অফ দ্যা বক্স কিছু করতে চাইলে বুকের পাটা লাগে। পদে পদে বাধা, টিটকারি, নিঃস্ব হবার ভয়গুলোকে জয় করেই শুরু করতে হয়, চালিয়ে যেতে হয়। এই শুরুর প্রত্যেক স্টেপে দশ-বারো বার করে ব্যর্থতা লিখা থাকে। কঠিন শক্ত ব্যর্থতা, সব চুরমার করে দেয়ার মতো ব্যর্থতা, মনোবল ভেঙ্গেচুরে গুড়ো গুড়ো করে দেয়ার মতো ব্যর্থতা। সেই ব্যর্থতার চোখ রাঙানির চাইতে আপনার চোখ রাঙানি বেশি লাল হইতে পারলেই আপনি টমাস আলভা এডিসন হতে পারবেন। নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে পারবেন। নিজের ড্রিম বাস্তবায়নের তীব্র ইচ্ছাই পারে আছাড় খেয়ে হাড্ডিগুড্ডি ছান-খান করার পরেও আবারো উঠে দাঁড়ানোর শক্তি দিতে, আবারো হাটতে শুরু করতে।

.

নিজের উপর বিশ্বাস, নিজের ইচ্ছা আর ড্রিমের উপর বিশ্বাস, অনেক অনেক ক্ষত তৈরী হওয়ার পরেও প্রচলিত রুলসের এগিনিস্টে দাঁড়ানোর শক্তি আর সাহস দিবে।

May 3, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152690630721891>)

ধরেন, আপনার সব ফ্রেন্ডরা স্যুট টাই পড়ে বিয়ের দাওয়াতে খেতে আসছে, আর আপনি আসছেন পুরান টি-শার্ট পড়ে। আপনার এই কন্ডিশনে আপনি এক্সট্রা ভাব নিয়ে বলতে পারেন, "গরমের মধ্যে স্যুট টাই পড়লে খুব আন ইজি লাগে"। অথবা আলাপ করার মাঝে, ভিতরে ভিতরে বুঝার চেষ্টা করতে পারেন, ওরা কি করে, স্যুট টাই ম্যানেজ করছে। আপনি কি করলে ওদের লেভেলে যেতে পারবেন। সেটা কয়েকভাবে ট্রাই করতে করতে, অন্য আরেক বিয়েতে হয়তো কারো কাছে আরেকটু হেল্প চেয়ে বসতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, আমরা এই দুইটার কোনটাই না করে, নিজের মধ্যে হীনমন্যতা ঢুকিয়ে দেই। চুপেচাপে খেয়ে বেরিয়ে আসি, যাতে কেউ দেখে ফেললে, লজ্জায় পড়তে না হয়।

.

এই হীনমন্যতা শুধু আর্থিক -সামাজিক প্রেক্ষাপটে নয়, জীবনের সব সিচুয়েশনেই আমরা ফিল করি। এই যেমন ধরেন, অন্যরা কিছু একটা করতে করতে অনেক দূর আগায় গেছে। সেটা কিভাবে করতে হয়, আপনি কিছুই জানেন না। আপনার মনে হয়, অন্যরা আপনার কন্ডিশন দেখলে, হাসাহাসি করবে। এই হীনমন্যতার কারণে মনের ভিতরে ভয় ঢুকে যায়। ওরা যেই লেভেলে কথা বলে, যেই লেভেলে উঠা-বসা করে, সেটার ধারে কাছেও আপনি নাই। সেই কারণে, আপনি কিছু না করে বসে বসে আঙ্গুল চুষতে থাকেন আর দিনকে দিন ওদের পিছন থেকে আরো পিছনে পড়ে যান। কিছুদিন পরে হারিয়ে যান। ওদের সাথে দেখা সাক্ষাত বন্ধ করে দেন।

.

এই হীনমন্যতার ভয়, লজ্জা পাওয়ার ভয় কাটানোর একটাই উপায় হচ্ছে, শুরু করে দেয়া। আপনি কি পারেন না পারেন, সেটা নিয়ে দুই একজন হাসাহাসি করতে পারে, কিন্তু সবার খেয়ে দেয়ে এত সময় নাই যে, আপনারে নিয়ে দিন রাত গবেষণা করবে। আপনি ফকির না বাদশা, কালো না ফর্সা, সেটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। বরং যে অবস্থাতেই আছেন, সেখান থেকে শুরু করে দিয়ে, লাস্ট থেকে ফার্স্ট হইতে পারলে, তখন আপনি কাল্লু, বাট্টু, পেটলু, টাকলু, ভোটকু যাই হোন না কেনো, সবাই আগ বাড়িয়ে হেন্ডশেক করতে আসবে। আর আপনি তর তর করে এগিয়ে যাবেন।

May 1, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152688990906891>)

কোন জায়গায় ফ্লাইওভার বানাইতে চাইলে, সেখানকার রাস্তার অর্ধেক জায়গা ফ্লাইওভার বানানোর জন্য ছেড়ে দিতে হয়। তখন ঐসব রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম চারগুণ বেড়ে যায়। বিশ মিনিটের রাস্তায় তিন ঘন্টা বাসে বসে বসে গরমে সিদ্ধ হতে হয়। এইভাবে তিন-চার বছর কষ্ট হজম করার পরে, ফ্লাইওভার দিয়ে শো শো করে উড়ে যাবার সুযোগ আসে। একটু বাড়তি গঞ্জনা সহ্য করতে না চাইলে, একটু জায়গা- একটু সময় ছেড়ে না দিলে, ফ্লাইওভার কোন দিনও তৈরী হবে না। আর সেটা দিয়ে শো শো করে উড়ে যাবার চান্সও আসবে না।

.

আপনার এখন যত টাফ টাইম যাক না কেনো, যত ব্যস্ত থাকেন না কেনো, সেখান থেকে কিছু সময় বের করে নিতে হবে। আড্ডা, আরাম আর চারপাশের মজাগুলোকে কিছুদিনের জন্য আলমারিতে উঠিয়ে রেখে, কষ্ট আর পরিশ্রমের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে। হয়তো মাসিক বাজারের খরচটা কমিয়ে আনলেন, ডাল-ডিমের পরিবর্তে শুধু ডাল দিয়ে ভাত খেলেন, বন্ধুর বার্থডে পার্টিতে যাওয়ার মেসেজ দেখেও দেখার পরেও mark as unread করে রাখলেন। পাওনাদারকে আরো কিছু দিন ঘুরালেন। বাড়িওয়ালার ফোন না ধরে বেশি রাত করে মেসে ফিরলেন। আর দিনরাত যতটুকু সময় পেলেন, সেটুকুতেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের সাধনায় লেগে থাকলেন। এভাবে, কষ্টের গুড় যত বেশি ঢালবেন, সুখের শরবত তত বেশি মিষ্টি হবে। সেই লেভেলের ডেডিকেশন দিয়ে সাধনায় নেমে পড়তে না পারলে, সুখের পাখি কোনদিনও আপনার উপরে উড়ে এসে জুড়ে বসবে না। তখন, অন্য পাড়ার অনন্য সাহেবের সুখে লাইক দিয়ে দিয়ে বাকি জীবন কাটাতে হবে।

.

সাহসে না কুলাইলে, টাইম না পাইলে, স্বপ্ন দেখে আরো এক্সট্রা সময় নষ্ট করবেন না। বরং যা করতেছেন তা করতে করতে কবরে চলে যান।   
টাটা বাই বাই।   
আর জেনো দেখা না পাই।

May 1, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152688990906891>)

কোন জায়গায় ফ্লাইওভার বানাইতে চাইলে, সেখানকার রাস্তার অর্ধেক জায়গা ফ্লাইওভার বানানোর জন্য ছেড়ে দিতে হয়। তখন ঐসব রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম চারগুণ বেড়ে যায়। বিশ মিনিটের রাস্তায় তিন ঘন্টা বাসে বসে বসে গরমে সিদ্ধ হতে হয়। এইভাবে তিন-চার বছর কষ্ট হজম করার পরে, ফ্লাইওভার দিয়ে শো শো করে উড়ে যাবার সুযোগ আসে। একটু বাড়তি গঞ্জনা সহ্য করতে না চাইলে, একটু জায়গা- একটু সময় ছেড়ে না দিলে, ফ্লাইওভার কোন দিনও তৈরী হবে না। আর সেটা দিয়ে শো শো করে উড়ে যাবার চান্সও আসবে না।

.

আপনার এখন যত টাফ টাইম যাক না কেনো, যত ব্যস্ত থাকেন না কেনো, সেখান থেকে কিছু সময় বের করে নিতে হবে। আড্ডা, আরাম আর চারপাশের মজাগুলোকে কিছুদিনের জন্য আলমারিতে উঠিয়ে রেখে, কষ্ট আর পরিশ্রমের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে। হয়তো মাসিক বাজারের খরচটা কমিয়ে আনলেন, ডাল-ডিমের পরিবর্তে শুধু ডাল দিয়ে ভাত খেলেন, বন্ধুর বার্থডে পার্টিতে যাওয়ার মেসেজ দেখেও দেখার পরেও mark as unread করে রাখলেন। পাওনাদারকে আরো কিছু দিন ঘুরালেন। বাড়িওয়ালার ফোন না ধরে বেশি রাত করে মেসে ফিরলেন। আর দিনরাত যতটুকু সময় পেলেন, সেটুকুতেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের সাধনায় লেগে থাকলেন। এভাবে, কষ্টের গুড় যত বেশি ঢালবেন, সুখের শরবত তত বেশি মিষ্টি হবে। সেই লেভেলের ডেডিকেশন দিয়ে সাধনায় নেমে পড়তে না পারলে, সুখের পাখি কোনদিনও আপনার উপরে উড়ে এসে জুড়ে বসবে না। তখন, অন্য পাড়ার অনন্য সাহেবের সুখে লাইক দিয়ে দিয়ে বাকি জীবন কাটাতে হবে।

.

সাহসে না কুলাইলে, টাইম না পাইলে, স্বপ্ন দেখে আরো এক্সট্রা সময় নষ্ট করবেন না। বরং যা করতেছেন তা করতে করতে কবরে চলে যান।   
টাটা বাই বাই।   
আর জেনো দেখা না পাই।

April 25, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152676822396891>)

বাসায় আসলে খালি ঘুম পায়, আলসেমি লাগে। অনেক অনেক কিছু করার চিন্তা করলেও শেষ পর্যন্ত কিছুই করা হয়ে উঠে না। কারণ আমাদের বাসাগুলা ডিজাইন করা হয়েছে রিলাক্স করার জন্য।

.

আমাদের ড্রয়িং রুমগুলো আমাদের সখ আর স্বপ্নের গবেষণাগার হলে, আমাদের স্বপ্নগুলো এতো সহজে miss-courage হয়ে যেতো না। ধরেন আপনি ফ্যাশন ডিজাইনার বা বুটিক শপের মালিক। আপনার ড্রয়িং রুমে থাকবে বিশাল একটা টেবিলের যার মধ্যে, ডাইস আর রং দিয়ে বিভিন্ন ড্রেসের উপর নকশা করতে থাকবেন। ছুটির দিনে বা বিকেলে বাসায় কেউ আড্ডা দিতে আসলে, আড্ডাও চলবে, চা-কফি থাকবে, সাথে সাথে কাজও চলতে থাকবে। হয়তো কালারের লাইনার ভালো লাগবে, চুমকি দিবেন কি দিবেন না সেটার একটা ইনস্ট্যান্ট ফিডব্যাক নিয়ে নিলেন। নয়তো হিন্দি সিরিয়ালের নায়িকার ড্রেসটার ডিজাইন থেকে আইডিয়া নিয়ে নতুন একটা ডিজাইন করে ফেললেন, সিরিয়াল শেষ হবার আগেই।

.

আপনার স্বপ্নের, আপনার জীবনের বস, আপনাকেই হতে হবে। আপনাকেই স্বপ্ন অর্জনের কঠিন ডেডলাইন দিতে হবে। কড়া টিচারের মতো, ঠিক সময়ে কাজ শেষ না হলে, কানে ধরে বেঞ্চির উপর দাড় করিয়ে বা নীল ডাউন দিতে হবে। নিজেই নিজের তদারকি করে, ঘাম ঝড়িয়ে নিজের ভিতর থেকে সঠিক সময়ে কাজ বের করতে না পারলে, স্বপ্ন দেখে লাভ নাই। খালি খালি টাইম নষ্ট হবে।

April 24, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152674903666891>)

একবার না পারিলে দেখো শতবার - কথাটাতে বলে নাই, শত বার চেষ্টা করার পরে না হইলে কি করবো? ছেড়ে দিবো, নাকি আরো চেষ্টা চালিয়ে যাবো? তার চাইতেও বড় ঘাপলা হচ্ছে, ওরা বলে নাই, একশবারের চেষ্টা কি একই সিস্টেমে চালিয়ে যাবো?

.

ধরেন, আপনি তেলের সাথে পানি মিশানোর চেষ্টায় নামলেন। একবার চামচ দিয়ে ঘুঁটা দিলেন, লাভ হলো না। পরেরবারও ঘুঁটা দিলেন, তাতেও লাভ হলো না। এই একই সিস্টেমে দশ-বিশবার ট্রাই করে আপনি ভাবলেন - আরে বাহ্, আমিতো বিশবার ট্রাই করে ফেলছি। আসলে আপনি বিশবার ট্রাই করেন নাই। বরং একটা ট্রাই বিশবার করছেন। সেজন্যই ট্রাই এর সংখ্যা বেশি মনে হইলেও, লাভের লাভ কিছু হয় না।

.

তার চাইতে বরং প্রথমবার ট্রাই করার পরেও যখন কাজ হলো না। তখন দ্বিতীয়বার ট্রাই করার আগে একটু ভেবে দেখলেন, আগেরবার কেনো কাজ হলো না। এইবার ট্রাই করার সিস্টেমে কি পরিবর্তন করা যায়। হয়তো পানি একটু গরম করে নিলেন বা তেল ফ্রিজে রেখে ঠাণ্ডা করে দেখলেন। নতুবা একটু লবণ যোগ করে দেখলেন কি হয়। দুইদিন পরে অন্য আরেকটা বুদ্ধি বের করে, একটু ডিটারজেন্ট দিয়ে দেখলেন। সেটাতেও কাজ না হলে, একদিন না একদিন- একটু খাবারের রং আর একটু ডিটারজেন্ট দিয়ে, তেল আর পানি ঠিকই মিশিয়ে ফেলবেন। কারণ আপনি চেষ্টার প্রসেসটাকে এনজয় করেছেন। ডিফারেন্ট এঙ্গেল থেকে ডিফারেন্টভাবে ট্রাই করতে করতে আপনি ভুলেই গেছেন, কতবার ট্রাই করেতেছেন আর কতবার ব্যর্থ হয়েছেন। সেজন্য যারা চেষ্টার প্রসেসকে উপভোগ করে তারা পারসুয়েসিব (আত্মপ্রত্যয়ী) হয় এবং শেষ পর্যন্ত সফল হয়েই যায়।

তাই, চেষ্টার প্রসেসটাকে এনজয় করুন, সফলতা আপনাআপনি চলে আসবে।

April 23, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152671748591891>)

বিবাহিতদের দুইটা সমস্যা - "ঘুম না আসলেও ঘুমাইতে যায় আর ঘুমে চোখ বুঝে আসলেও ঘুমায় না" আর অবিবাহিতদের হাজারো সমস্যা - গার্লফ্রেন্ডের সাথে সারারাত পক পক, ফেইসবুকের চ্যাটে অন্যদের নক, প্রিমিয়ার লীগের ম্যাচ, কে মিস করেছে কয়টা ক্যাচ, চোখ কচলাতে কচলাতে ক্লাসে যাওয়া, বিকেলে দুইখান মুভি, শার্লক হোমস, গেইম অফ থ্রোন দেখা। আরো কত কি?

.

আমরা এত্ত এত্ত কিছু করি। কারণ, ম্যানচেষ্টার ইউনাইটেড এর জার্সি পড়ে ক্লাসে গেলে, রাস্তায় হাটলে নিজেরে কুল ডুড মনে হয়। কে কেমনে গোল দিছে সেটা নিয়ে স্ট্যাটাস দিতে, অথবা রিয়েল মাদ্রিদ বা অন্য ক্লাবের প্লেয়ারের সাপোর্টারদের পচাতে মজা লাগে। গত সাত বছর প্রিমিয়াম লীগের সব কয়টা ম্যাচ দেখে আপনি কি লাভ করেছেন। হয়তো ভালো লেগেছে ইনজয় করেছেন, এই ছাড়া আর কিছু? না আর কিছু নাই। যে খেলছে তার অনেক মিলিয়ন ডলার লাভ হইছে। যে তারে স্পন্সর করছে তাদের প্রোডাক্ট বিক্রি হইছে। ওরা ইমোশনাল বিজ্ঞাপন দিয়ে, আপনার জীবন থেকে মূল্যবান সময় আর পকেট থেকে টাকা বের করে নিয়ে, সেই টাকা থেকে কিছু টাকা খেলোয়াড়দেরকে দিয়েছে। তার বিনিময়ে আপনি কি পেয়েছেন? আপনি পেয়েছেন একটু আনন্দ আর আপনার জীবন নিয়ে অনেক অনেক হতাশা, তাকিয়ে তাকিয়ে অন্যদের এগিয়ে যাওয়া দেখা।

.

তাহলে কি খেলা দেখবো না? আমার উত্তর হচ্ছে- না, দেখবেন না। বাংলাদেশের খেলাও দেখবো না? আমার উত্তর হচ্ছে - দেখবেন। তবে কন্ট্রোল করে দেখবেন। ভালো লাগাটুকু, দেশের প্রতি প্রেমের কারণে খোজ খবর রাখবেন। একটু আধটু দেখবেন। পাচ দিন বসে বসে মুড়ি চানাচুর নিয়ে পুরা টেস্ট খেলা দেখার কি দরকার? পুরা খেলা না দেখে হয়তো হাইলাইটস দেখলেন। বছরে দুই একবার মাঠে গিয়ে খেলা দেখলেন। অনেকটা পিকনিকে যাওয়ার মতো। কিন্তু সবদেশের সব খেলা দেখার কি দরকার? ওমুক দেশের তমুক খেলোয়াড় কি করেছে সেটা জেনে আপনার কি লাভ? আপনি দেখবেন ওদের খেলা আর ওরা খেলবে আপনার জীবন নিয়ে খেলা।

April 21, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152668917066891>)

ফেইসবুকের হোম পেইজে নতুন কোন পোস্ট নাই তাও বার বার হোম পেইজে স্ক্রলিং করেই যাচ্ছেন, যেটা করা দরকার সেটা বাদ দিয়ে আড্ডাবাজি-ফাঁকিবাজি, পর্ণ দেখে সময় কাটিয়ে দিচ্ছেন। এইসব কাজ যে করা উচিত না, সেটা কিন্তু ভালো করেই আমরা জানি এবং বুঝি। তারপরেও করতে থাকি। প্রতিদিন করার পরে ভাবি, আজকের পর আর করবো না। তারপরেও পরেরদিন আবার করি। কেনো করি? তার কারণ হচ্ছে, যে কাজগুলা করা উচিত বলে মনে করেন, সেগুলা আপনাকে একচাইটেড করে তোলে না, ভিতরে সত্যিকারের আগ্রহ তৈরী করতে পারেনা। সেই জন্যই সেগুলা বাদ দিয়ে হাবিজাবি কাজ করে টাইম নষ্ট করতে থাকেন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।

.

কোন কাজগুলো আপনাকে একচাইটেড করে তুলবে সেগুলা নিয়ে পঞ্চাশ জনকে জিগ্যেস করে লাভ নাই বরং চোখ কান খোলা রেখে চোখের সামনে কেউ কুল কিছু করলে আপনিও সেটা করা শুরু করেন। দরকার হইলে তার পিছু পিছু ঘুরে, হাতে পায়ে ধরে, অনলাইনে সার্চ দিয়ে সেটা করতে হবে। একদম ডাইরেক্ট কপি পেস্ট করবেন। ডিফারেন্ট কিছু করা লাগবে না। তারপরে আপনি যাই করেন না কেনো সেটা অন্যদের দেখাতে হবে, শিখাতে হবে। শুনতে না চাইলে, জোর করে শুনাতে হবে। যখনি কাউরে বুঝাতে যাবেন, তখনি টের পাবেন, অনেক কিছু আপনি নিজেই ঠিকমতো বুঝেন না। তখন, লজ্জা ঠেকানোর জন্য গুগলে সার্চ মেরে হইলেও যে যে পার্ট বুঝেন নাই, সেটা বুঝার চেষ্টা করবেন। এইভাবে একটার পর একটা ট্রাই করতে করতেই আপনি পেয়ে যাবেন, কোন কাজগুলো আপনাকে একচাইটেড করে। কারণ, অন্যের সাতার কাটা দেখে পানিতে না নামলে, কোনদিনই বুঝতে পারবেন না, সাতার দেয়াই আপনার প্যাশন।

.

আরেকটা খুচরা কাজ করতে হবে, সেটা হচ্ছে ফিজিক্যালি টায়ার্ড হতে হবে। শরীর থেকে ঘাম ঝরাতে হবে। সারাদিন বসে থাকার কাজ করলেও, হেটে হেটে বাসায় ফিরেন বা তিন মাইল দৌড় দিয়ে আসেন বা খেলাধুলা করেন। যাই করেন না কেনো ফিজিক্যালি টায়ার্ড হতে হবে। তাইলে রাতে ঘুম ভালো হবে এবং পরের দিন খুব প্রোডাক্টিভ হবে।

.

আর এই কাজগুলা করলেই আপনি নিজেই ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। তখন ফেইসবুকিং, আড্ডাবাজি, পর্ণ দেখা সবই কন্ট্রোলে চলে আসবে। হারিয়ে যাবে হতাশা, আলো জ্বালাবে আশা।

April 20, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152666931161891>)

১৯৯৯ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেই ঐতিহাসিক জয়ের পরের বছর ২০০০ সালের চারটা ওয়ান ডে তে যথাক্রমে ৯ উইকেটে, ৮ উইকেটে, ২৩৩ রানে এবং ৮ উইকেটে হেরেছিলো বাংলাদেশ। পরের কয়েকটি বছর কোনভাবেই পেরে উঠতেছিলো না। প্রায় সবকয়টি ম্যাচে গো হারা হেরেছিলো। যেমন, ১০ উইকেটে হেরেছিলো ৩ বার। ১০০ রানের নিচে অল আউট হয়ে গেছিলো ৬ বার। ৭৬, ৭৭, ৭৮ রানেও অল আউট হয়ে গেছিলো। আশা নিয়ে মাঠে নামলেও শূন্য হাতে মাথা নিচু করে বেরিয়ে আসতে হয়েছিলো। ইনফ্যাক্ট ১৯৯৯ পরে ৫ বছর ধরে টানা ৪০ টি ম্যাচ হারার পরে পরবর্তী জয় পেয়েছিলো বাংলাদেশ।

.

আপনি জীবনে কয়বার গো হারা হেরেছেন? কতবার শূন্য হাতে মাথা নিচু করে ফিরে এসেও পরেরদিন আবার লক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন? কতবার সব পরাজয় ভুলে, জয়ের আশায় মাঠে নেমেছেন? ডিফারেন্ট কিছু ট্রাই করতে কতবার নতুন করে শুরু করেছেন? কতবার উপহাস, টিটকারি, তেলাপোকাও একটা পাখি, শুনেও না শুনার ভান করে চেষ্টা চালিয়ে গেছেন? কতবার ব্যর্থতা নিয়ে লাইট অফ করে ঘুমানোর পরে, আবারও জেগে উঠেছেন, অন্যভাবে চেষ্টা করে দেখতে? পায়ের ক্ষতে মলম লাগিয়ে বন্ধ দরজাতে কতবার লাথি মেরেছেন? কতবার বাধাগ্রস্ত হয়েছেন বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে, কতবার নতুন করে শুরু করার চেষ্টা করেছেন। আবারো নতুনভাবে শুরু করার চেষ্টা না করলে, আপনার সারা জীবনের অর্জন হবে- "বাধার কাছে পরাজয়"

.

তাই, জীবনের গো হারা গুলিকে আলিঙ্গন করে, নব্য উদ্যমে বাধা অতিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লে, টিম বাংলাদেশের মতো, আপনিও পারবেন বুক চেতিয়ে সিরিজ জয় করতে, বাংলা ওয়াশ করতে।

April 18, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152662708756891>)

মাসে মাসে মাত্র দশ হাজার টাকা কিস্তি শুনে চট করে ভেবে নিলেন। ৬০ হাজার টাকা বেতনের মধ্যে বাসা ভাড়ার জন্য ১৫ হাজার, খাওয়া খরচ ১৫ হাজার আর অন্যসব মিলিয়ে বড় জোড় ১০ হাজার হবে। বাকি টাকা থেকে আরামসে ১০ হাজার কিস্তি দেয়ার পরেও টাকা থাকবে। এই ধারণাগুলা অনেক কারণেই ভুল প্রমাণিত হয়। তবে সবচেয়ে বড় দুইটা কারণ। এক - আপনি সেলসম্যানের ফাঁদে পড়ছেন। দুই - আপনার হিসেবে মস্ত বড় গণ্ডগোল আছে।

.

এই যে মাসে মাসে আপনাকে ১০ হাজার করে কিস্তি দিতে হবে। সেটা কতদিন দিতে হবে? এই কিস্তির ইন্টারেস্ট রেট কত? তার চাইতে ইম্পরট্যান্ট, পেমেন্ট মিস করলে প্যানাল্টি কত? অনেক সময় দেখা যায়, টানা ৪/৫ টা পেমেন্ট মিস করলে, যেটা কিনতে চাইছিলেন সেটাতো পাবেনই না বরং আগের টাকা মাইর যাবে। আরেকটা বিষয় দেখতে হবে, এই জিনিস থেকে মাসে মাসে আপনি কি লাভ পাচ্ছেন। কি পরিমাণ আয় হচ্ছে। নাকি এটার পিছনে মাসে মাসে টেকা ঢালা লাগবে। তিন বছর পরে এইটার ভ্যালু বা দাম কি বাড়বে না কমবে? ভ্যালু কমে গেলে এবং মাসে মাসে তেমন আয় না হলে - আবারো ভেবে দেখবেন, আপনার আসলেই জিনিসটা কিনা উচিত কিনা।

.

প্রোডাক্টিভ কোন কাজে খরচ করা মানে ইনভেস্টমেন্ট আর বাকি সব ক্ষেত্রে হচ্ছে লস। আরেকটা বিষয়। আপনার মাসিক খরচ কিন্তু কনস্ট্যান্ট থাকবে না। হয়তো এক দেড় বছর পরে, পরিবারে নতুন সদস্য আসবে বা ফ্যামিলির কোন ইমার্জেন্সি খরচ লাগতেপারে। তাছাড়া ফ্যামিলিতে ইরেগুলার অনেকগুলা খাতে, রেগুলারলি খরচ করতে হয়। এই ইরেগুলার খরচ গুলার সিস্টেম হচ্ছে, একই টাইপের খরচ বার বার আসবে না। তবে বিভিন্ন টাইপের খরচ, নিয়মিত আসতে থাকবে।

.

তাই, কিনার জন্য একসাইটেড হবার আগে চিন্তা করে নেন -- না কিনলে কি লস হবে।

April 12, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152650352556891>)

সামর্থ্যবান ছিলো খরগোশ কিন্তু সাধনা করতে করতে দৌড়ে জিতে গেছিলো কচ্ছপ। গল্প শেষে স্যার বলে দিছিলো, সারা জীবন কচ্ছপ হয়ে থাকবা। কিন্তু আমরা হইয়া গেছি খরগোশ। নিজের শক্তি-সামর্থ্য, কোয়ালিটি নিয়ে কনফিডেন্সের অভাব নাই। একটু আধটু কষ্ট করে, দুই কদম আগাইলে, এমন একটা ঘুম দেই যে, পরের তিন চার মাস আর খোজখবর থাকে না।

.

ছোট বেলায় সেই গল্পে কয়েকটা ভুল ছিলো। কখনোই বলে নাই, সামর্থ্য নিয়েও জিতা সম্ভব। এইটাও বলে নাই, জীবনে রেইস খালি একটা না। একবার হারলে আবারও চান্স আসবে, আবারও রেইস হবে। সেই হেরে যাওয়া খরগোশই চাইলে কিন্তু কচ্ছপকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে পারে। সর্বশক্তি ও একাগ্রতা নিয়ে দৌড় দিয়ে কচ্ছপের দুই ঘন্টা আগে ফার্স্ট হয়ে যেতে পারে। সো, ওভার কনফিডেন্স সমস্যা না, সমস্যা হচ্ছে ওভার কনফিডেন্স নিয়ে ঘুমায় থাকা।

.

খরগোশের সামনে এমন গো হারা হারলে, কচ্ছপ কিন্তু হাত পা ছেড়ে বসে থাকবে না। সেও বুদ্ধি বের করবে কিভাবে খরগোশরে হারানো যায়। সেই জন্য, কচ্ছপ আবার আরেকটা রেইস ঠিক করলো, তবে নিজের পছন্দমতো রাস্তায়। খরগোশ সর্বশক্তি নিয়ে দৌড় দিয়ে, মাঝপথে গিয়ে দেখে- বিশাল নদী। খরগোশতো পড়ছে মাইনকা চিপায়। নদী পার হবার কোন উপায় নাই। অনেকক্ষণ পর কচ্ছপ এসে, সাতার কেটে নদী পার হয়ে ফিনিশিং লাইনে পৌঁছে গেলো। আর খরগোশ হাবলা কান্তের মতো বসে রইলো। খরগোশ প্রচণ্ড মেজাজ খারাপ করে বললো - লাস্টবারের মতো আরেকটা রেইস হবে। তবে এইবার রাস্তা ঠিক করবো আমি। দৌড় শুরু হইলো, উঁচু-নিচু পাহাড়ের মধ্য দিয়ে। কচ্ছপতো পাহাড়ে উঠতে গেলেই গড়িয়ে নিচে পড়ে যায়। আর খরগোশ লাফাইতে লাফাইতে নিমিষেই দৌড় শেষ করে ফেললো।

.

দুজনেই বুঝলো তাদের আলাদা আলাদা কোয়ালিটি থাকলেও, একা একা সবক্ষেত্রে জয়ী হতে পারবে না। তাই তারা ঠিক করলো। খরগোশের কাঁধে করে কচ্ছপ পাহাড়ে উঠবে আর কচ্ছপের পিঠে চড়ে খরগোশ নদী পার হবে। এইটা সত্যি যে, খরগোশ যে স্পিডে দৌড়াতে পারতো, কচ্ছপরে কাঁধে নেয়ার কারণে তার স্পিড কমে যাবে। কিন্তু স্পিড একটু কম হইলেও আলটিমেটলি নদী পার হবার সময় খরগোশই সুবিধা পাবে। একইভাবে, আপনিও যদি আরেকজনকে একটু সময় দেন, একটু হেল্প করেন, নিজের একটু ট্যালেন্ট শেয়ার করেন, কেউ না কেউ, কোথাও না কোথাও আপনার সেই উপকারের রিটার্ন দিবে। তখনই বুঝবেন, দুইয়ে দুইয়ে সবসময়ই চারের চাইতে বেশি হয়।

btw, [এই লেখার আইডিয়া ফার্স্ট কমেন্টের ভিডিও থেকে চুরি করা।](https://youtu.be/GXTeFa43730?t=5s)

April 3, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152632122161891>)

শতকরা ৬৮ ভাগ মানুষ মনে করে সে অন্যদের চাইতে বেশি চৌকস আর বুদ্ধিমান এবং স্মার্টলোকদের মধ্যে সে উপরের দিকে টপ ২৫% এর মধ্যে থাকবে। একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন, টপ ২৫% এর মধ্যে খালি ২৫% লোকই থাকতে পারে, ৬৮% থাকতে পারে না। তার মানে, শতকরা ৪৩% ভাগ মানুষ নিজেদেরকে যে লেভেলের স্মার্ট মনে করে তারা আসলে সেই লেভেলের স্মার্ট না। অবাক হবার কিচ্ছু নাই, এই ৪৩% এর মধ্যে আপনি - আমি দুই জনেই আছি।

---

ওভারস্মার্টনেস কিন্তু স্মার্টনেস থেকে তৈরী হয় না। বরং তৈরী হয় লাইফের আগের লেভেলে পরিশ্রমী থাকার কারণে। ধরেন, আপনি কলেজে ভালো স্টুডেন্ট ছিলেন, প্রচুর খেটেখুটে পড়ালেখা করে পাশ করে, ভালো একটা ভার্সিটিতে চান্স পাইছেন। আগে যেহেতু ভালো করে পড়ছেন তাই, ভার্সিটির প্রথম সেমিস্টারে অল্প একটু পড়েই একটা ক্লাসটেস্টে বা কোর্সে ভালো গ্রেড পেয়ে গেলেন। আপনি ভাবলেন আলাদীনের চেরাগ পেয়ে গেলেন, এই অল্প পড়ার জাদু দিয়ে সব বশ করে ফেলবেন। আসলে আলাদীনের চেরাগের জায়গায়, আলাদীনের ছুরি পাইছেন। এই ছুরি দিয়ে জীবনের অলমোস্ট সব সম্ভাবনা নষ্ট করে ফেলবেন। এই অল্প পড়া দিয়ে শুরু হয়, ক্লাস প্রজেক্টে অল্প মনোযোগ দেয়া, সফটওয়্যার অল্প একটু গুতায় গাতায় কাজ শেষ করা, চার বছরেও বিশেষ কোন স্কিল ডেভেলপ না করা, লাইফের পরবর্তী স্টেজের জন্য কোন চিন্তাভাবনা না করা, হাফজাপ মেরে সব কিছু সিস্টেম করার চেষ্টা করা, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

---

তবে ওভারস্মার্ট ভাবস আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা না। তার চাইতেও বড় সমস্যা হচ্ছে, অন্যের সফলতার সিক্রেট বের করে ফেলার ক্ষমতা। কেউ একজন কোনোভাবে একটু ভালো করে ফেলতে পারলে দেড় মিনিটের মধ্যেই আমরা তার সিক্রেট বের করে ফেলি- ও তো বসের মেইন চামচা, খাটি তেলবাজ, দিন রাত গাধার মতো খেটে মরে, পুরাই খ্যাত, একটুও পার্সোনালিটি নাই। আরও কত কি। অন্যের সিক্রেট খুঁজে বের করে ফেলায় সবচেয়ে বর ক্ষতি অন্যের হয় না, আমাদের হয়। কারন, ওর এচিভমেন্টকে ছোট করে দেখায়, এচিভমেন্টের প্রতি আমাদের আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টার স্পৃহা, সাধনার ইচ্ছা সব কিছুই নষ্ট হয়ে যায়। তার কোন লস হয়না। ও যেটা করার সেটা করেই যায়। কিন্তু ও যতটুকু এচিভ করছে সেটা আর আমাদের এচিভ করা হয়ে উঠে না। চার পাঁচ বছর পরে দেখা যায়, ও সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে যোজন যোজন দূরত্বে এগিয়ে গেছে আর আমরা এখনো তার সাফল্যের সেই পুরাণ সিক্রেটের কথা বলে বেড়াচ্ছি।

---

সো, অন্যের সফলতার সিক্রেট না খুঁজে এমন কিছু করেন যাতে অন্যরা আপনার সফলতার সিক্রেট খুঁজে বেড়ায়।

April 2, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152629752296891>)

মাল্টি ন্যাশনালে ভালো একটা চাকরি পাইলে, মাসে মাসে ৬০ হাজার করে বেতন দিলে, বছরে ৭ লক্ষ বিশ হাজার টাকা। মনে মনে পুলকিত হইতে হইতে ভাবলেন যে, ধনী হয়ে যাবেন। না, এই ধারণাটা ভুল। দুই/তিন মাস যাইতে না যাইতেই দেখবেন বেকার থাকা অবস্থায় যে পরিমাণ অর্থ কষ্টে ছিলেন মাসের শেষ ১০ দিন মোটামুটি একই পরিমাণ অর্থকষ্টে চলে। বছরের অর্ধেক পার হইলে ভাববেন নেক্সট বছরে স্যালারী বাড়লে, বোনাস পাইলে এই অবস্থা আর থাকবে না। এইটাও ভুল। এক মাস না যেতেই দেখবেন যেই লাউ সেই কদু।

---

তাইলে সমস্যাটা কোথায়?

---

সমস্যা হচ্ছে, টাকা পাওয়ার আগেই খরচ রেডি। পুরাণ ১২ হাজার টাকার বাসাই আর থাকা যাচ্ছে না। মেইন রোডের কাছাকাছি ১৯ হাজার টাকার দুই বেড রুম ওয়ালা বাসা লাগবে। সিএনজি পাইতে অনেক কষ্ট হয়। গাড়ির জন্য প্রায় সব ব্যাংকই তো লোণ দেয়। লোণ নিয়ে কত্ত কত্ত আরামসে অফিস চলে যাওয়া যাবে, কোন টেনশন নাই। আমাদের সমস্যা হচ্ছে, আমরা লোণ নিয়ে গাড়ি কিনে অফিসে যাই। আবার অফিসে যাই যাতে বেতন পেয়ে লোণের টাকা শোধ করতে পারি।

----

আপনি ৬০,০০০ টাকা বেতন পাওয়ার পর মাস শেষে যদি ৫৯,০০০ হাজার টাকা নাই হয়ে যায়, তাইলে আপনি মাসে মাসে ৬০,০০০ টাকা কামাচ্ছেন না বরং ১০০০ টাকা কামাচ্ছেন। আমাদের আরেকটা সমস্যা হচ্ছে, আমরা মনে করি, নতুন গাড়ি, থ্রিডি টিভি বা বড় বাসা, আইফোন সিক্স আমাকে বড়লোক বানায় দিবে। জিনিসটা ভুল। নতুন টিভি, ব্র্যান্ড-নিউ গাড়ি মাসে মাসে আপনাকে নতুন টাকা দিবে না বরং ড্রাইভারের বেতন, গ্যারেজের খরচ, ইঞ্জিন চেক আপের জন্য পকেটে থেকে আরো বেশি টাকা চলে যাবে। তাই এগুলা সম্পদ নয়, এগুলা দায়বদ্ধতা বা ঋণ। আর এসব দায়বদ্ধতাকে সম্পদ ভেবে আরো বেশি দায়বদ্ধতার মধ্যে পড়ে যাই আমরা মিডেলক্লাসের ধনী হতে চাওয়া মানুষেরা।

---

অনার্স করো, মাস্টার্স করো, চাকরি খুঁজে, বেশি বেশি পরিশ্রম করে, সফল হওয়ার চেষ্টার চাইতে যৌবনের মেধা আর শ্রম দিয়ে এমন একটা কিছু করেন যাতে দশ বছর পরে অন্যদের শ্রম থেকে আপনার আয় হয়। পকেট থেকে টাকা বের হয়ে যাওয়ার চাইতে বেশি টাকা আসে। কোন কোম্পানি কখনোই আপনাকে এত বেশি বেতন দিবে না যাতে খেয়ে পরে জীবন ধারণের পরে আপনি লাখপতি হয়ে যাবেন। সেটা করতে দিলে, আপনার মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে আপনাকেই বিচি ছুড়ে মারবে কেমন করে?

March 27, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152618311161891>)

আমাদের জীবনগুলা সেকেন্ড ইনিংসে ব্যাট করার মতো। পাশের বাসার আন্টির ছেলে ৩৩০+ রান করে গেছে। এখন পরীক্ষার মার্কস, ভার্সিটির চান্স, চাকরির বেতন, গাড়ির কালার সবকিছুই ওই আন্টির ছেলের চাইতে বেশি হইতে হবে। এই রান চেজ করার ইচ্ছা বা যোগ্যতা না থাকলেও জোর করে ফিল্ডে নামিয়ে দেয়া হবে। নিজে দৌড়াতে না পারলে এক্সট্রা রানার দেয়া হবে (এই রানারদেরকে বলা হয় প্রাইভেট টিউটর)।

---

এই খেলা ভালো না লাগলেও পকেট খরচের টাকা চালু রাখার খাতিরে, অন্যের দেখানো রাস্তায় পথ মাড়াতে বাধ্য হই। জীবনের ২৫ ওভার কাটিয়ে একটু হদিস হলেও সাহসের অভাবে নিজের স্বপ্নটাকে সেই সাইড পকেটেই রেখে দেই। একটার পর একটা ওভার ঠেকিয়ে ঠুকিয়ে চালাতে গিয়ে ৫০ ওভারে পৌঁছানোর আগেই দশ উইকেট নাই হয়ে যায়। ৩৩০ রান তো দূরে থাক, ২০০ নিয়েই নিজেকে খুশি রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করি।

---

তারপরেও ড্রিঙ্কস ব্রেক নিয়ে, চিন্তা করে দেখি না, "জীবনের অর্ধেক চলে যাওয়া মানে বিকল্প সব রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়া নয়"। বাকি অর্ধেক বয়সেই রাস্তার মোড় ঘুরিয়ে শেষ লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। এটলিস্ট চেষ্টা করে দেখাতো সম্ভব। কারণ, "শক্ত টোস্ট বিস্কুটের চাইতে অর্ধেক নরম কেক অনেক বেশি মজাদার"।

March 22, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152607833586891>)

অনিশ্চয়তার কালো মেঘের আধার ধীরে ধীরে খোলাসা করে কচ্ছপের ন্যায় লক্ষে পৌঁছানোর আশায় দিনানিপাত করলে, আচমকা নতুন আরেকটা প্রয়োজনের ভার এসে ছিনিয়ে নিবে আপনার স্বপ্নকে। নিত্যদিনের চাহিদাকে কোণঠাসা করে, হুট করেই একদিন গলা টিপে ধরতে না পারলে, নিত্যদিনের প্রয়োজনই আপনার স্বপ্নকে ঠুস করে গুলি মেরে চৌচির করে দিবে।

---

শীতের সকালে একটু একটু করে পানি স্পর্শ করতে চাইলে দেহের প্রতিটি লোম-কোষ চিৎকার করে ফিরিয়ে দিতে চাইবে নিষ্ঠুর শীতলতার অস্বস্তিকর যন্ত্রণা থেকে। ধৈর্য ধরে অল্প অল্প করে পাওয়াসাধনার ফল কখনোই পরিমাপযোগ্য হয়ে উঠবে না, প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি দিবে না। বরং মাঝপথে ব্যারিকেড দেয়ার উপলক্ষ্যগুলোকে সুযোগ করে দিবে যাতে পুরাণ স্বপ্নকে ছ্যাঁকা দিয়ে, নতুন স্বপ্নে বিভোর হতে পারেন। এভাবেই একটার পর একটা স্বপ্ন পরিবর্তন হলেও আশার আলোর ছিটেফোঁটাও দেখা যায় না। তার চেয়ে শীতের সকালে স্নান করতে গিয়ে পানি মৃদু স্পর্শ করে পুকুরে ঝাপ দিলে, পানির হিমতার কষ্টও কম অনুভূত হবে, সহনশীলতাও দ্রুত অর্জিত হবে।

---

সর্বদা কচ্ছপ না হয়ে, ঝুঁকির টুটি চেপে ধরে খরগোশের ন্যায় দৌড় দিলে, অনিশ্চয়তার অন্ধকার চৌচির হয়ে অল্পতেই নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে।

March 15, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152595920666891>)

নতুন কারো সাথে দেখা হইলে, তার নেগেটিভ দিকগুলা খুঁজে বের করতে, তিন সেকেন্ডের বেশি সময় লাগে না। মুহূর্তের মধ্যেই বুঝে ফেলি, ও খাটো, তার গলার স্বর খসখসে, ওমুকের গায়ের বর্ণ চকলেট কালার, তমুকের স্বাস্থ্য ভালো। কিন্তু তিন সেকেন্ড না, তিন ঘন্টায় ভালো একটা কিছুও খুঁজে বের করতে পারি না। বের করতে পারিনা, কারণ, তাকে কেয়ার করার মেন্টালিটি নিয়ে অবজার্ভ করি না, সেই লেভেলের এটেনশন দেই না। অতটা আপনভাবে তাকে চিন্তা করিনা বলেই, তার পজিটিভ দিকগুলো চোখে পড়ে না। দরদ দিয়ে, বুঝার চেষ্টা করলেই, আপনি বুঝতে পারবেন, চকলেট কালারের মানুষটার চোখ দুটো খুবই মায়াবী, কিংবা উচ্চতায় ছোট মানুষটার হাসিটা খুবই মিষ্টি, অথবা স্বাস্থ্যবান মানুষটার চুল অনেক অনেক রেশমি।

----

পজিটিভ দিকগুলার চাইতে, নেগেটিভ দিকগুলা খুঁজে বের করা সহজ বলেই, স্পেশাল পরীক্ষা (BCS, GRE, TOEFL, SSC, HSC) এর সিজনে, তিন সেকেন্ডেই মনে আসে, "নাহ। এইবার থাক। প্রিপারেশন ভালো না। পরেরবার টাইম নিয়ে শুরু করে, ফাটায়া ফেলমু"। হয়তো আপনার প্রিপারেশন তেমন সুবিধার না, হতে পারে আপনার প্রিপারেশন, আসলেই জঘন্য। লজিক্যালি চিন্তা করলে, দুই মাস সময়ে, তেমন কিছুই করা হয়তো সম্ভব না।

---

তবে খারাপ প্রিপারেশন নিয়েও পরীক্ষা দেয়ার প্ল্যান নিলে, এই যে দুই মাস সময় আছে। এই দুই মাসে, পরীক্ষার উছিলায়, প্রিপারেশনের উছিলায়, আপনার অনেক অনেক পড়া হবে। আপনি জান-প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করলে, অনেক অনেক কিছু শিখতে পারবেন। পরীক্ষার হলের নার্ভাসনেস নিয়েও এক্সপেরিয়েন্স হবে। আর এইবার বাদ দিয়ে, পরেরবার পরীক্ষা দেওয়ার ডিসিশান নিলে, এই দুই মাসতো ডেন্ডারা বাজাবেনই, পরের ছয় মাসও বাজাবেন। তারপরের চার মাস শুরু করি করি করে করা হবে না। এবং পরের বছরও পরীক্ষার দুই মাস আগে এসে বলবেন, এইবারও থাক, পরের বার, সত্যি সত্যি সিরিয়াসলি প্রিপারেশন নিমু। একটা নেগেটিভ চিন্তা সহজেই আপনাকে একটা নেগেটিভ চক্রের মধ্যে ফেলে দেয়।

---

তাই একটু দরদ দিয়ে, ভালোবেসে, পজিটিভ দিকটা খুঁজে বের করেন। আপনি যেটাই করতে চান না কোনো। নেগেটিভ চিন্তাগুলো ঝেড়ে ফেলে, পজিটিভ দিকগুলো খুঁজে বের করতে পারলে, চরম কষ্ট, রাতজাগা, ক্ষিধা পেটে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়াও, সেরাম লেভেলের উপভোগ্য হবে। তার চাইতে বড় উপভোগ্য হবে, "চিরায়ত স্বপ্নটা, নিজের হাতে পাওয়া"।

March 1, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152567039831891>)

বাসার সামনে, গলির মুখে, টঙ্গে, নতুন একটা চায়ের দোকান দিলে, প্রথম দিন থেকেই ভিড় জমে যায় না। বরং গুগলে সার্চ দিয়েও কাস্টমার খুঁজে পাওয়া যায় না। দোকানি হয়তো এক ডজন কলা এনে রেখেছে, দিন শেষে, দুই- তিনটার বেশি বিক্রি করতে পারে না। তারপরেও আশায় আশায় পরের দিন দোকান খুলে। কাস্টমার না আসলেও, চুলা জ্বালিয়ে বেঞ্চিগুলো মুছে রাখে। এইভাবে চলতে থাকে দিনের পর দিন। প্রথম কয়েক মাসতো ভাড়ার টাকা, বড় ভাইদের চাঁদার টাকা উঠাতে পারে না। তারপরেও, ঝড় বৃষ্টি বাদল উপেক্ষা করে, গ্রীষ্ম কিংবা শরতে, ফজরের আজানের আগে, দোকান খুলে, কেটলি পরিষ্কার করে বসে থাকে। ধীরে ধীরে, একটু একটু করে কাস্টমারের সংখ্যা বাড়তে থাকে। মাসে দু-চার দিন বেচা বিক্রি হালকা ভালো হলে, দোকানদার একটু আশার আলো দেখতে পায়। সেই আশার আলো কিন্তু প্রথম দিন থেকেই দেখতে পায় না।

---

স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা, চা দোকানের ব্যবসা জমানোর চেষ্টার মতোই একই সাথে সহজ এবং কঠিন কাজ। প্রথম প্রথম গুঁতাগুঁতি করতে করতেও, আগাতে পারবেন না। আটকে যাবেন, ভরসা পাবেন না। শেষপর্যন্ত যে লক্ষে পৌঁছতে পারবেন, সেই গ্যারান্টি কেউ দিবে না। কঠিন কঠিন থিওরি বা ম্যাথ মাথায় ঠুকবে না। কাজে আনন্দ পাবেন না। তারপরেও, পরেরদিন সকালে উঠে, সেই বই খুলে বসতে হবে। নিজে না পারলে, অন্য কোন ফ্রেন্ডের কাছে বা টিচারের কাছে বা গুগলের সার্চ মেরে উত্তর খুঁজতে হবে। কোন কারণে ভালো না লাগলে, দুই ঘন্টা গ্যাপ নিয়ে আবার বসতে হবে। গ্রীষ্ম বর্ষা শীত যাই হোক না কেনো, বুঝে না বুঝে, আন্দাজে ঠেলতে থাকলে, একসময় না একসময় আশার আলো দেখতে পাবেন। সেই আলো কিন্তু প্রথম দিনই দেখতে পারবেন না। তাই আপনার সাধনার কাছে ফিরে আসতে হবে বার বার, হাজার বার।

---

ধরেন, কোন একটা কঠিন সাবজেক্টের আগা মাথা, প্রফেশনাল লেভেলে প্রোগ্রামিং, bassbaba সুমনের মতো গিটার বাজানোর সিস্টেম এক দিনে বুঝে ফেলবেন না। শুরু করার আগেই মাথায় ইউনিক কোন আইডিয়া আসবে না। প্রথম দিনই লাভের অংক কষার দরকার নাই। প্রথম প্রথম হিসাব করতে হবে - লেগে থাকার, চেষ্টা চালিয়ে যাবার। জাস্ট, চা দোকানদারের মতো, কাস্টমার আসুক বা নাইবা আসুক, দোকানে আসতে হবে। কেটলিতে পাতা ঠেলে বসে থাকতে হবে। বসে থাকতে থাকতে, সাধনা করতে করতে, নতুন নতুন উপায় আপনার মাথায় আসবে, সেগুলা ট্রাই করবেন। দুই একটা কাজে লাগবে, অনেকগুলা কাজে লাগবে না। তাও চালায় যেতে হবে।

---

তবে ডরপোকগিরি করা যাবে না। মাঠে নামার আগে হেরে যাওয়া যাবে না। অতীতে কোন কিছু করতে পারেন নাই বলে, ভবিষ্যৎ চেইঞ্জ করতে পারবেন না, তা ভাববেন না। নির্জন একটা পথের ধারে, ছোট্ট চায়ের দোকান জমিয়ে, সংসার চালনোর খরচ উঠাতে পারলে, আপনিও পারবেন আপনার ঘুমের মধ্যে দেখা স্বপ্নকে, বাস্তবে অর্জন করতে।

January 21, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152497402581891>)

ধরেন আপনাকে,  
মিরপুর দশ নম্বর গোলচক্কর থেকে শাহবাগে যেতে হবে   
কে ক্ষমতায় আছে আর কার ক্ষমতায় থাকা উচিত  
সেটা নিয়ে আপনার কোন চিন্তা বা অভিমত নাই।   
কারণ আপনার মাথায় একটাই চিন্তা   
শাহবাগের হাসপাতালে শুয়ে আছে অসুস্থ মা।   
হাসপাতালে গিয়ে ঔষধ কিনে দিতে হবে।   
তাই ঠিক সময়ে না গেলে, মা আরো অসুস্থ হয়ে যাবে।   
অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর একটা বাস আসলো   
তখনি বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠলো, যদি পেট্রোল বোমা মারে !   
আগুনে কয়লা হবার ভয়ে, রিক্সাওয়ালাকে জিগ্যেস করতেই।   
ভাড়া চাইলো ৪৫০ টাকা।   
এতটাকা ভাড়া দিলে, ঔষধ কিনার টাকা থাকবে না  
তাই, হাঁটা শুরু করে দিলেন, শাহবাগের মেডিকেলের দিকে  
.  
.  
আপনি যখন হাটা শুরু করলেন, তখন আপনি যদি ভাবেন   
মিরপুর ১০ নম্বর গোলচক্কর থেকে শাহবাগ অনেক দূর?  
সারাদিন লাগবে, শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবো তো। পথে যদি গেঞ্জাম হয়!  
পা কি অনেক ব্যথা করবে, শেষমেষ যদি যাইতে না পারি।   
এত্ত এত্ত হিসেব, প্ল্যান আর ভয় পাইলে আপনি যাত্রা শুরুই করতে পারবেন না   
তাই আপনি চিন্তা করলেন, ১০ নম্বরের একটু পরেই তো কাজীপাড়া   
কাজীপাড়া পার হয়ে ভাববেন, আর পাচ মিনিট পরে শেওড়াপাড়া   
এইভাবে ছোট ছোট করে লক্ষ্য সেট করে   
সেটা অর্জন করতে থাকলেন।   
নিজের ভিতরেও একটু পুলকিত ফিলিংস -বাহ্ ভালোই তো আগাচ্ছি  
হালকা টায়ার্ড হয়ে গেলে, মাঝখানে পাচ মিনিট রেস্ট নিলেন   
এই শীতের মধ্যে হাটতে হাটতে, কপালের ঘাম, গাল দিয়ে বেয়ে বেয়ে পড়লো   
তারপরেও এক্সারসাইজ হচ্ছে বলে, নিজেকে এপ্রিসিয়েট করলেন।   
.  
.  
একটু খেয়াল করলে, খুব সহজেই বের করতে পারবেন   
আমার আপনার সবার জীবনে, এমন একটা-দুইটা কাজ আছে   
যেটা কোনভাবেই শুরু করা হয় না   
জানি এইটা করা দরকার। জানি, এইটা করতে চাই। তারপরেও   
অন্য সবকিছু -খেলা দেখা, আড্ডা, ঘুরে বেড়ানো, ফেইসবুকিং হয়   
মাগার ওইটার চিন্তা মাথায় আসলে, কেনো জানি মনে টানে না।   
শুরু করবো করবো বলে আর শুরু করা হয় না।   
.  
.  
আপনি শুরু করতে না পারার কারন হচ্ছে দুইটা -  
অনেক কঠিন, আর ফেইল করার ভয়টাও অনেক বেশি (যদি না পারি)   
ধরেন, কেমিস্ট্রি ভালো পারেন না। ভালো পারেন না, বলে পড়তে ভালো লাগে না   
জানেন কেমিস্ট্রি পড়া উচিত। তাও পড়া হয় না।   
ঠিক করেছিলেন, গত উইক এন্ডে শেষ করে ফেলবেন  
তাও, শুরু করতেই পারেন নাই।   
সো, আপনার উচিত পুরা কেমিস্ট্রিতে ভালো করার টার্গেট না করে   
টার্গেট করেন, আজকে শুধু জারণ-বিজারণটা শিখবেন   
এইটা হয়ে গেলে, আজকের মত কাজ শেষ   
পরেরদিন এইরকম ছোট আরেকটা অংশ ট্রাই করেন   
অনেকটা মিরপুর ১০ থেকে শাহবাগের দুরুত্ব না চিন্তা করে   
ছোট ছোট মিনি মিনি অংশ টার্গেট সেট করে এবং এচিভ করার মতো   
.  
.  
আবার ইন্ধীরা রাডে এসে দেখলেন লোকজন ছুটতেছে, দৌড়ে পালাচ্ছে   
আপনি বুঝে গেছেন, ফার্মগেটে গেঞ্জাম হচ্ছে   
জান বাঁচানোর জন্য দিকবিদিক ছুটে   
রাস্তা চেইঞ্জ করে, পূর্ব রাজারবাজার দিয়ে না গিয়ে   
আড়ং-শুক্রাবাদ-সাইন্সল্যাব হয়ে যাবেন ঠিক করলেন   
আপনার লক্ষ্যের কাজটা করতে গেলেও ঝামেলায় পড়ে যাবেন   
দেখবেন বিক্রিয়ার সমীকরণ মিলাতে পারেন না   
লা শাতেলিয়ার নীতি বুঝতেছেন না   
তখন যেখানে আটকে গেছেন সেটা সাইডে রেখে   
অন্য কোন পছন্দের জিনিস বা সহজ জিনিস করতে গেলেন   
তারপর আবার পরে ফেরৎ আসলেন   
.  
.  
আপনার কাজটাকে ছোট ছোট ভাগ করা এবং নিজেকে লাইনে রেখে   
বার বার ফিরে এসে ট্রাই করার কাজ কিন্তু অন্য কেউ বলে দিবে না   
ইনফ্যাক্ট অন্য কেউ বলে দিলেও লাভ হবে না।   
তারজন্য আপনার ভিতর থেকে ফিলিংস আসতে হবে   
কাজটার প্রয়োজনীয়তার ইমোশন নিজেকেই গ্রো করতে হবে   
যেমনটা করেছেন,   
ঠিক সময়ে হাসপাতালে পৌঁছানোর ইমোশন   
পেট্রোল বোমা, রাজনীতি-সরকার সবার চাইতে ইম্পর্টান্ট   
আপনার আম্মু । আপনার মা।

January 10, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152476809256891>)

ধরেন আপনি ফুটবল খেলতে নামছেন   
লাথি দেয়া শুরু করলেন মাঝ ফিল্ড থেকে   
দুই কদম না আগাতেই,   
প্রতিপক্ষের মিডফিল্ডার এসে পড়লো   
তাকে পাশ কাটাতে না কাটাতেই   
আরো দুইজন আপনার সামনে হাজির,   
এদেরকেও পাশ কাটিয়ে, একটু আধটু চেষ্টা করে  
প্রতিপক্ষের ডি-বক্সের কাছে আসতেই   
চার-পাঁচজন ডিফেন্ডার এসে ঘিরে ধরলো   
আপনি মরিয়া হয়ে চাইলেন, এই বাধার দেয়াল পার হতে   
কিন্তু পারলেন না। আপনার কাছ থেকে বল কেড়ে নিয়ে গেলো   
লম্বা একটা শর্ট দিয়ে, অনেক অনেক দুরে বল পাঠিয়ে দিলো   
.  
.  
এক মুহূর্ত আগে,  
যে বলটা আপনার কাছে ছিলো,   
আপনি যেটাকে কন্ট্রোল করতেছিলেন   
সেটা এখন চলে গেছে, অনেক অনেক দূরে   
এখন,   
আপনি কি সেখানে ঠায় দাড়িয়ে থাকবেন?  
আপনার আর গোল দেয়ার সম্ভাবনা নাই দেখে  
আপনি কি খেলা ছেড়ে উঠে যাবেন?  
না যাবেন না।   
বরং মাঝ মাঠের দিকে ছুটে যাবেন   
ইনফ্যাক্ট। যেখানে, এখন বল আছে, সেখানে যাবেন।   
অন্য কারো কাছ থেকে, সহজে বা কষ্ট করে বল অর্জন করতে পারলে   
নব্য উদ্যমে, আরেকবার শুরু করতে চাইবেন।   
এইভাবে একবার-দুইবার নয়, শত শত বার চেষ্টা করে   
কখনো একটু বেশি আবার কখনো অনেক অনেক কম আগাতে পারবেন।   
চেষ্টা করতে করতে,   
একসময় গোলপোস্ট ফাঁকা পেয়েও গোল মিস হয়ে যেতে পারে   
কিন্তু যেটা মিস হবে না, সেটা হচ্ছে আপনার গোল দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা   
এই চেষ্টা বহাল থাকলে, গোল আপনি পাবেনই   
আজকে না হয়, কালকে। এই বছর না হয় পরের বছর।   
.  
.  
জীবনটা জাস্ট একটা খেলার মাঠ,  
এখানে সফল হইতে চাইলে, লক্ষ্য অর্জন করতে হলে  
আপনার অনেক প্রতিপক্ষ আসবে   
ল্যাং মারবে, ধাক্কা দিবে, পা ভেঙ্গে ফেলবে   
সরকারী সংস্থা এসে আপনাকে হলুদ কার্ড, লাল কার্ড দেখাবে   
যত্ত কিচ্ছুই হোক না কেনো,   
আপনাকে বলের পিছনে ছুটতে হবে   
.  
.  
দুনিয়ার সেরা ফুটবলারকে দেখে আমরা ভাবি, "ওর মধ্যে, ম্যাজিক আছে"   
সত্যিই কি তাই?  
নেক্সট টাইম খেলা দেখতে বসলে, খেয়াল করবেন   
প্রত্যেক চেষ্টায় সে কিন্তু, ইনস্ট্যান্ট ম্যাজিক দেখাতে পারে না।   
অনেক অনেক শর্ট মিস করে, তার কাছ থেকেও বল কেড়ে নেয়   
আপনার যেমন, বল হারিয়ে ফেলার, ধাক্কা খাবার, ব্যর্থ হবার ভয় আছে,   
তারও সেই ভয় আছে।   
তবে, চ্যাম্পিয়ন আর সফল লোকদের আসল ম্যাজিক হচ্ছে,   
চেষ্টা করার, কনস্ট্যান্ট ক্ষুধা তৈরি করার ক্ষমতা   
যতবার ব্যর্থ হয়, ক্ষুধা তত বেশি হয়।  
আজকে বিশ্ব সেরা খেলোয়াড় হইলেও, রিলাকট্যান্ট হয় না।   
ক্ষুধা আরো বাড়িয়ে, পরের দিন মাঠে নামে   
ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়ে, আবারো উঠে, লক্ষের পিছনে ছুটে  
.  
.  
আপনি সফল হইতে হইলে, আপনারও বার বার চেষ্টা করার ক্ষুধাটা লাগবে  
কারণ,  
বারে বারে লাথি দিলে, তালা ঠিকই ভাঙ্গবে   
স্বপ্নের দরজাটা একদিন খুলবে

January 1, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152446888786891>)

ছোটবেলায় আমরা অনেক অনেক স্বপ্ন দেখি   
স্বপ্ন দেখি নতুন বছরে কিংবা সম্পর্কের শুরুতে  
ভার্সিটিতে যাবার আগে, এমনকি প্রতি সেমিস্টারে   
.  
.  
সেই স্বপ্ন হাত দিয়ে ধরতে গেলে আমাদের আর স্বপ্নের মাঝে   
এক অদৃশ্য দেয়াল এসে পড়ে   
দেয়াল দেখে পালায় অনেকে   
আবার কেউ কেউ দেয়াল ভাঙ্গার চেষ্টা করে   
যদিও পাথর- শক্ত কঠিন সেই দেয়াল,   
যাকে আঘাত করতে গিয়ে ক্ষতগুলোর ব্যথায় কুঁকড়ে কুঁকড়ে উঠি,   
আর পিছন থেকে শুনি, হেয় মার্কা টিটকারির ধ্বনি  
হজম করতে না পেরে, সামনে আগানোর চিন্তা বাদ দিয়ে, দুশ্চিন্তায় পড়ে যাই   
সাহস কমে গিয়ে, ভয় জাগ্রত হয়, ব্যর্থতার ভয়,   
আর সেই ভয় থেকেই, নিজের এবিলিটিকে আন্ডার ইস্টিমেট করি   
ছাইড়া দে মা কাইন্দা বাঁচি বলে পালাই   
.  
.  
এইসব ক্ষেত্রে, একটু পিছন ফিরে নিজেকে প্রশ্ন করেন,   
Do you really had the courage to dream  
আমার উত্তর হচ্ছে,   
If you decided to give up, you didnt have the courage to dream  
.  
.  
আজকে আমি আমি জানতে চাই না,   
আপনি নতুন বছরে কি স্বপ্ন দেখতেছেন   
বা কি প্ল্যান বানাচ্ছেন   
বরং আমি জানতে চাই,   
আপনি আগের বছরগুলোতে কি কি স্বপ্ন দেখছিলেন, কেনো ছেড়ে দিছিলেন   
কেনো হাত পা ঘুটিয়ে নিছিলেন   
সমালোচনাকারীদের খুশি করতে গেছিলেন   
.  
.  
আপনার স্বপ্ন ছোট বা বড় থাকুক না কেনো   
সেটা হতে পারে দেশকে পরিবর্তন করার   
কিংবা কোনো সাবজেক্টে এ প্লাস পাবার   
সেই স্বপ্নটা আবার খুঁজে বের করেন   
প্যান্টের পকেট থেকে হাত দুইটা বের করে   
একটু পানির ছিটা দিয়ে নিজের মোহ কাটিয়ে তুলেন, এখুনি   
ইয়েস এখনই, কারণ -  
"The time is always right to do what's right" - মার্টিন লুথার কিং

December 23, 2014

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152421162096891>)

১. ল্যান্ড ইউর ড্রিম জব নামে একটা কোর্স চালাবো ভাবছিলাম, কিন্তু সেটা করা হয়নি

২. অফিসে পিং পং (টেবিল টেনিস) খেলায়, ইন্টার মিডিয়েট লেভেলে খেলতে গিয়ে, ফার্স্ট রাউন্ড থেকেই বিদায়

৩. তৃতীয় বছরে এসেও জাভাস্ক্রিপ্ট কনফারেন্স থেকে টক এর রিজেকশন এবং কোনো মাঝারি মানের কনফারেন্সে চান্স পাই নাই

৪. ভাবছিলাম, ১০ পাউন্ড ওজন কমাবো। এক পাউন্ডও কমাতে পারিনি   
.  
.  
৫. নতুন কোন গান লিখা হয় নাই। একটা গান লিখতে গিয়ে, শেষ করতে পারিনি

৬. [jhankarmahbub.com](http://jhankarmahbub.com/) ওয়েবসাইট টারে একটু সুন্দর করমু ভাবছিলাম করা হয়নি। এখনো খালি আন্ডা দেখায়

৭. রাস্তার মাঝে হঠাৎ গাড়ির ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে, পরে ভাঙ্গারি হিসেবে ৭০০০ ডলারের গাড়ি ৭০০ ডলারে বিক্রি করে দেয়া

৮. সারা বছরে ভাবছিলাম ১৫০ বারের বেশি জিমে যাব। কিন্তু শেষমেষ ১০০ ও ক্রস করতে পারিনি   
.  
.  
৯. আরো দুইটা মনিটর এবং ভিডিও কার্ড কিনে মোট পাচ বা ছয়টা মনিটর দিয়ে ল্যাপটপ ব্যবহার করবো ভাবছিলাম, করা হয়নি

১০. একটা মোবাইল এপ্লিকেশন বানামু ভাবছিলাম, করা হয়নি।

১১. জাভাস্ক্রিপ্টের বা এঙ্গুলার এর কোনো ফ্রেমওয়ার্কে কন্ট্রিবিউট করমু ভাবছিলাম, করার জন্য ডেসপারেট চেষ্টা করিনি

১২. ফ্রেন্ডদের জন্য একটা ফ্যারো স্ক্যানার নিয়ে গেছিলাম বাংলাদেশে, সেটা ঠিক মত কাজ করেনি।  
.  
.  
১৩. [thatjsdude.com](http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fthatjsdude.com%2F&h=3AQFDHxnLAQGh-6zfu4n2tM-RM3pzdV56aMEJLdQBFQ0sAA&enc=AZOw40UO5kOhQvh0zO-tsu6u6NQWCADgbgqQGrnjg52knPwITeKr1LNzHmGbJmArq4px0KKpw5szTdyb5n8sMz7-OOw_1EGLVEmIEaj-hx5ymFki7PcgLFn933Is1KimHtjoAgvE3V4KAj4M8309GoL3d9PrjjZr_6Pdmzr5oNk9i1G-OWN6ZzMdo6XTAt1g2FY&s=1) এর জন্য আরো কয়েকটা ইংলিশে ভিডিও বা ব্লগ লিখার ইচ্ছা ছিলো, করা হয়ে উঠেনি

১৪. একটা ডাবল সাইজের বেড কভার এখনো কিনা হয় নাই *tongue emoticon*   
.  
.  
আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে, আমাদের সফলতা। কোন একটা খুচরা সফলতা আপনাকে রিলাকটেন্ট করে তুলবে। আপনি ভাবতে শুরু করবেন। বাহ, আমিও তো পারি, তাই এখন একটু জিরিয়ে নেই। সেই খরঘোশ বাবু এর মত। তাই সফলতা অল্প একটু সেলিব্রেট করে, এনালাইসিস করেন, আর কি কি জিনিস অন্যভাবে করলে, আপনার কাজটা আরো ইজিয়ার হতে পারতো। বা সফল হইলেও কি কি জিনিস এর মধ্যে ভুল হইছে। বা পরবর্তীতে অন্য ভাবে করা যেতে পারে কিংবা একদমই করা উচিত হয় নাই।   
.  
.  
থিঙ্ক এবাউট ইউর ফেইলিউর। থিঙ্ক হাউ ইউ ক্যান চেঞ্জ ফেইলিউর টু সাকসেস। বিকজ, ফেইলিউর কুড ক্রিয়েট এ চাপা ক্রোধ, এ ক্র্যাজিনেস ইন ইউ, দ্যাট ইউল ড্রাইভ ইউ ফর ইউর গোল, ফর ইউর ডেসটিনি।   
.  
.  
অবশ্যই সাকসেস সেলিব্রেট করবেন। কিন্তু খেয়াল রাখবেন সাকসেস জেনো আপনাকে অলস করে না তুলে।

December 7, 2014

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152389396421891>)

চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে ডিফারেন্স যত কম হবে আপনি তত বেশি হ্যাপী হবেন।   
যত বেশী জিনিস ইগনোর করতে পারবেন, আপনি তত বেশি হ্যাপী হবেন।

যেটা চাচ্ছেন সেটা কোন অবস্থাতেই না পাইলে -  
১. চাওয়াটা পাল্টায় ফেলেন  
২. চেষ্টার স্টাইল চেঞ্জ করে ফেলেন   
৩. একটু ব্রেক নিয়ে, কোথাও ঘুরে এসে, কয়দিন রিলাক্স, চিল আউট করে আবার শুরু করেন   
৪. বড় চাওয়াটাকে ভেঙ্গে ছোট ছোট টার্গেট সেট করেন, ছোট টার জন্য লেগে পড়েন  
৫. কোথাও জট পাকিয়ে ফেল্লে, অন্য কাউকে এক্সপ্লেইন করার চেষ্টা করেন, তাইলে বুদ্ধি গজাবে

---

৬. টেনশন বাদ দিতে, ইয়োগা, মেডিটেশন বা বাচ্চাদের সাথে সময় কাটাতে পারেন   
৭. রিওয়াইন্ড, ফ্ল্যাশব্যাক খুঁজে বের করেন, কেনো কাজটা ভালো হইছে, কোন কাজটা অন্যকোন ভাবে করলে ভালো হইতো আর কোনটা ভুল হইছে। সেগুলা কোথাও লিখে রাখেন। স্পেশালি যেগুলা করা যাবে না, সেগুলা দেয়ালে টাঙিয়ে রাখেন।   
৮. একা একা না পারলে, অন্যজনদেরকে কাজে লাগিয়ে চেষ্টা করেন   
৯. সফল মানুষের আশেপাশে থাকেন, ডিসকাস করেন   
১০. সফল মানুষ না পাইলে, অনলাইনে তাদের লাইফ স্টোরি দেখেন

---

১১. কোন স্কিল বা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হইলে এক্সপার্ট কারো সাথে বিনাবেতনে হইলেও সময় কাটান। কে জানি সাইন্টিস্ট হবার জন্য, অন্য সাইন্টিস্টের ল্যাবে বিনা বেতনে ধোয়া-মোছার কাজ নিছিলেন। আপনার সেরকম রেস্টুরেন্ট বা সফটওয়্যার ফার্ম দেয়ার ইচ্ছা থাকলে কয়দিন, অন্য ফার্মে কাজ করে কাজ এবং বিজনেসটা ভালো করে বুঝতে পারেন।   
১২. ঘ্যানর ঘ্যানর করৈন্না পাব্লিকদের কাছ থেকে দূরে থাকেন। তারা সবকিছুতেই হতাশ। তাগো লগে দুই ঘন্টা থাকলে আপনি হতাশ টু দি পাওয়ার থ্রি হয়ে যাবেন।   
১৩. বি রেডি টু স্যাক্রিফাইস। ছোট খাটো পার্টি, বিয়ের দাওয়াত, আড্ডা মিস করলে জীবন ছ্যাড়াব্যাড়া হয়ে যাবে না। দুনিয়ার অনেক সফল মানুষের চরম অবিশ্বাসযোগ্য ত্যাগের কাহিনী আছে।   
১৪. যে কাজ করতেছেন তার মধ্যে আবেগ ও ভালোবাসা রাখতে হবে   
১৫. মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে, যাই হোক না কেনো আমি এর শেষ দেখে নিবো

---

১৬. আজাইরা প্ল্যান বানাবেন না। জাস্ট মেইক এ আউটলাইন এন্ড স্টার্ট ওয়ার্কিং   
১৭. অল্প একটু এচিভ করলেও সেটা সেলিব্রেট করেন   
১৮. কেউ সাপোর্ট করলে তাকে থাঙ্কু দেন   
১৯. অন্যের সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করেন, এবং ফিডব্যাক না দিলে, গুতাইয়া ফিডব্যাক আদায় করেন   
২০. টুক করে মাথায় যেটা আসবে, সেটা মোবাইলে বা কোন নোটবুকে টুকে রাখবেন সাথে সাথে। নাইলে আইডিয়া পরে হারায় যাবে। মনে করতে অনেক কষ্ট হবে।

---

২১. নতুন কোনো আইডিয়া বা নতুন কোন ট্রিকস বা নতুন করে কিছু ট্রাই করতে একসাইটেড থাকতে হবে   
২২. নিজের বিশ্বাসে এগিয়ে যাওয়ার কনফিডেন্স রাখতে হবে। ইভেন ধরা খাইলেও বিশ্বাস রাখতে হবে।   
২৩. দুনিয়া পুস্পশয্যা নয়। আনফেয়ার অনেক কিছু হবে। মুখের ভিতর থেকে খাবার কেড়ে নেয়া হবে। কিন্তু ক্ষিধা এবং চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।   
২৪. সফলতা আর সুখ এক জিনিস নয়। সফল মানুষের সুখে একটু ঘাটতি থাকতেই পারে।   
২৫. প্রিয়জনদের এবং ফ্যামিলিকে সময় দ্যান

---

It’s okay if you fail. It’s okay if you fail again and again even more than 20 times. It’s okay if you have to start over from the very beginning again and again. It’s okay if there is no one to help you. It’s okay everyone stops believing in you.

But it’s not okay if you stop trying.

November 30, 2014

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152377951991891>)

চা খাওয়ার অভ্যাস ডেভেলপ হয় ছোট্ট বেলায় সকালে এক কাপ দিয়ে।   
বাসায় সবাই খায়, আপনারেও এক কাপ দেয়।   
একটু টিং-টিঙ্গা হইলে, বিকালে নাস্তার পর, আরেক কাপ।   
এইদিক ঐদিক গেলে, টংয়ের দোকানে ফাঁকেফূঁকে এক কাপ।   
গাইগুই করে কাউরে খসাতে পারলে, এক্সট্রা আরেক কাপ।   
অফিসে ফ্রি। পরীক্ষা আসলে, ফ্লাস্ক ভর্তি।

---

চা খাওয়া নিয়ে, ইয়াং, তাগড়া যুবক-যুবতীর টেনশন করার কিচ্ছু নাই।   
লুক এট ইউর সিনিয়র ভার্সন।   
চা খাওয়া এক ধরনের ডিপেনডেন্সি।   
এখন বুঝবেন না, বুড়া হইলে টের পাবেন।   
আম্মু বা চাচ্চুদের দেখেন, সকাল বেলা চা না হইলে কিচ্ছু করতে পারে না।   
মাথা ধরে, কনসেনট্রেশন আসে না। উসখুস লাগে, জোশ পায় না।  
ইয়াং পোলাপানও আছে,   
ঘুম থেকে উঠে বা অফিসে গিয়ে, আগে কফি তারপর কাজ।

---

দেশ ছাড়ার আগে থেকে ঠিক করছিলাম, আর চা-কফি খাবো না।   
গত পাচ বছরে, এক চুমুক চা-কফি খাই নাই।   
ঠান্ডার দেশ। বরফের মধ্যে কফি না খাইলে কি ঝমে?   
আমারতো দিব্যি চলে যাচ্ছে।   
সকালে উঠে চা বানাতে হয় না।   
অফিসে যাওয়ার আগে কফি শপের লাইনে দাড়ানো লাগে না।   
মাঝে মধ্যে ঘুম পাইলে একটু হেটে আসি বা চোখে পানি দেই।   
আর আমি কখনোই রাত জেগে পড়তাম না। এখনো জাগি না।   
সবসময়ই সাড়ে দশটায় ঘুম দেই, সকালে সাড়ে পাচটার মধ্যে উঠে যাই।   
সকালের প্রডাক্টিভিটি, ভোর রাতে বা দিনে ভুলেও পাবেন না   
স্লোলি, একটা হেলথি লাইফ স্টাইল ডেভেলপ করেন।   
অনেকে বলে, এতো তাড়াতাড়ি ঘুম আসে না।   
জিমে যান, পাচ মাইলে দৌড়ায় আসেন। ফিজিক্যালি টায়ার্ড থাকলে   
আপনার ঘুম ঠেকানোর সাধ্য কারো বাবার নাই।

---

চা-কফি নিয়ে অনেক রিসার্চ পড়েছি   
রিপোর্টে বলে, কফির মধ্যে ক্যাফিন আছে। সেটা ব্রেইন চাঙ্গা রাখে   
তলা দিয়ে বিশেষ দ্রষ্টব্য আছে, বেশি খাওয়া ঠিক না   
আবার অনেক জায়গায় বলা আছে, গ্রিন টি ক্যান্সার প্রতিরোধ করে   
ম্যাক্সিমাম সময় দেখা যায় রিসার্স ফান্ডেড বাই, আম্রিকান টি ফাউন্ডেশন।   
তবে, চা-কফি সিগারেট বা কোক ফানটার মতো খারাপ না হইলেও   
এইটা এক ধরনের ডিপেনডেন্সি বা নেশা।   
বুঝলে বুঝ, না বুঝলে তরমুজ

---

মানুষ অভ্যাসের নয়, অভ্যাস মানুষের দাস।

September 7, 2014

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152230262911891>)

আমরা ছুতা ধরে বসে থাকি। হাত-পা ঘুটিয়ে আরাম বোধ করি। ভয়ের চোটে রকিং চেয়ারের মতো দুলতে থাকি। van wilder মুভির একটা কথা আমার ভালো লেগেছে, "Worrying is like a rocking chair. It gives you something to do but it doesn't get you anywhere."

---

টার্মিনেটর খ্যাত বডি বিল্ডার আরনল্ড সুয়ার্জনেগার যখন সিনেমাতে অভিনয় করতে চাইছিলেন তখনকার স্ট্রাগল সম্পর্কে উনি বলেছেন, "It was very difficult for me in the beginning – I was told by agents and casting people that my body was 'too weird', that I had a funny accent, and that my name was too long. You name it, and they told me I had to change it. Basically, everywhere I turned, I was told that I had no chance."

---

আমার সবচেয়ে প্রিয় মুভি, The Pursuit of Happyness এর Chris Gardner তার ছেলেকে বলেছেন, "Hey. Don't ever let somebody tell you... You can't do something. Not even me. All right? You got a dream... You gotta protect it. People can't do somethin' themselves, they wanna tell you you can't do it. If you want somethin', go get it. Period."

---

Rudy মুভিতে ফরচুন বলেছেন, "You're 5 foot nothin', 100 and nothin', and you have barely a speck of athletic ability. In this life time, you don’t have to prove nothing to nobody, except yourself. And after what you’ve gone through,if you haven’t done that by now, it ain’t gonna never happen."

---

রম্বো খ্যাত -সিলভেস্টার স্টালন Rocky মুভিতে ”Nobody is gonna hit as hard as life, but it ain’t how hard you can hit. It’s how hard you can get hit and keep moving forward. It’s how much you can take, and keep moving forward. That’s how winning’s done.”

---

আলপাচিনো Any Given Sunday মুভিতে “All comes down to today, and either, we heal as a team, or we’re gonna crumble. Inch by inch, play by play. Until we’re finished. We’re in hell right now, gentlemen. Believe me. And, we can stay here, get the shit kicked out of us, or we can fight our way back into the light.”

----

Bridesmaids মুভিতে মেগান চমৎকার একটা ডায়ালগ মেরেছেন, "I don't associate with people who blame the world for their problems. You are your problem. You are also your solution."

---

লাস্ট বাট নট দ্যা লিস্ট, “Run, Forrest, run!”

----------------------------  
Deleted scene  
----------------------------

১. ওয়ার ফটোগ্রাফার মুভিতে, " Fear is not what's important, it's how you deal with it. It would be like asking a marathon runner if they feel pain. It's not a matter of whether you feel it, it's how you manage it."

--

২. Chocolat মুভিতে একটা দারুন কথা ছিলো, "I think we can't go around measuring our goodness by what we don't do, by what we deny ourselves, what we resist, and who we exclude. I think we've got to measure goodness by what we embrace, what we create, and who we include."

August 23, 2014

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152199991356891>)

স্কুল কলেজে এমন একটা সাবজেক্ট সবসময়ই ছিলো যেটারে আপনি ভয় পাইতেন। ধরেন সেটা হচ্ছে কেমিস্ট্রি।

----

কেমিস্ট্রি ভয় লাগে কারন লম্বা লম্বা রিঅ্যাকশনের আগা মাথা কিচ্ছু আপনার মাথায় ঢুকে না। তো, সেগুলা বুঝেন না দেইখ্যা কেমিস্ট্রি পড়া তো দুরে থাক বই খুলতেই ইচ্ছা করে না। কারণ আপনার মনে হয় এই সাবজেক্ট অনেক কঠিন। অন্য সব সাবজেক্ট পড়া হইলেও কেমিস্ট্রি পড়া হয় না। এখন ব্যাপারটা যদি উল্টা দিক থেকে সামারি আকারে দেখি তাইলে দাড়ায় "আপনি কেমিস্ট্রি পড়েন না, তাই পারেন না"

----

আপনি যখন আরামের জায়গা ছেড়ে দিয়ে নতুন কিছু ট্রাই করেন, আপনি তখন বুঝতে পারবেন আপনার কিছু ট্যালেন্ট বা কোয়ালিটি আছে। আপনি যদি ট্রাই না করেন তাইলে আপনি সেগুলা বুঝতেই পারতেন না। ধরেন সাকিব আল হাসান ফুটবলার হতে চাইছিলেন। তারপরেও কয়েকদিন ক্রিকেট ট্রাই না আমরা বিশ্বের সেরা অলরাউন্ডার পেতাম না। আপনি যদি জীবনে নতুন কিছু খেয়ে দেখার ট্রাই না করতেন তাহলে আপনাকে এখন ফিডার নিয়ে থাকতে হতো। স্বপ্নের বাস্তবায়নও একই রকম। এক ভাবে কাজ না করলে অন্য ভাবে ট্রাই করতে হবে। আর কোনোভাবে ট্রাই করলে সেটা যদি কাজে লাগে সেটা চালিয়ে নিতে হবে। প্রথম প্রথম কিছুদিন খুবই টাফ যাবে। কিন্তু আপনি যখন অর্জন করে ফেলবেন তখন সবাই পিছনে ফিরে দেখে হয়তো বলবে, আরে বাহ্ এইটা করে ফেলছ!! এত্ত কঠিন কাজ। কেম্নে সম্ভব। ব্যবসা করে প্রথম ১ কোটি টাকা বানানো যতটা কষ্ট হয়, পরের ১ কোটি এর জন্য দশভাগের এক ভাগ কষ্ট হয়না।

---

তেমনি আপনার স্বপ্ন বা লক্ষ্য কখনোই আরামের হবে না। অন্যরা সবাই সন্ধ্যার সময় চা বিস্কুটের আড্ডায় বাংলাদেশ টিম কিভাবে হারছে সেটা নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত। আপনি টুক টুক করে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। সবাই নাটক দেখে নাক ঢেকে ঘুমাচ্ছে আর আপনি জেগে আছেন। সবাই অফিস করে বাসায় চলে গেছে, আপনি সাধনা চালিয়ে যাচ্ছেন। কানে হেডফোন দিয়ে চেংড়া পোলাপান গান শুনছে, "চিকেন তান্দুরি" বা "ঢাকার পোলা ভেরি ভেরি স্মার্ট" আর আপনি শুনছেন GRE ওয়ার্ড।

-----

আপনি যদি জীবনে মোড় নিতে চান, নতুন কিছু করতে চান, পাশে কাউরে পাবেন না। এমনকি আপনার নিজের বাপ-মা ই বাগড়া দিয়ে বসবে। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া জীবনে কেউ কিছু করতে পারে সেটা তাদের মাথায় ঢুকে না। আমার একটা ফ্রেন্ড ছিলো যারে তারবাবা ক্রিকেট খেলতে যেতে দিতো না। সে প্রাকটিস করার জন্য মুজার ভিতর বল ঢুকিয়ে সিলিং থেকে ঝুলিয়ে প্রাকটিস করতো, যখন তার বাবা বাসায় ছিলো না। তাসকিনের বাবা তার পিঠে ব্যাট ভাঙ্গছিলো। তারা হেল্প করাতো দুরে থাক, দূর থেকে দাড়িয়ে উপহাস করবে। তারপরেও আপনাকে আপনার লক্ষে এগিয়ে যেতে হবে। যদি তোর ঢাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলতে গেলে হোচট খাবেন, ভুল করবেন, ব্যখ্যা খুঁজে পাবেন না আপনি কেনো সেটা করছেন। একসময় নিজেই মনে করবেন, "অনেক হইছে বাপ এইবার বাদ দাও" কিন্তু ছেড়ে দেয়া যাবে না। নিজের উপর ভরসা রাখতে হবে। দিনাজপুরে কে জানি শেষ বয়সে এসে ডিগ্রী পাশ করছে ২৭বার বা তরো বেশি বার পরিক্ষা দিয়ে। এমনকি নিজের ছেলের সাথে পরীক্ষা দিতেও হয়েছে তাকে।

-----

তো আপনি ছেড়ে দিতে পারবেন না। যতক্ষণ না আপনি যেটা করতে চাইছিলেন সেটা অর্জন করতে পারেন। আপনি মাঝপথে ক্লান্ত হবেন, পায়ে ফোস্কা পড়বে তাও লেগে থাকতে হবে। কারণ যতক্ষণ না আপনি ছেড়ে দিয়ে পালাচ্ছেন ততক্ষণ সম্ভাবনা থাকবে সফল হবার। তাই কয়েকদিন পর পর নিজেরে জিগ্যেস করুন, "আমি কি নিজেরে চ্যালেঞ্জ করছি, নতুনভাবে কোনো কিছু করার জন্য ট্রাই করছি বা নতুন কিছু শিখছি? নাকি যেটুকু পারি সেটা নিয়ে আরামসে নাক ঢেকে ঘুমাচ্ছি"

-----

এখন আপনি যদি জিগ্যেস করেন, "ভাই আমারতো আইডিয়া নাই, কি করবো। নতুন কোনো আইডিয়া দেন" আমার উত্তর হচ্ছে কবরস্থানে চলে যান। কারণ দুনিয়ার হাজার হাজার মানুষ তাদের স্বপ্ন বা আইডিয়া নিয়ে দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় কিচ্ছু করে নাই। এখন সেগুলা নিয়ে কবরে শুয়ে আছে। আপনি সেখানে যান, আইডিয়া গুলা এখনো ফ্রেশই আছে। উনারা শুরুই করে নাই এমনকি কাউরে বলেও নাই। বাই দ্যা ওয়ে, আপনিও আপনার আইডিয়া নিয়া কবরে চলে যেতে পারেন। ব্যপারটা মন্দ না। আপনার টাইপের সাঙ্গপাঙ্গ লাখো লাখো আছে।

August 19, 2014

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152192671746891>)

জীবনের প্রতি আপনার বিতৃষ্ণা আসতেই পারে। এমন কিছু করে ফেলতে পারেন বা ঘটে যেতে পারে যার কারনে আপনি নিজেকেই নিজে ঘৃনা করছেন। আপনার সব স্বপ্নগুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতেই পারে। বাচার একমাত্র অবলম্বন যা ছিলো তাও খুইয়ে ফেলতেই পারেন। সবচয়ে কাছের মানুষটা বিশ্বাস ঘাতকতা করতে পারে। প্রেমখানরে অমর করে ফেলতে চাইতেই পারেন। একটা মজনু মজনু ফিলিংস আসতেই পারে। আপনার বুকের ভিতর চাপা কষ্টগুলো, মলম লাগানো তো দূরে কথা, চিনচিন ব্যথা কান পেতে শুনার জন্য বাসায় একটা টিকটিকিও নাই। এমন ঘটনা ঘটে গেছে যে লজ্জায়, ঘৃণায় মুখ দেখাতে ইচ্ছা করছে না। হাজার বার চেষ্টা করেও ভাগ্যের চাকা ঘুরাতে পারেন নাই। সারা জীবন জ্যামের মধ্যেই পড়ে ছিলেন। যেটাতেই হাত দিছেন সেটাই ব্যর্থ। সিম্পল ব্যর্থ না, সুপার ডুপার ব্যর্থ। এখন আপনার কাছে তিনটা অপশন আছে -

--------  
অপশন  
--------  
১. সবচেয়ে সহজ হচ্ছে সুসাইড খাইতে পারেন। কয়দিন আগে রবিন উইলিয়াম করছে। ন্যান্সি চেষ্টা করছে। কচুগাছ টাইমস বিডি ডট কমে ফলাও করে নিউজ আসছে। আপনিও ট্রাই মারতে পারেন। এই চান্সে হালকা পপুলারও হয়ে যেতে পারেন।

২. আপনি চুপচাপ ঘরের মধ্যে পড়ে থাকতে পারেন। দুনিয়ার সবার কাছ থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখতে পারেন। আপনার খারাপ অবস্থা আরো খারাপ করে ফেলতে পারেন।

৩. আপনি ঘুরে দাড়াতে পারেন। ঝেড়ে ফেলতে পারেন যা হইছে সব কিছু। আগের অবস্থার চাইতে আরো অনেক অনেক ভালো করতে পারেন। মরে গেলে গ্যারান্টি আপনি এর চাইতে ভালো থাকতে পারবেন না। কারণ ধর্মে বলছে দোজখের আগুনে পুড়বেন। যেটা দুনিয়ার আগুনের চাইতে ৭০ গুন বেশি। ভাই, আপনি দুনিয়ার একগুনই সইতে পারতেছেন না আর সখ করে ৭০ গুনে ঝাপ দিচ্ছেন। বুইঝেন কিন্তু।

--------  
করনীয়   
--------  
১. একটু পিছন ফিরে দেখেন। আপনার চেষ্টাগুলোকে মূল্যায়ন করেন। ওভারঅল আপনি হয়্তো ব্যর্থ। কিন্তু এর মধ্যে দুই এক ডিগ্রী বা মাইক্রো লেভেলের অনুকূল কিছু নিশ্চয়ই ঘটছে। জাস্ট ফ্ল্যাশ ব্যাক করে দেখতে পারেন। একদম ইচ্ছা না করলে, করার দরকার নাই। ধরেন, ক্লাসে ভালো রেজাল্ট করতে পারতেন না। একদম শেষের দিকে থাকতেন। তবে মোকছেদের চাইতে দু চার নম্বর বেশি পাইতেন। পরীক্ষায় নিয়মিতই ফেল করলেই, টিচার টুলের নিচে মাথা ঢুকিয়ে পিঠের মধ্যে মারতো দেদারছে। ক্লাস সেভেনের বিজ্ঞানে মোকছেদ যথারীতি ফেল করায়, যেই টেবিলের নিচে মাথা ঢুকাইছে আর টুপুস করে তার প্যান্ট নিচে পরে গেছিলো। হয়তো নিজের অজান্তেই হেসে দিছেন সেই ঘটনা মনে করে। আর সেটা না হলেও আপনি সফল কেননা অন্তত আপনার প্যান্ট খুলে পড়ে যায়নি ক্লাসে।

--

২. একটা কাগজ কলম নিয়ে বসতে পারেন। দুইটা কলাম বানাবেন। বামপাশে আপনি কি কি করছেন আর ডানপাশে আপনার কি কি করা উচিত ছিলো। ডানপাশের গুলা বাস্তব সম্মত নাও হতে পারে। তাও লিখে ফেলেন। আবার যদি করেন তাইলে এইটা কাজে লাগবে। তিন ক্যাটাগরি করেন। কোনগুলা আপনি ভালো করছেন, কোনগুলা ভালো কিন্তু আরো ভালো হতে পারতো আর কোনগুলা খারাপ হইছে পরের বার ভুলেও করা যাবে না।

--

৩. অল্টারনেটিভ রাস্তা চিন্তা করেন। ধরেন আপনি রাজশাহি থেকে ঢাকায় আসবেন। জামা কাপড়ে দুর্গন্ধ দেখে গ্রীনলাইনের কাউন্টারে আপনাকে এসি বাসের টিকেট দিলো না। তারমানে এই নয় যে আপনার ঢাকায় আসার আর কোনো উপায় বাকী থাকলো না। আপনি লোকাল বাসে ট্রাই করেন। সেটা না হলে, ট্রেনে। তারপরে ডাইরেক্ট বাস না পাইলে ভেঙ্গে ভেঙ্গে। না হইলে টেম্পু রিক্সা ধরে। অথবা নদী পথে। আর শেষমেষ পায়ে হেটেও আসতে পারেন। আর বুদ্ধি হালকা থাকলে দুই কেজি বাদাম কিনে ট্রেনে বিক্রি করতে করতে ঢাকায় চলে আসবেন ফ্রি আর মাঝখানে কিছু মুনাফা হয়ে যাবে। অল্টারনেটিভ উপায় নিজে খুঁজে না পাইলে অন্য কারো সাথে আলোচনা করেন।

--

৪. কারো সাথে কথা বলেন। শেয়ার করেন। একজন শুনতে না চাইলে অন্যজনের কাছে করেন। পরিচিত কেউ হতে হবে এমন না। ডিপার্টমেন্ট এর সিনিয়র টিচার হতে পারেন। অথবা আপনার টেডি বিয়ার থাকতে পারে বা পোষা কুকুর বা বিড়াল তাদেরকে বলেন। আর কাউরে না পাইলে একটা গাছের সামনে দাড়িয়ে আপনার মনের দুঃখের কথা বলেন।

--

৫. কোনো জায়গায় আপনার যেতে ভালো লাগলে সেটাতে যান। বা কোনো কিছু খাইতে ভালো লাগলে সেটা খান। বা প্রিয় কোনো মুভি বা নাটক বা হাসির কোনো ভিডিও দেখেন। ফেইসবুকে ফানি ভিডিও বা লেইম জোকস পরেন। আমি যেমন, বিগ ব্যাঙ থিওরি, থ্রি ইডিওটস, টু এন্ড এ হাফ ম্যান ইত্যাদির ভিশন ফ্যান। মন ভালো থাকলেও দেখি খারাপ লাগলেও দেখি। এইগুলার এক একটা সিন ৫০বার করে দেখছি তারপরেও চান্স পাইলে রিভাইজ দেই। তবে ভুলেও সাইকো বা ক্রেজি টাইপ মুভি দেখবেন না। যেমন, saw বা গেইম অফ থ্রোন, ব্রেকিং ব্যাড, এইসব হাবি জাবি আছে না।

--

৬. মোবাইলের ফোনবুকের A থেকে Z পর্যন্ত যান। তারমধ্যে কিছু ফ্রেন্ড আছে ৪/৫ বছর কথা হয়ে না। কিন্তু একসময় প্রতি বিকেলে হাটতে যাইতেন। তাদের কে একটা করে ম্যাসেজ দেন বা কল করেন। পুরান কিছু স্মৃতি ভেসে উঠবে। বর্তমানের সমস্যা অল্প সময়ের জন্য হলেও হারিয়ে যাবে। বা ফেইসবুকে গিয়ে সার্চ দেন, "Pictures of my friends before 2008" অনেক মজার পিকচার দেখবেন। লাইক এবং কম্মেন্ট করেন। পুরান বন্ধুদের সাথে একটা কনভারসেশন ঝমে যাবে অনেক অনেক দিন পরে।

--

৭. একটু ডিফারেন্ট কিছু করে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। কোনো কাজের মধ্যে। দরকার হলে ২ ঘন্টা পায়ে হেটে ধানমন্ডি থেকে গুলশান যান এবং ফেরত আসেন। রাস্তার মধ্যে কেউ একজন ভারী একটা বস্তা নিয়ে পার হতে পারছে না। তাকে পারে করে দেন। কোনো ভিখারীর সাথে ঝমিয়ে আড্ডা দেন বা পুচকার দোকানে গিয়ে বলেন, আজকে ফ্রি সব প্লেট আপনি ধুয়ে দিবেন। শারিরিক পরিশ্রম করেন। দেখবেন, ঘুম আনানোর জন্য ট্যাবলেট খাওয়া লাগবে না।

--

৮. সামাজিক কোনো কাজের সাথে নিজেকে সংযুক্ত করেন। লাইক ভলান্টিয়ার বা পথশিশুদের নিয়ে অনেক গ্রুপ আছে। আর না হইলে বড় একটা বস্তা নেন এবং শাহবাগ থেকে টিএসসি পর্যন্ত যত ঠোঙ্গা পড়ে আছে সেগুলা ক্লিন করেন। করে কোনো ঠোঙ্গাওয়্লার কাছে বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে কোনো টোকাইরে লান্স কোরান। বা ঐরকম কোনো একটা গ্রুপের সাথে মিশে যান। ব্যস্ত সময় কাটান দেখবেন অনেক কিছুই ভুলে গেছেন।

--

৯. ড্রিম বা স্বপ্ন বাস্তবায়ন থেকে হাল্কা ব্রেক নেন। কয়দিন গ্যাপ নেন। ফ্রেশ হয়ে নেন। তারপর আবার শুরু করেন। বা লক্ষ্যটাকে মডিফাই করেন। বা লংটার্ম গোল টা আপাতত বন্ধ রেখে ছোট সহজ কিছু ট্রাই করেন।

--

১০. এখন লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছেন না। বন্ধুরা সবাই পাশ করে ফেলছে আপনি ফেল। জিনিসটা স্বাভাবিক ভাবে নিতে পারছেন না। তাইলে নতুন কোনো পরিবেশে চলে যান। মামার বাড়ি বেড়ায় আসেন বা দেশের বাড়িতে চলে যান।

--

১১. কোনো কিছু নিয়ে কারো সাথে ভুল বুঝাবুঝি হইসে। আপনার দোষ ছিলো না। ভুল হয়তো তারই ছিলো। সেটাও কয়েকবছর আগের কাহিনী। তাও গিয়ে সরি বলেন। দেখবেন সে আবার আপনার বেস্ট ফ্রেন্ড হয়ে যাবে।

----  
বন্ধু হিসেবে আপনি কি করতে পারেন   
----  
আপনি যখন দেখবেন আপনার গ্রুপের একজন হঠাৎ করে আর আড্ডায় আসতেছেনা। জীবন নিয়ে খুবই উদাসীন মার্কা পোস্ট দিচ্ছে ফেইসবুকে। চ্যাটে নক করলে রিপ্লাই দেয় না। বা পরীক্ষায় রেজাল্ট খারাপ করে বেশ কয়েকদিন গায়েবুল হওয়া হয়ে গেছে। ফোন ধরছে না। আপনি বুঝে ফেলবেন। ডাল মে কুছ কলা হে। তখন আপনার করনীয় হচ্ছে -

--

১. প্রথম কাজ হচ্ছে শুনা। ধৈর্য সহকারে মনোযোগ দিয়ে শুনা। অনুভব করে তাকে বুঝার চেষ্টা করা। একদম না পারলে সেটার ভান করেন। তাও ওর কাজে লাগবে। তাকে সেই লেভেলের কমফোর্ট দিতে হবে যাতে মনের কষ্ট পুরাপুরি খুলে বলে।

--

২. তাকে তুচ্ছ বা হেয় প্রতিপন্ন্য করবেন না। বা এই অবস্থার জন্য দায়ী করবেন না। সমবেদনা দিবেন। নিজের বা অন্যকারো খারাপ সময়ের কথা বলতে পারেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে যাতে ঐ ঘটনা তার মানসিক অবস্থাকে আরো খারাপ করে না দেয়। বুঝানোর চেষ্টা বা তর্ক করতে যাবেন না, তাইলে সে ঘুটিয়ে ফেলবে নিজেকে। তার লাইনে কথা বলেন।

--

৩. আস্তে আস্তে তাকে আশার আলো দেখান। একদিনে চেঞ্জ হবে না। সেটার চেষ্টা করবেন না। এই সময় সাধারনত বাসার বাইরে আসতে চায় না। আপনার কাজ হচ্ছে বাইরে নিয়ে আসা। কিন্তু জোর করা যাবে না। স্লো হইলে স্লোলি চেষ্টা করা। এবং স্বাভাবিক লাইফে নিয়ে আসেন।

--

৪. নিজেকে শেষ করে ফেলতে পারে এমন কিছু দেখলে সরিয়ে ফেলতে হবে। আর যদি বলে ৪০টা ঘুমের ট্যাবলেট এনে দিতে। ভুলেও দিবেন না। জোড়াজুরি করলেও না। এই কমন সেন্স না থাকলে তার সাথে দেখা করারই দরকার নাই।

--

৫. অনেকক্ষেত্রে হেল্প নিতে চাইবে না বা ঘুটায় রাখবে। তখন এই অবস্থা তার ফ্যামিলি বা আপন জনদের জানাতে হবে। অথবা অন্য কাউকে দিয়ে চেষ্টা করান।

--

৬. জেদী করে তুলবেন না। ক্ষেপাবেন না। আর যদি বলে যে, আমাকে ঐটা না করতে দিলে আমি সুইসাইড করমু। সেটা নিয়ে ঝগড়া বাদিয়ে দিবেন না। ফ্যামিলির লোকজন অনেক সময় সুইসাইডের থ্রেড সিরিয়াসলি নেয় না। সেটা করা উচিত না। এইসব ক্ষেত্রে তাকে একলা ছেড়ে দেয়া বা রুমে একা থাকতে দেয়া বিপদজনক।

--

৭. ইদানিং মিডিয়া গুলা আরো ফালতু হইছে। কেউ সুইসাইড করলে তার লজিক বের করে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করে। ফলাও করে নিউজ ছাড়ে। এইটা আসলে অন্যদের খারাপ অবস্থাকে আরো খারাপ করে দেয়। কিন্তু ডিপ্রেশন কাটায় উঠবে কিভাবে সেটা কুল করে ডিস্ক্রাইভ করে না।

--

জীবন মানে যুদ্ধ। আর যুদ্ধের মধ্যেই থাকে জয়-পরাজয়। আর পরাজয়ে: হতাশ হয়ে বসে থাকা যেমন আপনার চয়েস তেমনি পুনরায় ঝাপিয়ে পড়াও আপনার চয়েস।

August 17, 2014

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152188747796891>)

বারে বারে লাথি দিলে তালা ঠিকই ভাঙ্গবে, স্বপ্নের দরজাটা একদিন খুলবে। তবে বারে বারে লাথি কিন্তু একটা তালাতেই দিতে হবে। একদিন জেলের তালা, আরেকদিন শপিং মলের তালা আর তার পরেরদিন গার্লফ্রেন্ডের বাসার গেটের তালায় লাথি দিলে কোনটাই খুলবে না। আর লাথি দিতে গেলে যদি মনে ভয় ঢুকে "শেষপর্যন্ত তালা যদি না ভাঙ্গে" বা আমি যে তালাটা ভাঙ্গতে পারলাম না সেটা যদি কেউ দেখে ফেলে। অথবা একসময় আমার নিজেরই পা ব্যথা করা শুরু হবে, তখন আমি কি করবো। এইটা যেই বড় আর ভারী তালা রে ভাই, এইটা মনে হয় ভাঙ্গবে না। সবে মাত্র বিয়ে করেছি। আগে সংসার টা ঘুচাই নেই, ২/৩ বছর সময় যাক। তারপর বাপ বেটা মিলে এক সাথে ভাঙ্গবো। মাসে মাসে ৮৭ হাজার টাকা ডাইরেক্ট ব্যাঙ্কে ডিপোজিট হয়। তালা ভেঙ্গেতো মাসে মাসে এত টাকা পাওয়া যাবে না। আপনার স্বপ্ন বাস্তবায়নের সবচেয়ে বড় অন্তরায় আপনি নিজে। কারণ, বনের বাঘে খায় না, মনের বাঘে খায়। ৯৯% লোক তাদের লক্ষে পৌছতে পারে না, কারণ তারা যাত্রা শুরুই করে না।

উইলিয়াম শেড বলেছেন "A ship in a harbour is safe, but that is not what ships are built for."

=> => => =>  
ধরেন, আপনি পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে চান। অন্য কেউ উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গেছে বা মাঝপথে কুকুরে কামড়িয়ে জ্বলাতঙ্ক বাধিয়ে দিয়েছে। সেই ভয় যদি আপনাকে ঘায়েল করে ফেলে তাইলে আপনার লক্ষ্য হওয়া উচিত, পাহাড়ের তলায় ঝালমুড়ি বিক্রি করা। ব্যপারটা এমন না যে, আপনি এক দৌড়ে চূড়ায় উঠে যাবেন বরং চূড়া টা আপনার লং টার্মগোল কিন্তু শর্টটার্ম লক্ষ্য হবে পরবর্তী দশ হাত। এই দশ হাত উঠার পর নেক্সট টার্গেট পরবর্তী পনেরো হাত। তারপর আপনার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী উপরে উঠার স্ট্রাটেজি বা এপ্রোচ এডজাস্ট করবেন। এমনও হতে পারে, মাঝপথে এসে আপনার বাথরুম চেপে গেলো, তখন নিচে নেমে বদনা ভর্তি পানি বা টয়লেট টিস্যু নিয়ে যেতে হলো। এইরকম একাধিক বার আপনাকে আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। খুবই কমই কাজ আপনি এক চান্সে ফিনিশ করে ফেলবেন। প্রোগ্রামিং প্রজেক্টে এমন হয় যে মাঝপথে গিয়ে দেখা গেলো এই লেঙ্গুয়েজ বা ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে কাজ হবে না আবার নতুন প্রোগ্রামিং লাঙ্গুয়েজ দিয়ে শুরু করা লাগবে। আপনি প্রথম প্রথম প্রোগ্রামিং শুরু করলে এমন হবে। তবে দ্বিতীয় বার স্টার্ট ওভার করলে আগের জায়গা পর্যন্ত পৌছতে আপনার বেশি সময় লাগবে না। কারণ আপনি জানেন কেম্নে কেম্নে যাইতে হয় আর কি কি চ্যালেঞ্জ ছিলো।

হেনরি ফোর্ড বলেছেন, “Failure is only the opportunity to begin again, only this time more wisely.”

=> => => =>  
আপনার মূললক্ষ্য কিন্তু ঠিক থাকবে। আপনি দুইদিনে হাল্কা একটু বেশি আগায়ে গেলে বা মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি হলে, আপনি রিলাকটেন্ট হয়ে যান। খালি ৫ মিনিটের ন্যাপ নিতে মন চায় আর তখন কিউট খরগোশ বাবুর মতো ৫ মিনিটের জায়গায় ৫ দিন নাক ঢেকে ঘুমাইলে, কচ্ছবের বাচ্চাতো চ্যাম্পিয়ন হবেই। বেশী আয়েশ করতে গেলে দেখবেন, আপনার ড্রিম অন্যকেউ এচিভ করে ফেলছে। উইল রজার্স বলেছেন, "Even if you are on the right track, you will get run over if you just sit there." এর বাংলা মানে হচ্ছে, আপনি যদি কনস্ট্যান্টলি আপনার ড্রিম নিয়ে কাজ না করেন, তাইলে অন্যকারো ড্রিম বাস্তবায়নের জন্য আপনাকে কাজ করতে হবে। যাকে আমরা বলি চাকুরি।

=> => => =>  
আপনার লক্ষ্য কিভাবে হাসিল করবেন সেটার আউটলাইন বানান। প্ল্যান বানিয়ে টাইম নষ্ট করবেন না। কারণ পারফেক্ট প্ল্যান স্বয়ং বিধাতা ছাড়া কেউ বানাতে পারবেন না। পারফেক্ট সময়, পারফেক্ট আইডিয়া, পারফেক্ট মুড বলতে কিচ্ছু কোনোদিন পাবেন না। সেগুলার জন্য চেষ্টা বা অপেক্ষা করে কোনো লাভ নাই। বরং ঝালমুড়ি খান। আর যদি সকল বিপত্তি পেরিয়ে আপনি লক্ষে পৌছে যান, তখন দেখবেন শখানেক এমবিএ গবেষণা করে বের করবে ঐটাই পারফেক্ট টাইম, পারফেক্ট স্ট্রাটেজি এবং পারফেক্ট আইডিয়া ছিলো। কিন্তু এইটা অর্জন করতে আপনাকে কত কত ত্যাগ করা লাগছে, কত চোখের জল প্লাস কপালের ঘাম প্লাস নাকের সর্দি মিশায়ছেন, কতগুলা বিনিদ্র রজনী কাটাইছেন, কতদিন পকেটে টাকা ছিলো না দুপুরে খাবার কেনার বা মেসের ভাড়া দিতে না পারার লজ্জায় হুডির ভিত্তে মুখ ঢেকেছিলেন, সেটা তারা দেখবে না। জন ক্রো বলেছেন, "It takes a strong fish to swim against the current. Even a dead one can float with it."

=> => => =>  
আপনি যতোটা মরিয়া হয়ে ঘুমাইতে চান, ততোটা মরিয়া হয়ে কাজ করলে, আপনার লক্ষের অর্ধেক রাস্তা পার হয়ে যেতেন অনেক আগেই। আর দেরী নয়, জাস্ট শুরু করে দেন। পরাজিত হবার ভয়ে আপনি যদি মাঠে খেলতেই না নামেন তাইলে কোনোদিন জিততে পারবেন না। জিততে হলে আপনাকে মাঠে নামতেই হবে। হোচট খাইতেই হবে। আপনার পায়ে চোট লাগলে সেটা কতক্ষণ থাকবে। ১০-২০ মিনিট, ১-২ ঘন্টা, ১-২দিন, ৩-৪ সপ্তাহ নচেৎ ১ বছর। তারপর কিন্তু ঠিকই ব্যথা নাই হয়ে যাবে, ক্ষত শুকিয়ে যাবে, দাগ মুছে যাবে। এই চোট নিয়ে আপনি সারা জীবন বসে থাকতে পারেন বা মাঠে নেমে আবার চ্যালেঞ্জ নিতে পারেন। Never be afraid to loose.... you cant always win. জর্জ বার্নাড শ বলেছেন, "When I was young, I observed that nine out of ten things I did were failures. So I did ten times more work."

=> => => =>  
অনেক সময় আপনি সঠিক পথে থাকলেও আপনারে জোর করে আপনার লক্ষ্য থেকে দুরে সরায় দিবে। আপনি যেটা ডিজার্ভ করেন সেটা অন্য কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে। তখন আপনার কষ্ট লাগবে কিন্তু সেই শোককে শক্তিতে রূপান্তর করে আবার নামতে হবে। কয়দিন আগে ওয়ার্ল্ডকাপে একজন প্লেয়ারকে পিছন থেকে কিক মেরে মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিছে, তার কোনো দোষ ছিলো না তারপরেও তার স্বপ্ন থেকে তাকে ছিটকে ফেলা হইছে। তাই বলে কি সে খেলা ছেড়ে দিবে। তারপর তার টিম সেমিফাইনালে সবচেয়ে লজ্জাজনক ভাবে হেরেছে। এখন সেই টিম যদি খেলা ছেড়ে দেয় তাইলে আর কোনদিন ওয়ার্ল্ডকাপ জিততে পারবে না। সবভুলে গিয়ে নেক্সট ওয়ার্ল্ডকাপে তাদের নব্য উদ্যমে শুরু করতে হবে। আপনার জীবনে এমন লজ্জাজনক আর হতাশার টাইম আসবে। If you really want to be crowned when someone knock you down, you can't stay in the ground. আপনাকে কত জোরে কিক মারছে সেটা ইম্পর্টান্ট না। ইম্পর্টান্ট হচ্ছে আপনি কত জোরে কিক ব্যাক করছেন। উইনস্টন চার্চিল বলেছেন "Success is the ability to go from failure to failure without losing your enthusiasm."

=> => => =>  
আমাদের অবস্থা হচ্ছে নিজেরেতো নিজে সাহস দিতে পারিই না বরং অন্যেরে সফলতার এমন সব ছুতা বের করি যাতে নিজেরে আরো ঘুটিয়ে রাখা যায়। ও তো আগে থেকে টাকা জমায় রাখছে। তারতো শ্বশুরের পলিটিক্যাল পাওয়ার ছিলো, চ্যালাপ্যালা এসে তালা অর্ধেক ভেঙ্গে দিয়ে গেছে। ওতো ৩ বছর আগে থেকে হ্যাকস' (hacksaw) ব্লেড দিয়ে তালা কাটা শুরু করছে, এখন অর্ধেকের বেশী কেটে ফেলছে। এখন শুরু করলে তো ওর সাথে পারবো না। আজকে কিছু লোক আপনার কাছ থেকে আগায় থাকবে সেটা বাপের টাকা বা গড গিফটেড ট্যালেন্ট দিয়ে, তবে কালকে তারা আগায় থাকবে কিনা সেটার সিদ্ধান্ত নিবেন আপনি। you cant change your past but u can change your future. দুই তিন বার ট্রাই করার পর ছেড়ে দিলে আপনার পরিচয় হবে লুজার। আর যারা লুজার হিসেবে নিজেরে মেনে নেন তাদের সাকসেস হবার কোনো কারণ নাই। থমাস এডিসন বলেছেন, “Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.”

=> => => =>  
সাকসেসফুল হবার একটাই কারণ হচ্ছে চেষ্টা। এক বা দুইবার নয় বরং হাজার হাজারবার চেষ্টা। সফল না হওয়া পর্যন্ত চেষ্টা। একেবারে শেষ দেখে নেবার চেষ্টা। যতবার ব্যর্থতা আসবে ততবার সেই ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আবার শুরু করার চেষ্টা। এক বা দুইবার নয় হাজার হাজার বার ট্রাই করার পর যিনি ইলেকট্রিক বাল্ব আবিস্কার করছেন, তিনি বলেছেন, “I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.”

সো, "বারে বারে লাথি দিলে তালা ঠিকই ভাঙ্গবে, স্বপ্নের দরজাটা একদিন খুলবে।"

August 6, 2014

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152165506466891>)

--রিচার্জ ইউরসেল্ফ

দুনিয়ার ৯৯.৯৯৯৯% মানুষ, জীবিকা নির্বাহ করে, খায় দায় ঘুমায়, তারপর একদিন মরে যায়।   
তাদের অনেকেই প্রচুর ট্যালেন্টেড, দক্ষতা আছে, তারপরেও তারা তাদের লক্ষে পৌছতে পারে না।   
ট্যালেন্ট বা দক্ষতা নয়, আপনাকে সফলতা দিবে- আপনার চেষ্টা, আপনার কাজ, আপনার সাধনা।

এই লেখাটি পড়ে, আপনি যদি ভাবেন দুনিয়া উল্টায় দিবেন। আপনি পারবেন না, কারণ-  
আপনার ভিতরে সেই লেভেলের ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা নাই যেটা আপনাকে সারারাত জাগিয়ে রাখবে   
যেটা আপনার ক্ষুধার কথা ভুলিয়ে দিবে। বন্ধুর জন্মদিন, নববর্ষের পার্টি মিস করিয়ে দিবে   
ভিতরে সেই চরম লেভেলের তীব্র আকাঙ্ক্ষা নাই যে, দুইবার লাইট অফ করে ঘুমিয়ে পরার পরেও   
আবার প্রোগ্রামটা মিলছে না বলে, ল্যাপটপ অন করে অন্য আরেকভাবে ট্রাই করছেন   
২০ বার গুগল করার পরেও, সকালে ঘুমেত্তে উঠে আরেকবার সার্চ দিবেন, যদি কিছু পাওয়া যায়।

এত ডিপ লেভেলের ডেডিকেশন, মোটিভেশন মানুষ পায় কেম্নে আর ধরেও বা রাখে কেম্নে?

নিজের ভিতর থেকে প্রয়োজনটা অনুভব করতে হবে । ফকিরা মার্কা ইচ্ছা হইলে, কিচ্ছু হবে না।  
জিনিসটা এমনভাবে নিতে হবে যে, আপনার বাঁচা মরা নির্ভর করে এইটার উপর   
কোনো অল্টারনেটিভ প্ল্যান রাখবেন না। দুইদিন একটা, দুই দিন পর অন্য আরেকটা করতে করতে   
এক ঢাল থেকে অন্য ঢালে ঘুরতে থাকলে, আপনি শাখামৃগ হয়ে থাকবেন। আসল মৃগ হতে পারবেন না

আপনার পা যতই ব্যথা করুক না কেন, আপনি জানপ্রাণ দিয়ে দুই ঘন্টা ধরে দৌড়াইলেও কি হবে   
আপনি ছেড়ে দিতে পারবেন না, ঝিরিয়ে নিতে চাইবেন না, যদি পিছনে ক্ষুদার্ত বাঘ তাড়া করে   
আপনি সবরকমে চেষ্টা করবেন, সবকিছু দিয়ে চেষ্টা করবেন। বিন্দুমাত্র দম থাকলেও চেষ্টা করবেন।   
শুধু একটা কাজ করবেন না, যে আপনি ছেড়ে দিবেন না। নিজেরে বাঘের খাবার বানাতে চাইবেন না।

আপনার নিজের ভিতরে সেই ক্ষুদার্ত বাঘ আপনাকেই তৈরী করতে হবে   
মরিয়া হয়ে কিছু চাইতে শুরু করলে, আরামের ঘুম আপনার ভালো লাগবে না   
ভোর ৪টায় ঘুম থেকে উঠে কাজ করবেন, ২৫ মাইল হেটে গিয়ে স্কুলে যাবেন  
দোকানের গ্লাসের বাইরে দাড়িয়ে অন্যের কম্পুটার কাজ করা দেখে শিখার চেস্টা করবেন   
দুপুরে খাবারের কথা ভুলে গিয়েও, আপনি আপনার সাধনা চালিয়ে যাবেন

তবে বাস্তবতা হচ্ছে, ঠিক উল্টা, আমি-আপনি, সিজনাল তাবলীগে যাওয়ার মতো।   
একটা বয়ানে বসলে বা ৩ দিন সময় দিলে ঈমান শক্ত হয়। কয়দিন নামাজ কালাম পড়ি  
তারপর দুনিয়াবি হাবিজাবি জিনিসের সাথে কুলষিত করে, নামাজ পড়া ছেড়ে দেই।

সিজনাল গিরি কমাতে, বেলাইন থেকে লাইনে আসতে নিচের ভিডিও কয়েকদিন পর পর দেখি

১. একটা মানুষের হাত নাই, পা নাই তারপরেও সে কিভাবে বেসম্ভব সফল লাইফ যাপন করে   
নিক ভিযুইসিক আমার আল টাইম হিরো: [http://youtu.be/v4uG2kSdd-4?t=9s](http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fv4uG2kSdd-4%3Ft%3D9s&h=EAQGr0a8jAQEcd_HFrMhO0yjwI38jnUXnBqSrpx5gFKqKwA&enc=AZP_eWBSD8zu9qL4QxU2H5bHjy7EVb-MoBj2rdBHvncfVXGr7jbh90lQyArLJZUyFzLjSJRVhDSRqhTj-4m3fKrQpvFuWs2K5U727Sxtfb1yHc4P5Z2m9tagvXE0juom7Bm4L_Uz08pZ0pps_CsUNbl_tBa-zQnPlLzflPUCFsaorpuHJjRjlWds_7qDynAxm0o&s=1)

২. যদি কোনো কিছুতে হেরে যাই বা হোচট খাই বা যেভাবে চাইছিলাম, সেভাবে পাই নাই তখন   
মাইকেল জর্ডান ফেইলিউর: [https://www.youtube.com/watch?v=dxu61c9RiSY](https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ddxu61c9RiSY&h=IAQFkc5jCAQGWcsSh53SnDOmYrx7mdQqvPYLOy_jU4fmTfA&enc=AZOAeL38UfEnVulSHFJW07iWH2SLP4np_CkEZP3heuGkZOphrA0iQOspIe5V3sDbZGgnsN9Qw_xsfLeTPFm3qh-NAXI7d2JI_U2Uk1f1AyskONNCW0gk8mKkJxK5uR7u0TIdrQDNTu-joL7qM9x3CMZaatEtcGe6RczbieBzCWvIgRODznaXjQOcdu6iN3IMg8c&s=1)

৩. কানে শুনতে পায় না, এমন একজন কিভাবে ভায়োলিন বাজিয়ে প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়   
পেন্টিনের অ্যাড: [https://www.youtube.com/watch?v=p2OK4wbPO4I](https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp2OK4wbPO4I&h=IAQFkc5jCAQHLpWXtjZ7zrOoX9K9ZxKBCsbgO8Rvcf-qMIQ&enc=AZMkJgWFfsC79LDyO_dKgw3dSgriUQ18eJEzYaiyCIbZKbr8uQJuleHZNHxv3wtS00Fo7wgazPlf4SV1tmBBpl07TwGDumho8_8zF8sc8eT_DSQ3gw7_bDhAEBcU-Qcoskin2NlI7Ks3EIfV_Rnt3oL2P32mDcygLdiK0cCA2zhNUop8LuY7RKu-fYz6kezjbWA&s=1)

৪. মানুষ টিটকারী করবে, but believe in you, dont be nervous, keep fighting.   
সুজান বয়েল অডিশন: [https://www.youtube.com/watch?v=JSDoPY9B0wQ](https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJSDoPY9B0wQ&h=QAQEyI0rNAQGxKBvIbwMYACCDsZzA716dSvMqVcP7xlRJtw&enc=AZMlfB4qE3MknHUhahSYS1OW_JeGrTTXOyxEusorsux3vAxsJjODOPf1WdJZP-QlZH6ApbtSh_qIumDkb1E58ygw7c-HPHrGFU4C3wtflQGjffJl1M65zRR877MwAp9oHIejF2ZY4MN3Jy42JTEwBp8IFwAkJcmJlr452YYpWKKyYmj7la9fflIJc47sKYgDHW4&s=1)

৫. ছোটবেলায় এই গানের লিরিক্সটা পড়ার টেবিলে ঝুলায় রাখসিলাম এবং টায়ার্ড হলে পড়তাম   
হিরো by মারিয়া ক্যারি: [http://youtu.be/0IA3ZvCkRkQ?t=15s](http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fyoutu.be%2F0IA3ZvCkRkQ%3Ft%3D15s&h=aAQGm2zFqAQEaKyORlwg27Exirgsm5T2U6tzjRrlvPCG8lQ&enc=AZOLAaNl26Ii6YzUFyrN3nTx_mfhLYcqak7ODevcjzPtIFEN4DhwRCbwIn6wCPbJTql51sfeaQFnhGpx3wojlU3WucHeRdPlwatiVgcjvzEQiFFIjoqWuLT9BW7DyTjAsSJTOw5wQQn13yDVPOf45X__w0S7YJAW3e4JY3oidgCFPWB4w-1o9OPohuGEt88tB-o&s=1)

এইরকম শত শত ভিডিও পাবেন ইউটিউবে। খুঁজে বের করেন। যেগুলো আপনাকে ইন্সপায়ার করে।   
একটু কষ্ট লাগলে, ফাকিবাজি করতে মন চাইলে সেই ভিডিও চালিয়ে, নিজেই নিজেকে রিচার্জ করুন।

ঠিকমত রিচার্জ না করলে দামী ফোনসেট দিয়ে একদিন সেলফি তুলে আর যেমন তুলতে পারবেন না।   
তেমনি, নিজেকে নিজেই রিচার্জ না করলে, মোটিভেট না করলে, আপনি ৯৯.৯৯৯৯% হয়ে যাবেন।

June 2, 2014

<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152048806476891>

প্রথম বছর দৌড়াতে গিয়ে ৮ জনের মধ্যে ৬ষ্ঠ। (প্রথমবারতো, তাই বুঝে উঠতে পারি নাই বলে নিজেরে একটু সান্ত্বনা হয়তো নিজেই দিতে পারেন)

আর পরের বছর সবাইকে অবাক করে দিয়ে ফাস্ট হয়ে গেলেন, তবে উল্টা দিক থেকে, অর্থাৎ ৮জনের মধ্যে অষ্টম। লজ্জ্বায় মাথা হেট করে মাঠ থেকে বেরিয়ে গেলেন। বাসায় গিয়ে বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করে সজোরে কাদলেন।

আশায় আশায়, ভয়ে ভয়ে ফিরে এসে পরের বছর আবারও ৬ষ্ঠ। অনেক শুভাকাঙ্খি জুটে গেলো। বাপু, এইসব দৌড়ঝাপ সব্বার কর্ম নহে। যা বুঝো না, তা খালি খালি করতে এসে জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করো নাহ।

বুঝতে পারছেন না, আপনার কি দৌড় ছেড়ে দেয়া উচিত? নাকি কোনার দোকানে পুরি ভেজে দু পয়সা কমিয়ে পেট চালানোর ধান্দায় ধ্যান দেয়া উচিত। আপনি হার মেনে নিয়ে আখের ঘুচিয়ে ভুলে যেতে চাইতে পারেন আপনার পরাজিত তিন তিনটি বছর।

কিন্তু না আপনি পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যাননি। স্বপ্ন দেখাটা ছাড়েননি। কঠোর পরিশ্রমকে আরে শক্ত করে আগলে ধরেছেন। চ্যালেঞ্জটাকে ঠিক চ্যালেঞ্জের মতই নিলেন। শুন্য স্বপ্নটাকে লালন পালন করতে লাগলেন সযত্নে। সকল সমালোচনা, নিন্দা আর টিটকারীকে উপ্রে উপ্রে মেনে নিলেও ভিত্রে ভিত্রে তৈরী করেছেন জেদ। একেবারে শেষ দেখে নেবার জেদ।

বার বার পরাজিত হয়েও ছেড়ে দেননি বরং আরো দৃঢ় প্রত্যয়ে, নব্য উদ্দমে ফিরে এসেছেন বলেই ৫ম বারে ঠিকই চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। একবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে বিগড়ে যাননি বলেই ৭ম বার আবারো চ্যাম্পিয়্ন। কেউ কেউ তাকে সুভাগ্য বলতে পারেন কিন্তু অক্লান্ত পরিশ্রম আর লেগে থাকাকে একদম ছোট করে দেখবেন না, প্লিজ। জীবনের কোনো খানেই নয়।

(ইয়েস, [Kolkata Knight Riders](https://www.facebook.com/KolkataKnightRiders/) এর সাফল্য কিন্তু তাদের ব্যর্থতা মাঝে টিকে থাকতে পারারই ফসল)

Believing in things like impossible might force you to run on empty dreams or illusions, but when you have no other alternatives then failure is not an option.

April 25, 2014

<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10151982677981891>

কারো কাছ থেকে কোনো কাজ বা কোনো কিছুর উত্তর বের করার জন্য আমরা সাধারনত স্যান্ডুছ (sandwich) মেথড ব্যবহার করি। অর্থাৎ, ফোন করে বা দেখা করে প্রথমে তার খোজখবর নেই, খাতির/আলাপ জমিয়ে আসল প্রশ্নটা করি। কাজ হয়ে যাবার পর আবার খাজুইরা আলাপ করে নেই। তারমানে, দুইসাইডে আজাইরা কথার মাঝে, আসল কাজটা ঢুকায় দিলেন

মজার বিষয় হচ্ছে, ডাইরেক্ট বল্লে ওরা লা জবাব। মনে হয়, পাগলা কুত্তায় কামড়াইছে। আড্ডাবাজি, আজাইরা টাইম নষ্ট করতে যে মানুষ ছুটে আসবে, কিছু শিখায় দিতে বল্লে সে আর ফোন ধরবে না। আজিব।

তবে, আসল কথার আগে ভুমিকা বা ব্যাকগ্রাউন্ড বাংলাদেশে চল্লেও। বিদেশি/বিদেশিনীরা ক্ষেপে গিয়ে বল্বে, Why are you telling me all these sh\*t? Why can't you directly tell, "I can't do this?"

আর আমার পছন্দ হচ্ছে, রিভার্স পুল মেথড। এই মেথডে আপনি আগে তার একটা উপকার করে দিবেন। আগে তারে খুশি করবেন তারপর আপনার নিজের দরকার বের করবেন। এইটা গিভেন টেকের দুনিয়া। নিজের স্বার্থ উদ্ধার করে লেজ মোচড়াইতে মোচড়াইতে চলে যাবেন। তা হবে না, তা হবে না। একবার হয়তো সফল হবেন কিন্তু পরেরবার আর পাত্তা পাবেন না।

একটা উদাহরন দেই, নর্থ ডেকোটাতে যখন ছিলাম, তখন অনেকে যারা প্রোগ্রামিং ভালো পারে তাদেরকে বলে কয়ে আমার ৪০০ ডলারের গাড়িতে করে কাঁচাবাজার করতে ওয়ালমার্ট নিতাম। যাওয়ার পথে উনাদের হাবিজাবি গ্বল্প কর্তাম আর ফিরার পথে প্রোগ্রামিং রিলেটেড প্রশ্ন কর্তাম। তখন উনারা চেষ্টা করতেন হেল্প করতে। এপ্রোচটা ভিতর থেকে ভাবার মতো একটা ব্যাপার আছে কিন্তু।

কারণ, আপ্নার আম্মু ছাড়া আর কেউ আপ্নারে গিলায় খাওয়ার জন্য এম্নি এম্নি দুই ঘন্টাতো দুরে থাক ২মিনিটও ব্যয় করবে না।

মোরাল হচ্ছে:: আগে একটু হোমওয়ার্ক করুন। কি দিয়ে হেল্প করবেন তা ঠিক করে নিজের স্বার্থটা বের করেন। এইটার ভদ্র নাম হচ্ছে, "পারস্পিকতা" বা "win-win situation"

April 14, 2014

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151963841151891&set=a.10150519220556891.369219.686386890&type=3>

“ন্যাড়া একবার বেলতলায় যায়”, তারপরে আর যায় না কেন?  
একবার গিয়ে আর না যাওয়াটা আমার কাছে পছন্দ না, i think, it's too early to decide.  
বরং আমি বলি, try four times and then draw your conclusion.

কারণ হচ্ছে, “The faster you react, the lesser you think. Not always, but often.”

দর্কার হইলে কাউরে জিগ্গেস করো l ৫ মিনিট ডিপলি ভাবো l জানতে চাওয়া আর অপোজ করা কিন্তু এক নয়   
আবার উল্টাটাও ঠিক, “ভাবতে ভাবতে যদি জিন্দিগী পার করে দাও, তাইলে মিয়া ভাই, কামডা করবা কখন”

তো আমি যেটা বলছিলাম, নখরামি নয় l  
প্রথমবার বুয়েটে গেছিলাম, দেখি পোলাপান তেমন নাই, তার উপ্রে ক্যাফের সব দরজা বন্ধ   
আমার কি ডিসিশন নেয়া উচিত, “বুয়েট ক্যাফে বন্ধ হয়ে গেছে, চিরতরে”?  
না, উপসংহার না টেনে জিগ্গেস কর্লাম, বিশালকায় শশ্রুমন্ডিত ব্যক্তি কে   
সে তথ্য দিলো, “বৃহস্পতিবার, বুয়েট বন্ধ, তাই ক্যাফেতে তালা”

তার্পরে, গেলাম এক রবিবার, “দেখি দরজা খোলা, পাপায়া জুস খেলাম”  
২/৩ দিন পর আবার গেলাম, সমুসা খেলাম l   
আমি বুঝলাম বৃহস্পতি, শুক্র বুয়েট বন্ধ, তাই ক্যাফে বন্ধ, বাকি দিন খোলা

যাউকগা, টার্মের শেষ সপ্তাহ, rag, পিএল, হাজারো ঝক্কি পেরিয়ে,   
শিক্ষা... নামক মহান ভলেন্টিয়ার কার্যক্রমের পোলাপান টাইম ঠিক করলো   
একটা আড্ডা হবে, বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায়, ক্যাফেতে   
আমি যথা সময়ে গিয়ে, ক্যাফে বন্ধ পেয়ে, অডিটরিয়ামের সামনে বসে   
মনে মনে নিজেকে বাহবা দিচ্ছিছিলাম, “কৈছিলাম নাহ, ক্যাফে বন্ধ থাকে”  
স্মার্ট শান্তনু এসে বল্লো, “সব দরজা বন্ধ থাকে ঠিকই, কিন্তু rag কর্নারের কোনায় একটা দরজা খোলা থাকে”  
তারমানে, আমি যদি একবার বেলতলায়, মাথা ফাটাইয়া, আর নাইবা যেতাম  
আমার সিদ্ধান্ত কি খুব সঠিক থাকতো?  
so, try at least four times before you give up and think five minutes before you push back.

ভিত্রে গিয়ে দেহি বন্ধু-বান্ধবে এলাহী কারবার, গ্বল্প হলো, আড্ডা জমলো, খাওন দাওনও হলো   
তার্পর ছবিও তোলা হলো, ভুলেই গেছিলাম ওরা মাত্র ২ বছরের ছোট

বি: দ্র: শেষ সংখ্যাটাকে বাইনারীতে কনভার্ট করে, ডেসিমালে পড়তে হবে

April 12, 2014

<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10151959153081891>

What is your weakness?   
অদ্ভূত হলেও, এই প্রশ্নটি আপনি শুনেননি !!!   
তাইলে জিন্দেগীতে আপনি ইন্টারভিউ দেননি?

"Tell me about a project when you could not submit it on time."  
or   
"Do you prefer to work individually or in a team?"  
or   
"Explain a situation when your team member didn't cooperate?"  
এইগুলার উত্তর খুজতে খুজতে আর আমতা করতে করতে ৭ মিনিট গায়েব হয়ে যায়

তার উপ্রে,   
আপনি ফার্স্ট এ ঢুকে "Tell me about yourself" এর প্রতিউত্তরে,   
নেংটা কালের কথা দিয়ে ইতিহাস কইলে কি আর রাইট ইমপ্রেশন তৈরি হবে !!!

গুলা দশেক টাইট প্রশ্ন ফেইস করতে, স্বপ্নেপ্রাপ্ত আখেরী সমাধান নিতে চলে আসুন   
House -107, road-4, block-2, banani (AIUB er pasher road e)  
5.00 pm, April 13, 2014.

বিফলে মূল্য ফেরত (ইভেন্টটি ফ্রি and open to all)

Will also talk about Career in USA (Engineering, IT, etc.), Higher Studies in USA, web development, or whatever you want to ask.